১২ দ্বীনি কাজের গুরুত্ব, দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারিতা,
নিয়ম-কানুন ও কার্যপ্রণালী সম্বলিত একটি চমৎকার গ্রন্থ

১২ দ্বীনি কাজ

ফজরের নামাযের জন্য জাগ্রত করুন

তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকা

দরস

মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান

ইনফিরাদি কৌশিশ (একক প্রচেষ্টা)

সাপ্তাহিক ইজতিমা

সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা

একদিন আল্লাহর রাস্তায়/ অন্যান্য ভাষায় হালকা

সাপ্তাহিক রিসালা অধ্যয়ন

সাপ্তাহিক এলাকায়ী দাওরা

মাদানী কাফেলা

নেক আমল

উপস্থাপনায়:
মারকাযী মজলিসে শূরা (দা'ওয়াতে ইসলামী)

১২ দ্বীনি কাজের গুরুত্ব, দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারিতা, নিয়ম-কানুন ও কার্যপ্রণালী সম্বলিত একটি চমৎকার গ্রন্থ

১২ দ্বীনি কাজ

উপস্থাপনায়

আল মদীনাতুল ইলমিয়া

(দাওয়াতে ইসলামী)

IslamicResearchCenter

প্রকাশক

মাকতাবাতুল মদীনা

কিতাবের নাম : **১২ দ্বীনি কাজ**

উপস্থাপনা : আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)
IslamicResearchCenter

প্রকাশক : মাকতাবাতুল মদীনা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখাঃ

☞ **হেড অফিস :** ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

☞ **ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ**, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

☞ **আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার**, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

☞ **কাশারীপট্টি**, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

সত্যায়নপত্র

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْن

তারিখ: ২৬ মুহাররমুল হারাম ১৪৪৬ হিঃ **রেফারেন্স নম্বর: ৩০০**

সত্যায়ন করা হচ্ছে যে, কিতাবটি "**১২ দ্বীনি কাজ**" কিতাব ও পুস্তিকা সংশোধন বিভাগের পক্ষ থেকে দ্বিতীয়বার পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভাগটি এর আকাঈদ, কুফরি ইবারত, চারিত্রিক বিষয়াদি, ফিকহী মাসায়িল ও আরবী ইবারত ইত্যাদির ব্যাপারে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গভাবে বিবেচনা করেছে। অবশ্য কম্পোজিং বা লেখনীর কোন ভুলের দায়ভার বিভাগের উপর নয়।

কিতাব ও পুস্তিকা সংশোধন বিভাগ (দাওয়াতে ইসলামী)
০২-০৮-২০২৪

সনাক্তিকরণ

কিতাব পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন اِنْ شَآءَاللہ জ্ঞানের মধ্যে উন্নতি হবে।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা

সূচিপত্র

এই কিতাবটি পাঠ করার ১৬টি নিয়ত....................১১
আল মদীনাতুল ইলমিয়া....................১২
প্রথমে এটি পড়ে নিন....................১৫
(১) ফজরের নামাযের জন্য জাগ্রত করুন....................১৮
দরুদ শরীফের ফযিলত:....................১৮
“ফজরের নামাযের জন্য জাগানো” দ্বীনি কাজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:....................১৮
ফজরের নামাযের জন্য জাগানো সাওয়াবের কাজ:....................১৯
ফজরের নামাযের জন্য জাগানো সুন্নাত....................২০
ফজরের নামাযের জন্য জাগানোর উপকারিতা:....................২১
রাস্তায় উঁচু আওয়াজে ফজরের নামাযের জন্য জাগানোর চিকিৎসাগত উপকারিতা:....................২৩
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পদ্ধতি:....................২৪
ফয়যানে মদীনার জন্য জমিন পেয়ে গেল:....................২৫
“ফজরের জন্য জাগিয়ে দিন” দ্বীনি কাজের নির্দেশিকা:....................২৫
রাস্তায় ধ্বনি দেওয়ার পদ্ধতি:....................২৯
ফজরের সময় হয়ে গিয়েছে উঠো!....................৩০
(২) তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকা....................৩২
দরুদ শরীফের ফযিলত:....................৩২
“তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকা” এর দ্বীনি কাজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:....................৩২
সকালে তিলাওয়াত ও যিকির-আযকার করার ফযিলত:....................৩৩
ফজরের নামায থেকে ইশরাকের সময় পর্যন্ত মসজিদে বসার ফযিলত:....................৩৫
“তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকা” দ্বীনি কাজের উপকারিতা:....................৩৬
দ্বীনি পরিবেশের বরকত....................৩৮
দ্বীনি কাজ “তাফসীর শোনার/ শোনানোর হালকার” নির্দেশিকা (Guidelines):....................৩৯
তাফসীর শোনা/ শোনানোর বিকল্প পদ্ধতি....................৪০
“তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকা” লাগানোর সংশোধনী (Precautions):....................৪১
ইশরাক ও চাশতের ওয়াক্ত:....................৪৩

"তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকা" এর সিডিউল (Schedule):............................ ৪৩
"তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকা" লাগানোর পদ্ধতি:.................................. ৪৩
(৩) দরস (মসজিদ/ এরিয়া/ ঘর)...৪৫
দরুদ শরীফের ফযিলত:.. ৪৫
"দরস" এর দ্বীনি কাজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:.. ৪৬
দরস দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য:...৪৭
প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী:... ৪৮
সাহাবায়ে কেরামের তরিকার উপর আমল: ৪৮
দাওয়াতে ইসলামীর প্রাথমিক পর্যায়ের দ্বীনি কাজ:................................ ৪৯
ফয়যানে সুন্নাতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: ৫০
দরসের বিভিন্ন দিক:..৫৩
দরস (মসজিদ/ এরিয়া/ ঘর) এর উপকারিতা: ৫৪
দরস দেওয়ার ফযিলত: ৫৫
দরস দেওয়া প্রসঙ্গে নির্দেশিকা (Guidelines): ৫৬
মসজিদ দরস: ৫৬
এরিয়া দরস:...৫৮
ঘর দরস:..৬০
আমীরে আহলে সুন্নাতের কিতাব ও রিসালা থেকে দরস:.............................. ৬১
দরস দেয়ার পদ্ধতি:...৬২
দরসের শেষে এইভাবে উৎসাহ দিবেন!.. ৬৪
(৪) মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান...৬৬
দরুদ শরীফের ফযিলত:...৬৬
"মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান" এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:..............................৬৬
সিডিউল: ৬৭
কুরআনে পাকের তিলাওয়াতের ফযিলত: ৬৭
সঠিক উচ্চারণে কুরআনে পাক পড়ার শরয়ী বিধান:...................................৬৯
কুরআনে পাক কতটুকু শিখা জরুরী!..৭০

মাদরাসাতুল মদীনা বালেগানের মৌলিক অগ্রাধিকার: ৭০
লাহনের বর্ণনা: ৭০
লাহনের প্রকারভেদ: ৭১
(১) লাহনে জলীর পরিচয় ও হুকুম: ৭১
(২) লাহনে জলীর অবস্থা: ৭১
লাহনে খফীর পরিচয় ও হুকুম: ৭১
লাহনে খফীর অবস্থাসমূহ: ৭২
মাদরাসাতুল মদীনা বালেগানের মৌলিক উদ্দেশ্য: ৭২
মাদরাসাতুল মদীনা বালেগানের ছাত্র মুফতি কিভাবে হলো? ৭৩
মাদরাসাতুল মদীনা বালেগানের দ্বীনি কাজের নির্দেশিকা: ৭৫
অনলাইন পড়া/ পড়ানোর জন্য: ৭৮
মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান লাগানোর পদ্ধতি: ৭৮
(৫) ইনফিরাদি কৌশিশ (একক প্রচেষ্টা) ৮০
দরুদ শরীফের ফযিলত: ৮০
“ইনফিরাদি কৌশিশ” দ্বীনি কাজের পরিচিতি: ৮০
প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এককভাবে নেকীর দাওয়াত দেওয়ার ধরন: ৮১
আমিরুল মুমিনীন আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর ইনফিরাদি কৌশিশ: ৮২
নেকীর দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি: ৮৩
(১) সম্মিলিত কৌশিশ: ৮৪
(২) ইনফিরাদি কৌশিশ: ৮৪
নেকীর দিকে আহবান করার ফযিলত: ৮৫
ইনফিরাদি কৌশিশের সুযোগ: ৮৬
ইনফিরাদি কৌশিশ প্রভাব সম্পন্ন বানানোর পদ্ধতি: ৮৭
ইনফিরাদি কৌশিশে আসা বিপদগুলো কিভাবে দূরীভূত করবেন? ৮৯
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দুইটি বাণী: ৯১
ইনফিরাদি কৌশিশের বাহার: ৯১
ইনফিরাদি কৌশিশের দ্বীনি কাজের পদ্ধতি: ৯৩

(৬) সাপ্তাহিক ইজতিমা..৯৬
দরুদ শরীফের ফযিলত:..৯৬
"সাপ্তাহিক ইজতিমা" এই দ্বীনি কাজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: ৯৬
সম্মিলিত ইবাদতের গুরুত্ব:... ৯৭
বৃহস্পতিবার ইজতিমা করার গুরুত্ব: ৯৮
দাওয়াতে ইসলামীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিতব্য ইজতিমাসমূহ: ৯৮
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাণী:.. ৯৯
সাপ্তাহিক ইজতিমার সাংগঠনিক উপকারিতা:...১০০
সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার বরকতে দ্বীনি পরিবেশ মিলে গেল: ১০১
"সাপ্তাহিক ইজতিমার" দ্বীনি কাজের জন্য নির্দেশিকা: ১০২
সাপ্তাহিক ইজতিমার ব্যবস্থাপত্র:..১০৪
সাপ্তাহিক ইজতিমার ব্যবস্থাপনা বিভাগ: ১০৫
সাপ্তাহিক ইজতিমার সিডিউল:...১০৭
প্রথম সেশন: (সময় ৯২ মিনিট) ১০৭
দ্বিতীয় সেশন: ১০৮
তৃতীয় সেশন: (সময়: তাহাজ্জুদ থেকে ইশরাক চাশত) ১০৮
(৭) সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা... ১১০
দরুদ শরীফের ফযিলত:...১১০
"সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা" এর দ্বীনি কাজের পরিচিতি: ১১০
ইলমে দ্বীন শিখার হুকুম:.. ১১১
আলিমের সংস্পর্শের উপকারিতা:...১১২
আল্লাহ ওয়ালাদের দরবারে হাজিরি দেওয়ার আদব:... ১১৪
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী মুযাকারা: ১১৫
সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারার উপকারিতা: ১১৭
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাণী:...১১৮
আশিকে মাদানী মুযাকারা:...১১৮
সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দ্বীনি কাজের জন্য নির্দেশিকা:......................................১১৯

www.dawateislami.net

(৮) একদিন আল্লাহ রাস্তায়/ অন্যান্য ভাষায় হালকা ১২২
দরুদ শরীফের ফযিলত:...১২২
‘একদিন আল্লাহর রাস্তায়/ অন্যান্য ভাষায় হালকা’ এই দ্বীনি কাজের পরিচিতি: ১২২
পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে গিয়ে নেকীর দেওয়ার ফযিলত: ১২৩
আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ এর খেদমতে প্রশ্ন:...১২৩
আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ এর উত্তর:...১২৪
একদিন আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার উপকারিতা: ১২৬
“একদিন আল্লাহর রাস্তায়” দ্বীনি কাজের বরকতে দ্বীনি পরিবেশ মিলে গেল: ১২৯
একদিন আল্লাহর রাস্তায় দ্বীনি কাজের নির্দেশিকা:...১৩০
একদিন আল্লাহর রাস্তায় অতিবাহিত করার সিডিউল ও পদ্ধতি: **(যোহর থেকে মাগরিব)** ১৩২
বিস্তারিত (আসর থেকে মাগরিবের সিডিউল)..১৩৪
ভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে দ্বীনি কাজ:...১৩৫
অন্যান্য ভাষায় হালকার উপকারিতা: ১৩৭
সাপ্তাহিক অন্যান্য ভাষায় হালকার দ্বীনি কাজের নির্দেশিকা: ১৩৮
সিডিউলের বিস্তারিত:...১৪০
(৯) সাপ্তাহিক রিসালা অধ্যয়ন..১৪২
দরুদ শরীফের ফযিলত:...১৪২
“সাপ্তাহিক রিসালা ও অধ্যয়ন” দ্বীনি কাজের পরিচিতি: ১৪২
বুযুর্গানে দ্বীনের অধ্যয়নের স্পৃহা:...১৪৫
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর অধ্যয়নের ধরন: ১৪৬
দ্বীনি অধ্যয়নের ১৮টি নির্দেশিকা: ১৪৭
সাপ্তাহিক রিসালা অধ্যয়ন দ্বীনি কাজের উপকারিতা: ১৫১
রিসালা অধ্যয়নের মাদানী বাহার: ১৫২
সাপ্তাহিক রিসালা অধ্যয়ন দ্বীনি কাজের জন্য নির্দেশিকা: ১৫৩
(১০) সাপ্তাহিক এলাকায়ী দাওরা ১৫৮
দরুদ শরীফের ফযিলত:...১৫৮
“সাপ্তাহিক এলাকায়ী দাওরা” দ্বীনি কাজের পরিচিতি: ১৫৯

নেকীর দাওয়াতের ফযিলত: ১৬০
প্রত্যেক মুসলমান মুবাল্লিগ: ১৬১
নেকীর দাওয়াতের উপকারিতা: ১৬১
বাজারে নেকীর দাওয়াত: ১৬২
এলাকায়ী দাওরার মূল উদ্দেশ্য: ১৬৪
“সাপ্তাহিক এলাকায়ী দাওরা” এর উপকরিতা: ১৬৪
এলাকায়ী দাওরার বরকতে একজন অমুসলিম ইসলাম কবুল করেছে: ১৬৬
মাদানী মারকাযের দেওয়া পদ্ধতির উপর আমল করার বরকত: ১৬৭
“এলাকায়ী দাওরা” এর নির্দেশিকা: ১৬৮
সাপ্তাহিক এলাকায়ী দাওরায় যিম্মাদারী বন্টন ও কাজ: ১৭০
সাপ্তাহিক এলাকায়ী দাওরার পদ্ধতি: ১৭১
আসরের এলান: ১৭২
এলাকায়ী দাওরার অনুপ্রেরণা: ১৭২
এলাকায়ী দাওরার আদব: ১৭৪
নেকীর দাওয়াতের আগেকার দোয়া: ১৭৫
নেকীর দাওয়াত (সংক্ষিপ্ত) ১৭৬
নেকীর দাওয়াত থেকে আসার পর দোয়া: ১৭৭
মাগরিবের ঘোষণা: ১৭৮
(১১) মাদানী কাফেলা ১৮০
দরুদ শরীফের ফযিলত: ১৮০
“মাদানী কাফেলা” দ্বীনি কাজের পরিচিতি: ১৮১
দোয়ায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه: ১৮১
আল্লাহর রাস্তায় সফর করার বিধান: ১৮১
এই আয়াত দ্বারা ৩টি মাসায়িল প্রতীয়মান হলো: ১৮৩
নেকীর পথে নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা: ১৮৪
মাদানী কাফেলায় সফরের উপকারিতা: ১৮৬
মসজিদ আবাদ হয়ে গেল: ১৮৯

www.dawateislami.net

যেলি হালকা (Sub unit) থেকে মাদানী কাফেলা প্রস্তুত করার পদ্ধতি:....................১৯০
মাদানী কাফেলায় সফর করার পদ্ধতি: ১৯২
সফরের আগের নিয়তসমূহ:...১৯২
মাদানী কাফেলার সংক্ষিপ্ত জাদুওয়াল (Schedule):...................................১৯৪
মাদানী কাফেলায় জাদুওয়ালের পুনরাবৃত্তির পদ্ধতি: ১৯৯
জাদুওয়ালের পুনরাবৃত্তি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল:...................................২০১
কাফেলা থেকে কাফেলা প্রস্তুত করার পদ্ধতি: ২০১

(১২) নেক আমল ২০৫

দরুদ শরীফের ফযিলত:...২০৫
“নেক আমল” দ্বীনি কাজের পরিচিতি:..২০৫
নিজের আমলের পর্যবেক্ষণের বিধান:..২০৬
কিয়ামতের দিন আমলের হিসাব:...২০৭
“আমলের পর্যবেক্ষণ মানে কি? ২১০
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দানকৃত নেক আমল রিসালা: ২১২
নেক আমল রিসালার পরিচিতি:...২১২
দোয়ায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه: ২১৩
“নেক আমল” দ্বীনি কাজের উদ্দেশ্য: ২১৩
“নেক আমল” দ্বীনি কাজের উপকারিতা:...২১৪
“নেক আমল” রিসালার উপর আমল করার দ্বারা নামাযের প্রতি যত্নশীলতা নসীব হলো: ২১৬
“নেক আমল” দ্বীনি কাজের পদ্ধতি: ২১৬
এককভাবে আমলের পর্যবেক্ষণ করার পদ্ধতি:.. ২১৮
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণ করার পদ্ধতি: ২১৯
কুফলে মদীনা কার্যবিবরণী:... ২২০
নেক আমল বৃদ্ধির জন্য ধারাবাহিকতা অবলম্বন করা:.................................২২১
৭২ নেক আমল এক নজরে: ২২১
তথ্যসূত্র.. ২২২

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই কিতাবটি পাঠ করার ১৬টি নিয়ত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ অর্থাৎ মুসলমানের নিয়ত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামু কবীর, ৬/১৮৫, হাদিস: ৫৯৪২)

মাদানী ফুল: ভালো নিয়ত যত বেশি হবে সাওয়াবের পরিমাণও তত বেশি হবে।

(১) প্রত্যেকবার হামদ ও (২) দরুদ এবং (৩) তায়াউয এবং (৪) তাসমিয়া দ্বারা শুরু করব (এই পৃষ্ঠার শুরুতে দেওয়া আরবী এবারতটি পড়ে নেয়ার দ্বারা এই চারটি নিয়তের উপর আমল হয়ে যাবে) (৫) আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য কিতাবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করব (৬) যতটুকু সম্ভব অযু সহকারে ও (৭) কিবলামুখী হয়ে এটি অধ্যয়ন করব (৮) যেখানে মহান আল্লাহর নাম মুবারক আসবে সেখানে **"পাক"** আর (৯) যেখানে রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক আসবে সেখানে "صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" পড়ব (১০) নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর কুরআন ও হাদিসে বিদ্যমান ফযিলতসমূহ অর্জন করার চেষ্টা করব (১১) এই কিতাবে দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাবো (১২) আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের জন্য যথাসম্ভব ১২ দ্বীনি কাজের উপর আমল করার আপ্রাণ চেষ্টা করব। (১৩) অন্যকেও ১২ দ্বীনি কাজের উপর আমল করার প্রতি উৎসাহিত করব (১৪) এই হাদিসে পাক: تَهَادَوْا تَحَابُّوْا অর্থাৎ একে অপরকে উপহার দাও পরস্পর ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ২/৪০৭, হাদিস: ১৭৩৭) এর উপর আমল করার নিয়তে (একটি অথবা সামর্থ অনুযায়ী যতটি সম্ভব) এই কিতাবটি ক্রয় করে অপরকে উপহার হিসেবে পেশ করব (১৫) নিজের মত করে "সনাক্তিকরণ" লেখা পৃষ্ঠায় অবশ্যই নোট করে নিবো (১৬) কিতাব ইত্যাদিতে শরয়ী কোন ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে প্রকাশককে লিখিতভাবে জানিয়ে দিবো।

(প্রকাশক বা লেখককে কিতাবের ভুলত্রুটিগুলো শুধুমাত্র মুখে জানিয়ে দেওয়ার দ্বারা তেমন কোন উপকার হয় না)

আল মদীনাতুল ইলমিয়া

(Islamic Research Centre)

ইসলামী বিশ্বের মহান একটি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী মুসলমানদের নিকট নির্ভুলভাবে ইসলামী সাহিত্য পৌঁছানোর ও এটির মাধ্যমে মানুষের ও সমাজের সংশোধনের মহান উদ্দেশ্যে ১৪২১ হিজরী মোতাবেক ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে জামেয়াতুল মদীনা গুলিস্তানে জওহর করাচীতে আল মদীনাতুল ইলমিয়া নামে একটি ইসলামিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে। যেটার মূল ভিত্তি হলো আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিতাবাদি যুগের চাহিদা অনুযায়ী উপস্থাপন করা। জুমাদাল উলা ১৪২৪ হি:/ জুলাই ২০০৩ সালে এটাকে আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা পুরনো সবজি বাজার, ইউনিভার্সিটি রোড করাচীতে স্থানান্তর করা হয়। আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও ইলমে দ্বীনের প্রসারের মহান আগ্রহের নিমিত্তে এই প্রতিষ্ঠানকে ছয় ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। অতঃপর এর মধ্যে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বৃদ্ধি পেতে রইল। এটির করাচী ব্যতীত একটি শাখা হলো মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা, মদীনা টাউন ফয়সালাবাদ, পাঞ্জাবেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, উভয় শাখাতে ১২০জনের চেয়েও অধিক ওলামা লেখালেখির ও অনুবাদ এবং গবেষণা ইত্যাদির কাজে নিয়োজিত রয়েছেন এবং ২০২১ সাল পর্যন্ত এটার ২৩টি বিভাগ গঠন হয়ে গেছে:

(১) ফয়যানে কুরআন বিভাগ (২) ফয়যানে হাদিস বিভাগ (৩) ফিকাহ বিভাগ (ফিকহে হানাফি ও শাফেয়ী) (৪) সিরাতে মুস্তফা বিভাগ (৫) ফয়যানে সাহাবা ও আহলে বাইত বিভাগ (৬) ফয়যানে সাহাবিয়াত ও সালেহীয়াত (৭) ফয়যানে আউলিয়া ও ওলামা বিভাগ (৮) কুতুবে আলা হযরত বিভাগ (৯) শিক্ষা বিভাগ (১০) দরসী কিতাব বিভাগ (১১) কিতাব সংশোধন বিভাগ (১২) সাপ্তাহিক রিসালা বিভাগ (১৩) বয়ানাতে দাওয়াতে ইসলামী বিভাগ (১৪) কিতাব অনুবাদ বিভাগ (১৫) ফয়যানে আমীরে আহলে সুন্নাত বিভাগ (১৬) মাসিক ফয়যানে মদীনা বিভাগ (১৭) দ্বীনি কার্যাদির বিষয়ে লেখনী ও রিসালা বিভাগ (১৮) দাওয়াতে ইসলামীর রাত ও দিন (১৯) বাচ্চাদের পৃথিবী বিভাগ (২০) দাওয়াতে ইসলামীর পুস্তিকা বিভাগ (২১) গ্রাফিক্স ডিজাইন বিভাগ (২২) গবেষক ও লেখকদের সাথে যোগাযোগ বিভাগ (২৩) প্রশাসনিক বিষয়ক বিভাগ।

আল মদীনাতুল ইলমিয়ার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য হলো: ۞ যোগ্যতা সম্পন্ন ওলামায়ে কেরামদেরকে গবেষণামূলক, লেখনীর ও সম্পাদনার একটি প্লাটফরম প্রস্তুত করা এবং তাদের পারদর্শিতা আরও বৃদ্ধি করা। ۞ সমসাময়িক চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে কুরআনের শিক্ষা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ۞ সাধারণ লোক ও বিশেষ ব্যক্তিদের সুবিধার্তে ইলমে হাদিস এবং বিশেষ করে শরহে হাদিস সম্বলিত কিতাবাদি রচনা করা। ۞ সিরাতে নববী, নববী যুগ, নববী বিধান, নববী চিকিৎসা ইত্যাদি সম্বলিত লেখনী প্রচার করা। ۞ আহলে বাইত ও সাহাবায়ে কেরাম এবং ওলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের জীবনী এবং খেদমতের ব্যাপারে অবগত করা। ۞ বুযুর্গদের কিতাবাদি ও পুস্তিকাসমূহ আধুনিক যুগের

চাহিদা অনুযায়ী উপস্থাপন করা। ۞ নেকীর দাওয়াতে স্পৃহা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে সময়োপযোগী বিষয়বস্তু পৌঁছে দেওয়া। ۞ ধর্মীয় ও দুনিয়াবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদেরকে প্রমাণিক ও স্বাস্থ্যকর বিষয়বস্তু প্রদান করা এবং দরসে নিযামীর ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা ও টীকাসহ পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের মাধ্যমে তাদের চাহিদা পূরণ করা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অনুগ্রহ ও স্নেহ, প্রশিক্ষণ ও দানকৃত উসুলের উপর আমল করার উদ্দেশ্য হল যে, দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা পাওয়া, নতুন প্রজন্মকে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে অবগত করা, তাদেরকে আমলদার মুসলমান ও একটি আদর্শবান সমাজের সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা, মাতা-পিতা ও শিক্ষক এবং বড়জনদের শিক্ষা প্রদানের সঠিক নিয়ম সম্পর্কে অবহিত করা এবং ইসলামী আদর্শ এবং দ্বীন ও ঈমানের হেফাযতের জন্য আল মদীনাতুল ইলমিয়া তার সূচনা থেকে এই পর্যন্ত যেই যেই কাজ করেছে তার উপমা তা নিজেই । আল্লাহ পাক তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে আল মদীনাতুল ইলমিয়া দাওয়াতে ইসলামীকে দ্বীনি কার্যাদি, প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য বিভাগসমূহকে আরও বেশি বেশি উন্নতি দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তারিখ: ১৫ শাওয়ালুল মুকাররম ১৪৪২ হিঃ /২৭ মে ২০২১ খ্রিঃ

প্রথমে এটি পড়ে নিন

আল্লাহ পাকের লাখো কোটি শোকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত বানিয়েছেন, যারা সমস্ত উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। উম্মতের ফযিলত ও বিশেষত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১১০) **কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** তোমরা শ্রেষ্ঠতম ওইসব উম্মতের মধ্যে, যাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মানব জাতির মধ্যে, সৎকাজের নির্দেশ দিচ্ছো এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করছো।

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সমস্ত মুসলমান মুবাল্লিগ, সকলের উপর ফরয যে, তারা মানুষকে কল্যাণের নির্দেশ দিবে এবং মন্দ কার্যাদি থেকে বাধা প্রদান করবে।[১] রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট আরজ করা হলো: মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম কে? বললেন: স্বীয় রবকে যে বেশি ভয় পায়, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে অধিকতর সম্পর্ক অটুটকারী, সবচেয়ে বেশি নেকীর নির্দেশদাতা এবং সবচেয়ে বেশি মন্দ কার্যাদি থেকে বাধা প্রদানকারী।[২]

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণে সাহাবায়ে কেরাম, সালফে সালেহীন ও বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن আপন আপন যুগে বিভিন্ন পদ্ধতিতে নেকীর দাওয়াতের এই দায়িত্বটি সুচারুপে পালন করেছেন, দ্বীনে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, বর্তমান যুগে নেকীর দাওয়াতের এই মহান কাজটিকে উত্তম পদ্ধতিতে সম্পাদন করার ব্যবস্থাপকের নাম হলো শায়খে তরীকত, আমীরে

(১). তাফসীরে নঈমী, ৪/৭২।
(২). আয যুহদ লিল বায়হাকী, পৃ: ৩২৭, হাদিস: ৮৭৭।

www.dawateislami.net

আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه, যিনি আমাদেরকে এই উদ্দেশ্যটি দিয়েছেন যে “আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।” তিনি অল্প সময়ের ভেতরে পুরো বিশ্বে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে দিয়েছেন এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের প্রসার করেছেন। তিনি নেকীর দাওয়াতকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মৌলিক যেই পদ্ধতিটি অবলম্বন করেছেন সেটা হলো ১২টি বিভিন্ন কার্যাদি যেটাকে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে “১২ দ্বীনি কাজ” বলা হয়।

দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজ যেহেতু বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে এবং শুধুমাত্র যিম্মাদারদের সংখ্যা লক্ষাধিক পেরিয়ে গেছে। সুতরাং এই বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হলো যে, এই বিশেষ ১২ দ্বীনি কাজ সম্বলিত এমন একটি কিতাব সম্পাদন করা হোক যার মধ্যে দ্বীনি কাজের গুরুত্ব, দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারিতা, নিয়ম ও কানুন এবং কার্যপ্রণালী লেখা থাকুক যাতে বিশ্বব্যাপী আশিকানে রাসূল এই দ্বীনি কার্যাদিসমূহ করার প্রতি উৎসাহিত হয় এবং এই দ্বীনি কার্যাদি খুব সুন্দরভাবে সামনে অগ্রসর করতে থাকে। কাজেই রুকনে শূরা ও নাযিমুল উমুর ইন্টারন্যাশনাল অফিস ডিপার্টমেন্ট হাজ্বী মুহাম্মদ রাফি আত্তারী سَلَّمَهُ الْبَارِى এর পৃষ্ঠপোষকতায় আল মদীনাতুল ইলমিয়ার বিভাগ মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাতের যিম্মাদার আবুল ইকরাম সৈয়দ বাহরাম হোসাইন শাহ আত্তারী মাদানী এই কাজটি সফলতার দ্বারাপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন। এই কিতাবের শুরুতে ছয়টি দ্বীনি কাজের শরয়ী নিরীক্ষণ দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের মুফতি আবু হুযায়ফা মুহাম্মদ শফিক আত্তারী

মাদানী سَلَّمَہُ الْبَارِی এবং শেষের ছয়টি দ্বীনি কার্যাদি মুফতি মুহাম্মদ আনাস আত্তারী মাদানী سَلَّمَہُ الْبَارِی করেছেন।

এই কিতাবের যেসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা অবশ্যই আল্লাহ পাকের সাহায্য ও তাওফিক, এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অনুগ্রহ, আউলিয়ায়ে কেরামের কৃপাদৃষ্টি এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর স্নেহের ফসল আর যেসব ভুলত্রুটি হয়েছে তা আমাদের অবহেলার কারণ। আল্লাহ পাক দাওয়াতে ইসলামীর সমস্ত বিভাগ বিশেষ করে আল মদীনাতুল ইলমিয়া (**I**slamic **R**esearch **C**entre) কে দিন দিন উন্নতি দান করুক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(১) ফজরের নামাযের জন্য জাগ্রত করুন

টার্গেট: (প্রত্যেক যেলি হালকা (Sub unit) এ কমপক্ষে ৪জন ইসলামী ভাই ফজরের নামাযের জন্য ঘুম থেকে মানুষকে জাগিয়ে তুলবে)

দরুদ শরীফের ফযিলত:

আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলেছেন: اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী থাকবে ওই ব্যক্তি, যে আমার উপর সবচেয়ে বেশি দরুদ পাঠ করবে।[১]

حَشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لُوں رَضاؔ
لوٹ جاؤں پا کے وہ دامانِ عالی ہاتھ میں

হাশর ম্যা কিয়া কিয়া মযে ওয়ারফতাগী কে লুঁ রেযা
লোট জাউঁ পা কে ওহ দামান আলী হাত ম্যা[২]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

"ফজরের নামাযের জন্য জাগানো" দ্বীনি কাজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

প্রতিদিন একটি দ্বীনি কাজ হলো ফজরের নামাযের জন্য উঁচু আওয়াজে মানুষকে ঘুম থেকে জাগ্রত করা। ইসলামী ভাই নিয়মিতভাবে

---

(১). তিরমিযী, ২/২৭, হাদিস: ৪৮৪।
(২). হাদায়িকে বখশীশ, পৃ: ১০৪।

প্রতিদিন নিজের ঘরের সদস্যদের এবং যেলি হালকায় মুসলমানদেরকে ফজরের নামাযের জন্য জাগ্রত করবে। মসজিদের আশেপাশে চারিদিকে দুইজন করে ইসলামী ভাই গিয়ে উচ্চস্বরে আওয়াজ দিয়ে জাগ্রত করবে, যেসব ইসলামী ভাইয়েরা ফজরের নামাযের জন্য জাগানোর জন্য বলবে তাদের ঘরের দরজায় করাঘাতও করবে। ফজরের নামায ছাড়াও অন্যান্য ওয়াক্তের নামাযের জন্যও দাওয়াত দিবে। যেসব এলাকায় উচ্চ আওয়াজে ডাকা সম্ভব হবে না সেখানে ইসলামী ভাইয়েরা কল করে জাগ্রত করবে, যেখানে হানাফি মাযহাব ছাড়াও অন্যান্য মাযহাব (যেমন, শাফেয়ী, হাম্বলী ও মালেকী) এর অনুসারী মুসলমানদের আধিক্যতা থাকবে সেখানে ফজরের আযানের পর অথবা ফজরের নামায়ের পর ফোন কল করে নামাযের জন্য জাগ্রত করবে। ফোন কল করে যদি ৪জন ইসলামী ভাইকে জাগিয়ে দেয় তবে এটিও দ্বীনি কাজের মধ্যে গণ্য করা হবে।

ফজরের নামাযের জন্য জাগানো সাওয়াবের কাজঃ

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ফজরের নামাযের জন্য মানুষকে উঠানোর প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, যদি নামাযীদেরকে নামাযের সময়ের আধাঘন্টা আগে তাদের ঘরে গিয়ে তাদেরকে নামাযের জন্য ঘুম থেকে ডেকে দেওয়া হয় তবে কি সেটা জায়িয হবে? তিনি বললেন: নামাযের জন্য জাগিয়ে দেওয়া অবশ্যই সাওয়াবের কাজ, তবে সময়ের আগে জাগিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন কি? এমন সময়ে ডেকে দিন যেন প্রস্রাব-পায়খানা ইত্যাদি সেরে সুন্নাত পড়তে পারে এবং তাকবীরে উলায় শামিল হতে পারে।[১]

(১). ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫/৩৭৮।

www.dawateislami.net

ফজরের নামাযের জন্য জাগানো সুন্নাত

ফজরের নামাযের জন্য জাগানো আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খুব প্রিয় একটি সুন্নাতে মুবারাকা। যেমন, হযরত আবু বকর হানাকী বিন হারিস সাক্বাফী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন, আমি রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে ফজরের নামাযের জন্য বের হলাম তো তিনি ঘুমন্ত যেই ব্যক্তির পাশ দিয়েই যেতেন তাকে নামাযের জন্য ডাক দিতেন এবং তাঁর পা মুবারক দিয়ে নাড়া দিতেন।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেই সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাই ফজরের নামাযের জন্য ডেকে দেয় সে اَلْحَمْدُ لِلّٰه সুন্নাত আদায়ের সাওয়াব পায়। মনে রাখবেন! পা দিয়ে নাড়া দেওয়ার সবার জন্য অনুমতি নেই। শুধুমাত্র ওই বুযুর্গ পা দিয়ে নাড়া দিতে পারবে যার নাড়া দেওয়ার কারণে ঘুমন্ত ব্যক্তি মনেকষ্ট আনবে না। হ্যাঁ! যদি কোন শরয়ী নিষেধাজ্ঞা না থাকে তবে নিজের হাত দিয়ে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিতে কোন অসুবিধা নেই। অবশ্যই রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যদি তাঁর গোলামকে পা মুবারক দিয়ে নাড়া দেন তাহলে তার ঘুমন্ত নসীব জেগে উঠবে আর যদি কোন সৌভাগ্যবানের মাথায়, চোখে বা সীনার উপর পা মুবারক রেখে দেন তাহলে তো আল্লাহ পাকের শপথ! উভয় জাহানের শান্তি দিয়ে দিলেন।

ایک ٹھوکر میں اُحُد کا زلزلہ جاتا رہا — رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں
یہ دِل یہ جِگر ہے یہ آنکھیں یہ سَر ہے — جدھر چاہو رکھو قَدَم جانِ عالَم

(১). আবু দাউদ, ২/৩৩, হাদিস: ১২৬৪।

এক ঠোকর ম্যা উহুদ কা যলযলা জাতা রহা
রাখতী হ্যা কিতনা ওয়াকার আল্লাহু আকবর এড়িয়াঁ[১]
ইয়ে দিল ইয়ে জিগার হ্যা ইয়ে আখিঁ ইয়ে সার হ্যা
জিধার চাহো রাখখো কদম জানে আলম[২]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফজরের নামাযের জন্য জাগানোর উপকারিতা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! "ফজরের নামাযের জন্য জাগানোর" এই দ্বীনি কাজটিকে যদি নিজের জীবনে অভ্যাস বানিয়ে নেন তবো এটার বরকতে اِنْ شَآءَ الله অনেক দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকার অর্জিত হবে, যেমন অন্যকে নামাযের জন্য জাগানো ব্যক্তির নিজের ফজরের নামাযের হেফাযত হয়ে থাকে এবং জাগ্রত হওয়া ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করে নেয়। ফজরের জন্য জাগানো ব্যক্তির তাহাজ্জুদের নামায পড়ারও সুযোগ হতে পারে।

- দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার ১০৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "রাহে ইলম" এর ৯১ পৃষ্ঠায় রয়েছে, সকালে জাগ্রত হওয়াটা, নেয়ামত বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। বিশেষ করে এর দ্বারা রিযিক বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে।
- নামাযের জন্য জাগিয়ে তোলা অবশ্যই নেকীর দাওয়াত দেওয়া। সুতরাং প্রতিদিন ফজরের নামাযের জন্য ডেকে দেওয়া ব্যক্তিরা নেকীর দাওয়াতের সাওয়াব পাচ্ছে। আর যারা এই দ্বীনি কাজের বরকতে

(১). হাদায়িকে বখশীশ, পৃ: ৮৭।
(২). ফয়যানে সুন্নাত, ফয়যানে সুন্নাত, ১/৩৮।

www.dawateislami.net

ফজরের নামায আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করছে, আল্লাহ পাকের রহমতের আশা রয়েছে যে, তাদের নামাযের সাওয়াবও সে অর্থাৎ যে তাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছে সেও পাবে। যেমনটি রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলেছেন: مَنۡ دَلَّ عَلٰی خَیۡرٍ فَلَہٗ مِثۡلُ اَجۡرِ فَاعِلِہٖ অর্থাৎ যে ব্যক্তি নেকীর কাজে কাউকে সাহায্য করে সেও তার মতো সাওয়াব ও প্রতিদান পায় যেই (সাওয়াব) ওই নেকী করা ব্যক্তি পেয়ে থাকে।[১]

- প্রতিদিন এই দ্বীনি কাজ করার দ্বারা ঘরে ঘরে দাওয়াতে ইসলামীর পয়গাম পৌঁছে থাকে, মানুষের হৃদয়ে দাওয়াতে ইসলামীর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, যাদেরকে উৎসাহ দিয়ে দ্বীনি পরিবেশের কাছে নিয়ে আসা সহজ হয় যায়।
- যেসব এলাকায় দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজ কম হয়ে থাকে বা নতুনভাবে শুরু করতে হয় সেখানে সালামের ব্যাপক প্রচলন করা, মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা বিতরণ করা এবং ফজরের নামাযের জন্য জাগানো দ্বীনি কাজ অনেক উপকারী হবে।
- "ফজরের নামাযের জন্য জাগানো" এই দ্বীনি কাজ মসজিদ আবাদ করার মাধ্যমও কেননা এটার বরকতে নামাযীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় এবং মসজিদসমূহ আবাদ হয়।
- দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী মারকায থেকে দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী ফজরের নামাযের জন্য জাগানোর ধ্বনিতে মক্কা ও মদীনায় হাজিরী দেওয়ার মত সুন্দর সুন্দর দোয়াও রয়েছে, যখন কেউ ঘরে ঘুমন্ত কোন ব্যক্তি ফজরের নামাযের জন্য জাগানোর জন্য এই দোয়াসমূহ দিয়ে

(১). আবু দাউদ, ৪/৪৩০, হাদিস: ৫১২৯।

থাকে তখন এই দোয়াসমূহ তার হকেও কবুল হওয়ার আশা রয়েছে। যেমনটি আল্লাহ পাকের আখেরী নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: যখন লোক তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দোয়া করে তখন একজন ফেরেশতা বলে তোমার জন্যও অনুরূপ (দোয়া) রইল।[১] অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: হে আমার বান্দা! আমি তোমাকে দিয়ে আগে শুরু করব (অর্থাৎ প্রথমে তোমাকে দান করব)।[২]

রাস্তায় উঁচু আওয়াজে ফজরের নামাযের জন্য জাগানোর চিকিৎসাগত উপকারিতা:

রাস্তায় ফজরের নামাযের জন্য পায়ে হেঁটে ধ্বনি দেওয়ার দ্বারা অনেক চিকিৎসাগত উপকারিতাও অর্জিত হয়ে থাকে: যেমন

❁ সকালের সময় পায়ে হাঁটা মানুষকে সুস্থ রাখে। ❁ পায়ে হাঁটা বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি (হার্টএটাক, স্ট্রোক, মানসিক রোগ, হাত-পা এবং শরীরের ব্যথা, মুখের ঘা ও ফুসফুসের রোগ, বুক জ্বলা, ডায়াবেটিস, রক্তচাপ, যকৃত ও পিত্তথলীর রোগ ইত্যাদি) থেকে নিরাপদ রাখে। ❁ পায়ে হাঁটা-চলা করার কারণে মানসিক চাপ (Depression) অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। ❁ হাঁটা-চলা করার দ্বারা বিশেষকরে শ্বাসতন্ত্রের রোগ থেকে হেফাযতে থাকা যায়। ❁ সকালে হাঁটাহাঁটি করার কারণে সারাদিন আনন্দে কেটে যায়। ❁ পায়ে হাঁটার কারণে ওজনও স্বাভাবিক থাকে। ❁ পায়ে হাঁটা-চলা করার দ্বারা স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পেয়ে

---

(১). মুসলিম, পৃ: ১১২১, হাদিস: ৬৯২৭।
(২). কু'তুল কুলুব, ২/৪৪০। ইহইয়াউল উলুম, ২/২৩২।

থাকে ۞ নিয়মিত হাঁটাচলা করা ব্যক্তির ব্লাড পেশার (Blood Pressure) স্বাভাবিক থাকে। ۞ পায়ে হাঁটা হাড়কে মজবুদ করে। পায়ে হাঁটাচলা করা ব্যক্তি মোটা হয়ে যাওয়ার শিকার হয় না। ۞ পায়ে হাঁটাচলা করার অভ্যস্ত ব্যক্তির স্নায়বিক উত্তেজনা চলে যায়। ۞ হাঁটা-চলা করার দ্বারা হজম শক্তি ঠিক থাকে। মানবদেহের অঙ্গাদি ঠিকমতো কাজ করে। ۞ হাঁটার সময় রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়, যার কারণে শরীর থেকে এক বিশেষ ধরনের বিষাক্ত পদার্থ বের হয় যার বৈশিষ্ট্য আফিমের মতো। এই পদার্থটি শরীর থেকে দূর করতে ব্যর্থ হলে নানা ধরনের ব্যথা ও যন্ত্রণা বেড়ে যায়। ۞ হাঁটার দ্বারা রক্তে থাকা খারাপ কোলস্ট্রোল (Cholesterol) বের হয়ে যায়।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পদ্ধতি:

আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ও ফজরের নামাযের জন্য মানুষকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতেন যেমন, একটি মাদানী মুযাকারায় তিনি বলেছেন: আমি আমার ঘর, পীর কলোনী থেকে ফজরে 'ফয়যানে মদীনা' আসার সময় সদায়ে মদীনা তথা ফজরের নামাযের জন্য ধ্বনি দিতাম।(১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! "ফজরের নামাযের জন্য জাগানো" এমন একটি দ্বীনি কাজ যেই যেই যেলি হালকায় ইসলামী ভাইয়েরা নিয়মিতভাবে ফজরের নামাযের জন্য মানুষকে ঘুম থেকে জাগ্রত করে সেখানে ফজরের নামাযে নামাযীদের সংখ্যাও বেড়ে যায়। যেমন: -

(১). মাদানী মুযাকারা, ১০ জুমাদিল উলা ১৪৩৬ হিজরী, ১ মার্চ ২০১৫।

ফয়যানে মদীনার জন্য জমিন পেয়ে গেল:

এক ইসলামী ভাইয়েরা বর্ণনা: দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলার সাথে আমরা একটি শহরে গেলাম, ফজরের আযানের পর আমরা ফজরের নামাযের জন্য ডাক দিচ্ছিলাম হঠাৎ দেখি একটা ঘর থেকে এক মডার্ণ যুবক আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করল এবং সে আমাদের সাথে মসজিদে ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করল। পরবর্তীতে ওই যুবকের বাবা কাফেলা ওয়ালাদের সাথে সাক্ষাত করতে আসে। এটা তার মন্তব্য ছিল যে, তিনি বললেন ফজরের নামাযের জন্য ঘুম থেকে জাগ্রত করার বরকতে আমার অবাধ্য মডার্ণ (Modern) বেনামাযী ছেলে নিয়মিত নামায পড়তে লাগল। اَلْحَمْدُلِلّٰه ওই মডার্ণ যুবকের বাবা প্রভাবিত হয়ে সেই এলাকায় মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনার জন্য জমিন দান করে দিলেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

“ফজরের জন্য জাগিয়ে দিন” দ্বীনি কাজের নির্দেশিকা:

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী গুলদস্তা ও ওয়াসায়িলে বখশীশ এর ৬৬৫ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান ফজরের নামাযের জন্য জাগানোর জন্য দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী জাগিয়ে তুলুন। এর শব্দাবলী পূর্বে বলা হয়েছে।

- নিজের পরিবারের লোক (যেমন, পিতা, মাতা, স্ত্রী, বাচ্চা, ভাই, বোন ইত্যাদি) সবাইকে ফজরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দিন।
- যারা ঘরের বাহিরে চাকরি করেন তারা পরিবারের লোকদের ফজরের নামাযের সময় ফোন অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে উঠাবেন।

- যেখানে আপনি কাজ (job) করেন ওখানে আপনি রুমমেন্ট (Roommate) কে ঘুম থেকে জাগ্রত করে দিন।
- ফজরের নামাযের সময় উঠানোর জন্য মেগাফোন (Mega Phone) ব্যবহার করবেন না।
- ইসলামী ভাইদের সংখ্যা বেশি হওয়া অবস্থায় বিভিন্ন দিকে দুইজন করে ইসলামী ভাই মিলে ধ্বনি দিবেন।
- ফজরের আযানের পর ডাক দেয়া শুরু করবেন। যদি কোন ইসলামী ভাই না আসে তবে একাই নামাযের জন্য ডেকে দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবেন।
- যেখানে কোন পশু বাঁধা রয়েছে, সেখানে আওয়াজ একটু ছোট হওয়া উচিত।
- পাশে হসপিটাল থাকে তো ওখানে আওয়াজ ছোট করা দরকার।
- পাশা হাসপাতাল থাকুক বা অন্য কারো ঘরে অসুস্থ রোগী থাকলে ওখানে মুসলমানদেরকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর নিয়তে আওয়াজ নিচু করুন। একইভাবে যদি আওয়াজ করতে নিষেধ করে তো তাদের সাথে বাড়াবাড়িও করবেন না। এভাবে আওয়াজ মসজিদ থেকে দূরত্বে থেকে শেষ করে দিন যেন মসজিদে উপস্থিত নামাযীদের কষ্ট না হয়।
- ফজরের নামাযের জন্য জাগানোর পর মসজিদে এতটুকু আগে পৌঁছে যাবেন যেন সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ইকামত শুরু হওয়ার আগে শেষ করে তাকবীরে উলাতে শামিল হতে পারেন।
- ফজরের আযানের এতটুকু আগে উঠবেন যেন আপনি খুব সহজে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে প্রস্রাব-পায়খানা ও অযু এবং তাহাজ্জুদ শেষ করতে পারেন।

- সময়মতো উঠার জন্য এলার্ম (Alarm) দিয়ে রাখুন অথবা ঘরের কোন বড়জন অথবা চৌকিদার অথবা কোন ইসলামী ভাইকে জাগিয়ে দিতে বলে দিন নতুবা নামাযের সময়মতো উঠার জন্য “শাজারায়ে কাদেরী রযবীয়া যিয়ায়ীয়া আত্তারীয়া” এর ৩২ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান সূরা কাহাফের শেষ চার আয়াত শেষ পর্যন্ত সকালে অথবা রাতে যেই সময়েই জাগ্রত হওয়ার নিয়তে পড়বেন তো اِنْ شَآءَالله ওই সময়েই জেগে উঠবেন।[১]
- জামেয়াতুল মদীনার শিক্ষার্থীরাও পাশ্ববর্তী এলাকায় গিয়ে ফজরের নামাযের জন্য মানুষকে জাগিয়ে তুলুন, আবাসিক এলাকাতেও ফজরের নামাযের জন্য বাসিন্দাদের জাগিয়ে দিন, যদি এই দ্বীনি কাজের জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোন যিম্মাদার বানানো হয় তবে اِنْ شَآءَالله এই দ্বীনি কাজ মযবুত হবে।
- মাদ্রাসাতুল মদীনার আবাসিক শিক্ষার্থীরাও পাশ্ববর্তী এলাকায় নিয়ম অনুযায়ী ফজরের নামাযের জন্য জাগ্রত করুন এবং ক্লাসের মধ্যেও (Classes) নামাযের জন্য জাগানোর ব্যবস্থা করুন।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ইউনিভার্সিটি ও কলেজ ইত্যাদির) হোস্টেলের শিক্ষার্থীদেরও (Students) সাংগঠনিক পদ্ধতি অনুসারে (যেলি হালকায় ফজরের নামাযের জন্য উঁচু আওয়াজে জাগিয়ে দেওয়ার ধরনে) ফজরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দিন, হোস্টেলের ভেতর করাঘাত করে/ মোবাইল কল/ SMS এর মাধ্যমে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলবেন।
- ওই এলাকা যেখানে মুসলমানদের দূর-দূরান্তে বসতবাড়ি রয়েছে তাদেরকে নামাযের জন্য জাগানোর জন্য গাড়িও ব্যবহার করতে পারবেন।

(১). দারমী, ২/৫৪৬, হাদিস: ৩৪০৬ সারসংক্ষেপ।

- অবস্থায় যেমনই হোক না কেন মুসলমানদেরকে ফজরের নামাযের জন্য জাগানোর এই দ্বীনি কাজটি বন্ধ করবেন না।
- যেখানে উচ্চ আওয়াজ দিয়ে ফজরের নামাযের জন্য জাগানো সম্ভব না হয় ওখানে নিজের ঘরে উঁচু আওয়াজে সবাইকে নামাযের জন্য জাগিয়ে তুলুন।
- যেসব জায়গায় বাহিরে গিয়ে আওয়াজ দিয়ে জাগানো নিষেধ সেখানে ফোন অথবা ইন্টারনেট কলের মাধ্যমে জাগাবেন।
- যেলি হালকায় যদি আওয়াজ দিয়ে জাগানো সম্ভব না হয় তবে আগে থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে নাম লিখে নিন। অতঃপর তাদের ঘরে গিয়ে দরজায় করাঘাত করে জাগিয়ে দিন।

নোটঃ এইভাবে যদি ফোন কল করে ইসলামী ভাইদেরকে জাগিয়ে দেন তবে এটা আপনার দ্বীনি কাজ হিসেবে গণ্য হবে।

- যেখানে অন্যান্য মসলক (শাফেয়ী, হাম্বলী ও মালেকী) এর অনুসারী মুসলমানদের আধিক্যতা থাকে সেখানে "ফজরের নামাযের জন্য জাগানোর" পদ্ধতি হলোঃ
- ফজরের নামাযের জন্য ফজরের আযানের পর ইসলামী ভাইদেরকে জাগিয়ে দিবেন কিন্তু যেসব এলাকায় অন্যান্য মসলক (তথা শাফেয়ী, হাম্বলী ও মালেকী) এর মুসলমানের আধিক্যতা থাকবে সেখানে যেহেতু আযানের সাথে সাথেই জামাআত শুরু হয়ে যায় এজন্য এই দ্বীনি কাজের জন্য সময় খুব থাকে। সুতরাং এমন এলাকায় আযানের সাথে সাথে অথবা যদি জামাআতে নামায পড়ার সুযোগ না থাকে তবে নামাযের পরপরই ফোন/ ইন্টানেট কলের মাধ্যমে যোগাযোগ করে জাগিয়ে দিবেন।

- এরকম এলাকায় পরিবারের লোক ব্যতীত বাহিরে গলিতে ফজরের নামাযের জন্য উঁচু আওয়াজে ইসলামী ভাইদেরকে জাগাবেন না। কেননা এটি মুসলমানদের জন্য বিভ্রান্তির কারণ হবে।

রাস্তায় ধ্বনি দেওয়ার পদ্ধতি:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ে নিচে দেওয়া দরুদ ও সালাম পাঠ করবেন এরপর অন্যান্য বাক্যগুলো বলবেন:

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ الله

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَانُوْرَ الله

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফজরের নামাযের সময় হয়ে গিয়েছে। ঘুমের চেয়ে নামায উত্তম। তাড়াতাড়ি উঠুন এবং নামাযের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আল্লাহ পাক আপনাকে বার বার হজ্ব করা নসীব করুক এবং বার বার প্রিয় মদীনা দেখার সৌভাগ্য নসীব করুক। (সময়ের চাহিদা অনুযায়ী নিচে দেওয়া পঙক্তিও পড়ুন) এরপর উপরে দেওয়া দরুদ ও সালাম পাঠ করুন, এরপর সুযোগমতে দুইবার উপরে দেওয়া বিষয়াদি অথবা নিম্নে দেওয়া আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পঙক্তিতে থেকে নির্বাচিত শে'রগুলো পাঠ করুন: (১)

(১). নেককার হওয়ার উপায়, পৃ: ১৮৮।

ফজরের সময় হয়ে গিয়েছে উঠো!

فجر کا وَقت ہو گیا اُٹھّو! اے غُلامانِ مصطفٰے اُٹھّو!
جاگو جاگو، اے بھائیو، بہنو! چھوڑ دو اب تو بِسترا اُٹھّو!
تم کو حج کی خدا سَعادَت دے جَلوَہ دیکھو مدینے کا اُٹھّو!
اُٹھّو ذِکرِ خُدا کرو اُٹھ کر! دِل سے لو نامِ مصطفٰے اُٹھّو!
فجر کی ہوچکی اَذانیں وَقت ہوگیا ہے نَماز کا اُٹھّو!
بھائیو! اُٹھ کر اب وُضو کرلو! اور چلو خانۂ خُدا اُٹھّو!
نیند سے تو نَماز بِہتر ہے اب نہ مُطْلَق بھی لیٹنا اُٹھّو!
اٹھ چکو اب کھڑے بھی ہو جاؤ! آنکھ شیطاں نہ دے لگا اُٹھّو!
جاگو جاگو نَمازِغَفْلَت سے کر نہ بیٹھو کہیں قَضا اُٹھّو!
اب ”جو سوئے نَماز کھوئے“ وقت سونے کا اب نہیں رہا اُٹھّو!
یاد رکھّو! نَماز گر چھوڑی قَبْر میں پاؤ گے سزا اُٹھّو!
بے نَمازی پھنسے گا مَحْشَر میں ہو گا ناراض کِبْرِیا اُٹھّو!
میں ”صدائے مدینہ“ دیتا ہوں تم کو طیبہ کا واسِطہ اُٹھّو!
میں بِھکاری نہیں ہوں دَر دَر کا میں ہوں سرکار کا گدا اُٹھّو!
مجھ کو دینا نہ پائی پیسہ تم! میں ہوں طالِب ثواب کا اُٹھّو!
تم کو دیتا ہے یہ دُعا عطّارؔ! فَضْل تم پر کرے خُدا اُٹھّو!

www.dawateislami.net

ফজর কা ওয়াক্ত হো গেয়া উঠো! এ গুলামানে মুস্তফা উঠো!
জাগো জাগো, হে ভাইয়ো, বেহনো! ছোড় দো আব তো বিসতরা উঠো!
তুম কো হজ্ব কী খোদা সাআদাত দে জলওয়া দেখো মদীনে কা উঠো!
উঠো যিকরে খোদা করো উঠ কর! দিল সে লো নামে মুস্তফা উঠো!
ফজর কী হো চুকী আযানেঁ ওয়াক্ত হো গেয়া হ্যা নামায কা উঠো!
ভাইয়ো! উঠ কর আব ওযু কর লো! আওর চলো খানায়ে খোদা উঠো!
নিন্দ সে তো নামায বেহতর হ্যা আব না মুত্বলাক ভী লেটনা উঠো!
উঠ চকো আব খাড়ে ভী হো জাও! আখঁ শয়তাঁ না দে লাগা উঠো!
জাগো জাগো নামায গফলত সে কর না বেঠো কাহিঁ কাযা উঠো!
আব "জো সোয়ে নামায খোয়ে" ওয়াক্ত সুনে কা আব নেহী রহা উঠো!
ইয়াদ রাখো! নামায গার ছোড়ী কবর ম্যা পাওগে সাযা উঠো!
বেনামাযী ফাঁসেগা মেহশর মেঁ হোগা নারায কিবরিয়া উঠো!
ম্যা "সদায়ে মদীনা" দেতা হুঁ তুম কো তায়বা কা ওয়াস্তা উঠো!
ম্যা ভিখারী নেহী হুঁ দার দার কা ম্যা হুঁ সরকার কা গা উঠো!
মুঝ কো দে না পায়ী পয়সা তুম! ম্যা হুঁ তালিব সাওয়াব কা উঠো!
তুম কো দেতা হ্যা ইয়ে দোয়া আত্তার! ফযল তুম পর করে খোদা উঠো![১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১). ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃ: ৬৬৬।

www.dawateislami.net

(২) তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকা

টার্গেট: (প্রতিটি যেলি হালকায় (Sub units) কমপক্ষে ৭জন ইসামী ভাই অংশগ্রহণ করতে হবে)

দরুদ শরীফের ফযিলত:

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: زَيِّنُوْا مَجَالِسَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُوْرٌ لَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মজলিস সমূহকে আমার উপর দরুদ পাঠ করার মাধ্যমে সজ্জিত করো, নিশ্চয় তোমাদের দরুদ কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।[১]

پڑھتا رہوں کثرت سے دُرُود ان پہ سدا میں
اور ذِکر کا بھی شوق پئے غوث و رضا دے

পড়তা রাহুঁ কাসরত সে দরূদ উন পে সদা ম্যা
আওর যিকর কা ভী শওক্ব পায়ে গাউস ও রযা দে[২]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

“তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকা” এর দ্বীনি কাজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

প্রতিদিন মসজিদ/ জায়নামাযে (যা মসজিদ নয় কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতে আদায় করা হয়) ফজরের নামায পড়ে তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকা লাগাবেন। তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায়

---

(১). জামে সগীর, পৃ: ২৮০, হাদিস: ৪৫৮০।
(২). ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃ: ১১৪।

www.dawateislami.net

কুরআনে পাকের তিন আয়াত তিলাওয়াত, অনুবাদ ও তাফসীর সিরাতুল জিনান/ খাযায়িনুল ইরফান/ নূরুল ইরফান পাঠ শুনিয়ে দিন, নিজের পক্ষ থেকে এতে বৃদ্ধি বা কম করবেন না। এরপর দরসে ফয়যানে সুন্নাত এবং "শাজারায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া" পড়ে এবং সম্ভব হলে হয়তো আরও কিছু ওয়াযিফা পড়ে নিন এবং যেলি মুশাওয়ারাতের কাছ থেকে দ্বীনি কাজের জন্য পরামর্শও করে নিন। ফজরের নামাযের পর তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকা লাগানো যাদের পক্ষে সম্ভব না হয় ওই ইসলামী ভাইয়েরা অন্য কোন নামাযের সময় নির্ধারণ করে হালকা লাগাতে পারবে।

সকালে তিলাওয়াত ও যিকির-আযকার করার ফযিলতঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক সকালের সময় (অর্থাৎ সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সূর্য উদয় পর্যন্ত) অনেক বরকত রেখেছেন। এটি ওই সময় যেটাতে আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ যিকির ও আযকার এবং কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করতেন। এটাই আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বভাব ছিল যে, যখন ফজরের নামায আদায় করতেন তো সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত নামায পড়ার স্থানে বসে থাকতেন।[১] এক বর্ণনায় রয়েছে, (এরপর) রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুই রাকাত আদায় করতেন।[২]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রতীয়মান হলো ফজরের নামাযের পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত মসজিদে বসে থাকা আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(১). মুসলিম, পৃঃ ২৬৩, হাদিসঃ ১৫২৫।
(২). কু'তুল কুলুব, ১/৩৭।

www.dawateislami.net

এর পবিত্র সুন্নাতে মুবারাকা বরং আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনেরও এটাই তরিকা ছিল।

যেমনটি হযরত শায়খ আবু তালিব মাক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বান্দা যেখানে (ফজরের) নামায পড়ে তখন ওই স্থানে কিবলামুখী হয়ে বসে থাকবে এবং মুস্তাহাবা হলো এটা যে, কারো সাথে কথা বলবে না অথবা আমল ও ওয়াযিফা পাঠে মগ্ন থাকবে। বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ ফজর উদিত হওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কল্যাণ ও ভালো কথা ব্যতীত তারা অন্যান্য সব ধরনের কথা বলাকে অপছন্দ করতেন, বরং অনেকে তো নেকীর দাওয়াতের কথা ছাড়া বাকি সব ধরনের কথা বলাকে মন্দ মনে করতেন। আরও বলেন, এটি একটি সুন্নাত, যেটা ছুটে গিয়েছে।[১] অথচ এই সময়ের ফযিলতের ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে: যে ব্যক্তি ভোর বেলা মসজিদে নেকী শিখা ও শিখানোর জন্য যায় তাকে পুরো ওমরার সাওয়াব দেওয়া হবে।[২] অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে: তার জন্য এমন মুজাহিদের সাওয়াবে লিখা হবে যে গণীমত অর্জন করে ফিরে আসে।[৩]

একবার আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে বললেন: সকাল এই অবস্থায় করো যে, তুমি আলিম অথবা দ্বীনি শিক্ষার্থী হও অথবা তাঁদের সংস্পর্শ অবলম্বনকারী হও, এগুলো ব্যতীত চতুর্থজন হয়ো না কেননা তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।[৪]

(১). কু'তুল কুলুব, ১/৩৪।
(২). মুস্তাদরাক, ১/২৮১, হাদিস: ৩১৭।
(৩). মুসান্নিফ ইবনে আবি শায়বা, ১৯/১৮৯, হাদিস: ৩৫৭৫৯।
(৪). দারমী, ১/৯১, হাদিস: ২৪৮।

www.dawateislami.net

ফজরের নামায থেকে ইশরাকের সময় পর্যন্ত মসজিদে বসার ফযিলত:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফজরের নামায থেকে ইশরাকের সময় পর্যন্ত মসজিদে বসা থাকা সম্পর্কিত ৪টি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী লক্ষ্য করুন:

(১) যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করল এরপর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত বসে আল্লাহ পাকের যিকির করল এরপর দুই রাকাত আদায় করল তো সে একটি পুরো হজ্ব ও ওমরার করার সাওয়াব পাবে।[১]

(২) যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর ইশরাকের দুই রাকাত আদায় করা পর্যন্ত নিজের স্থানে বসে থাকে এবং কল্যাণ ব্যতীত কোন কথা না বলে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় যদিওবা সমুদ্রের ফেনার চেয়েও বেশি হোক না কেন।[২]

(৩) যে ফজরের নামায আদায় করার পর নিজের জায়গায় বসে থাকে এবং কোন দুনিয়াবী কথা বলে না এবং আল্লাহ পাকের যিকির করতে থাকে এরপর চাশতের চার রাকাত আদায় করে তবে সে গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে যেমনটি সে তার মায়ের পেট থেকে জন্ম নিয়েছিল ঠিক সেইভাবে তার কোন গুনাহ থাকবে না।[৩]

(৪) আমি সকালের নামায আদায় করব অতঃপর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত ওখানেই বসে আল্লাহ পাকের যিকির করব, এটি আমার প্রত্যেক ওই

(১). তিরমিযী, ২/১০০, হাদিস: ৫৮৬।
(২). আবু দাউদ, ২/৪১, হাদিস: ১২৮৭।
(৩). মুসনদে আবি ইয়া'লা, ৪/৯, হাদিস: ৪৩৪৮।

জিনিস থেকে বেশি পছন্দনীয় যেটার উপর সূর্য উদিত হয় আর অস্ত যায়।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

"তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকা" দ্বীনি কাজের উপকারিতা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেলি হালকার প্রতিদিনের দ্বীনি কাজ "তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায়" নিয়ম অনুযায়ী যিকরুল্লাহ এর মাধ্যমে মসজিদে সময় কাটানো দ্বারা অনেক ধরনের উপকার অর্জন হতে পারে। যেমন: -

- এই দ্বীনি কাজ আশিকানে রাসূলের জন্য আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি এবং নৈকট্যতা অর্জনের মাধ্যম হতে পারে।
- ফজরের নামাযের পর কুরআনে পাকের তিলাওয়াত, অনুবাদ ও তাফসীর বর্ণনাকারীর কুরআনে পাক দেখার, স্পর্শ করার, তিলাওয়াত করার, অনুবাদ ও তাফসীর শোনানোর, শিখা ও শিখানোর ফযিলত অর্জিত হয়ে থাকে।
- এরপর ফয়যানে সুন্নাতের চার পৃষ্ঠা পড়ার দ্বারা ইলমে দ্বীন শিখার ও নেকীর দাওয়াত দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন হবে।
- এই দ্বীনি কাজের দ্বারা নিজের পরিবার ও এলাকায় ইসলামী শিক্ষা ছড়িয়ে পড়বে, ঈমানের হেফাযত ও শরীয়তের উপর আমল করার মানসিকতা হবে।

(১). মুসান্নিফ আব্দুর রাজ্জাক, ১/৩৯২, হাদিস: ২০৩১।

www.dawateislami.net

- ফয়যানে সুন্নাত চার পৃষ্ঠা পড়ার পর শাজারা শরীফ ও সময় থাকলে অন্যান্য দোয়া ও ওয়াযিফাও পড়ে নিন "শাজারায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া" এর পঙক্তিতে উল্লেখিত বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم এর কৃপাদৃষ্টি অর্জনের সাথে সাথে তাঁদের ভালোবাসা হৃদয়ে সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং রুহানিয়্যত পাওয়া যায়। এছাড়া আল্লাহ ওয়ালাদের ওসিলা দেওয়ার দ্বারা বিপদ-আপদও দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ পাকের রহমত নাযিল হয়। হাদিসে পাকে রয়েছে: নেককার লোকদের আলোচনা (গুনাহের জন্য) কাফফারা স্বরূপ।[১] অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে: নেককার লোকদের আলোচনার সময় (আল্লাহ পাকের) রহমত অবতীর্ণ হয়।[২]
- নিয়মিতভাবে প্রতিদিন এই দ্বীনি কাজটির বরকতে অনেক ইসলামী ভাই পরিপূর্ণ কানযুল ঈমান ও কানযুল ইরফানের অনুবাদ, তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান/ নূরুল ইরফান ও অনেকে সিরাতুল জিনান খতম করার সৌভাগ্যও অর্জন করে নিয়েছে।
- এই হালকায় যেলি হালকার ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত হয়ে থাকে, যাদের সাথে পরামর্শ করার পর এই দ্বীনি কাজের যিম্মাদারীও বন্টন করা যেতে পারে। উদহারণস্বরূপ যদি এলাকায়ী দাওরা করতে হয় তাহলে সেটার যিম্মাদারী, সাপ্তাহিক ইজতিমায় কে কাকে নিয়ে যাবে? ইত্যাদি-
- ভোরে ঘুম থেকে উঠার দ্বারা স্বাস্থ্য ভালো হবে, রিযিকে বরকত হবে এবং মসজিদে সময় কাটানোর দ্বারা প্রতি নিশ্বাসের বিনিময়ে সাওয়াব অর্জিত হবে।

---

(১). জামে সগীর, পৃ: ২৬৪, হাদিস: ৪৩৩১।
(২). মু'জামু লি ইবনুল মুক্বরী, দ্বিতীয় অংশ, পৃ: ৭৫, নং: ১৫৩।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে খুব বেশি বেশি নেকীর কাজ করুন, এই সুবাসিত দ্বীনি পরিবেশ অসংখ্য লোকের জীবনে পরিবর্তন করে দিয়েছে। আসুন! এরকমই একজন আশিকে রাসূলের দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ঘটনা লক্ষ্য করুন: -

দ্বীনি পরিবেশের বরকত

মুহাম্মদ ওয়াসিম আত্তারী আমীরে আহলে সুন্নাতে دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরীদ ছিলেন এবং তাঁর দরবারে হাজিরী দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতেন। ওই ইসলামী ভাইয়ের হাতে ক্যান্সার হলো আর ডাক্তার হাত কেটে ফেলল।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন, ওই এলাকার এক ইসলামী ভাই বলেছে, ওয়াসিম ভাই কঠিন ব্যথার কারণে কষ্ট পাচ্ছিল। আমি হাসপাতালে সমবেদনা জানাতে গেলাম আর সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললাম: বাবা! বাম হাত কেটে ফেলা হয়েছে এটার জন্য মন খারাপ করিও না। اَلْحَمْدُ لِله ডাত হাত তো এখনো অক্ষত আছে আর সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য হলো এটা যে, اَلْحَمْدُ لِله ঈমানও নিরাপদ আছে। اَلْحَمْدُ لِله আমি তাকে অনেক ধৈর্যশীল পেয়েছি, শুধুমাত্র মুচকি হাসতে থাকেন এমনকি আমাকে বিছানা থেকে বাহির পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। ধীরে ধীরে হাতের ব্যথা সেরে গেল কিন্তু হতভাগার দ্বিতীয় পরীক্ষা শুরু হলো আর সেটি হলো বুকে পানি জমে গেল, একদিন ব্যথা অনেক বেড়ে গেল, সে আল্লাহ পাকের যিকির শুরু করে দিল। সারাদিন তার ঘরটি আল্লাহ, আল্লাহ ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন হয়ে গিয়েছিল, ডাক্তারের

www.dawateislami.net

কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হলো কিন্তু সে যেতে চাইল না, দাদীজান স্নেহ করে কোলে নিয়ে নিল, মুখে কালিমায়ে তায়্যিবা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জারী হলো আর ২২ বছর বয়সী এই যুবক মুহাম্মদ ওয়াসিম আত্তারী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর রুহ তার দেহ থেকে আলাদা হয়ে গেল, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ।

গোসলের সময় মরহুমের চেহারা গোলাপের মতো উজ্জল ছিল, দাফনের সময় কবর থেকে সুগন্ধি আসতে লাগল। পরিবারের কেউ একজন তার ইন্তেকালের পর তাকে স্বপ্নে ফুল দ্বারা সজ্জিত এক কক্ষে দেখে জিজ্ঞাসা করল: কেমন আছো? হাতে একটি কক্ষের দিকে ইশারা করে বললো: “এটি আমার ঘর, আমি এখানে অনেক ভালো আছি।” এরপর একটি সজ্জিত করা বিছানায় শুয়ে পড়ল।[১]

দ্বীনি কাজ “তাফসীর শোনার/ শোনানোর হালকার” নির্দেশিকা (Guidelines):

- যেখানে স্থানীয় ভাষায় কুরআনে পাকের নির্ভরযোগ্য অনুবাদ ও তাফসীর পাওয়া যায় না, সেখানে অনুবাদ ও তাফসীর পড়বেন না বরং ৩ আয়াত তিলাওয়াত করে নিন যদি স্থানীয় ভাষায় ফয়যানে সুন্নাত ছাপানো থাকে তবে তিলাওয়াতের পর ফয়যানে সুন্নাত (অথবা মাকতাবাতুল মদীনার যেসব পুস্তিকা থেকে দরস দেওয়ার অনুমতি রয়েছে) সেটা থেকে ৪ পৃষ্ঠা পড়ে নিবেন।
- সিরাতুল জিনানে অনেক জায়গায় তাফসীর বেশি রয়েছে। সুতরাং যেখানে তাফসীর বেশি থাকবে সেখানকার জন্য তাফসীর পড়ার

(১). ফয়যানে সুন্নাত, ফয়যানে বিসমিল্লাহ, পৃ: ২৪।

সময়সীমা (যেটা কমপক্ষে ৭ মিনিট হওয়া উচিত) নির্ধারণ করে নিন। এখন ৭ মিনিটে যত পৃষ্ঠা পড়তে পারেন পড়ে নিন।

- ফয়যানে সুন্নাতের প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ডে অক্ষরের সাইজ ভিন্ন রয়েছে এই অবস্থায় চার পৃষ্ঠা পড়ার জন্য এই ধারাবাহিকতাটি মাথায় রাখবেন যে, ফয়যানে সুন্নাতের প্রথম খন্ডের পৃষ্ঠাগুলো ছোট আর অক্ষরের সাইজ বড় এজন্য প্রথম খন্ড থেকে চার পৃষ্ঠা পড়বেন, পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ডের পৃষ্ঠাগুলো বড় আর অক্ষরের সাইজও ছোট হওয়ার কারণে লিখা বেশি। সুতরাং সেগুলো থেকে ২ পৃষ্ঠা পড়বেন।

তাফসীর শোনা/ শোনানোর বিকল্প পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেহেতু প্রত্যেক দেশের অবস্থা এরকম নয়। সুতরাং যেখানে মাদানী মারকাযের পক্ষ থেকে দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকা লাগানো সম্ভব হয় না সেখানে নিচে দেওয়া নির্দেশনা (Guideline) অনুযায়ী হালকা লাগাবেন, যদি তারপরও কোন সমাধান না আসে তবে নিজের দেশের অবস্থার ব্যাপারে আপনার দেশের মুশাওয়ারাতের নিগরানকে বলে মাদানী মারকায থেকে নির্দেশনা নিয়ে নিন। যেমন

- যেসব এলাকার মানুষ সকাল সকাল কাজে চলে যায় সেখানে শীতকালে সূর্য উদিত হতে দেরী হয়, এসব দিনে তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকা ফজরের নামাযের আধাঘন্টা আগে সময় নির্ধারণ করে নিবেন।
- ওইসব এলাকা যেখানে মুসলমানরা দূর-দূরান্তে থাকে আর তাদেরকে এক জায়গায় করানোও সম্ভব নয় তো এই অবস্থা অনলাইন (অর্থাৎ

ইন্টারনেটের মাধ্যমে) তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকা লাগাবেন। কিন্তু মনে রাখবেন! তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকা স্ব-শরীরে (Physically) লাগানো উত্তম।

- যেসব দেশ উত্তর মেরুর (North Pole) দিকে অবস্থিত যেখানে গরমকালে ফজরের সময় খুব দ্রুত শুরু হয়ে যায় যেটার সময়সীমাও বেশি হয় সেখানে ইসলামী ভাই শেষ সময়ে (যখন সূর্য উদিত হওয়ার আধাঘন্টা আগে) ফজরের নামায আদায় করে অথবা সূর্য উদিত হওয়ার পর ইশরাক ও চাশতের নফল আদায় করে তাফসীর শোনা, শোনানোর হালকা লাগাবেন।

"তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকা" লাগানোর সংশোধনী (Precautions):

- মসজিদে তাফসীর শোনা ও শোনানোর হালকা না হওয়া অবস্থায় কোন ইসলামী ভাইয়ের ঘর/ দোকান/ অফিস অথবা হসপিটাল ইত্যাদিতে লাগাবেন।
- মেহরাবের ডানে ও বামে (Right or left) সরে গিয়ে এক দিকে হালকা লাগাবেন যেন পরবর্তীতে আসা নামাযীদের কষ্ট না হয়।
- হালকাতে মাইক ব্যবহার করবেন না আর না আওয়াজও এতটুকু বড় করবেন যাতে যিকির ও আযকারকারী ব্যক্তি বা অন্যান্য নামাযীদের সমস্যা হয়।
- তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় এইভাবেও যিম্মাদারী বন্টন করা যেতে পারে যেমন, একজন ইসলামী ভাই ৩ আয়াতের তিলাওয়াত ও

তাফসীর পড়ে নিবেন অপর ইসলামী ভাই দরস দিবেন এবং তৃতীয়জন ইসলামী ভাইয়ের পাশে শাজারা ও দোয়া করানোর দায়িত্ব থাকবে।

- ফজরের নামাযের পর যদি মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান প্রতিষ্ঠা করতে চান তবে এটা এইভাবে করতে পারেন। যেমন- তিন আয়াত অনুবাদ ও তাফসীর শোনানোর পর কুরআনে পাক শিখা/শিখানোর জন্য মাদরাসা পড়ানো যেতে পারে। এইভাবে উভয়টি দ্বীনি কাজ হিসেবে গণ্য (Count) হবে।
- তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকা লাগানোর জন্য আলিম হওয়া জরুরী নয় কিন্তু তাফসীরের হালকা লাগানোর জন্য নিযুক্ত ইসলামী ভাই যেন এমন হয় যে, সঠিক মাখরাজ অনুযায়ী কুরআন শরীফ দেখে দেখে তিলাওয়াত করতে পারে এবং উর্দু পড়তে পারে অথবা যেই ভাষায় হালকা লাগানো হচ্ছে ওই ভাষা পড়ার ভালো দক্ষতা রাখে এমন হবে।
- তাফসীর শোনা/ শোনানোর জন্যে ট্যাব ও মোবাইল (Tablet and Mobile) এর পরিবর্তে উত্তম হলো তাফসীরে সিরাতুল জিনান ও ফয়যানে সুন্নাতের কিতাব থেকে পাঠ করে শুনাবেন।
- হালকার মাঝখানে যদি কোন শরয়ী মাসআলা জিজ্ঞেস করে তবে শতাভাগ সঠিক হওয়া অবস্থায়ই বলবেন নতুবা দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিবেন।
- তিলাওয়াতের মাঝখানে যদি আয়াতে সিজদা চলে আসে তবে শ্রবণকারী সকল ইসলামী ভাইদেরকে বলে দিন যে, আয়াতে সিজদা তিলাওয়াত করা হচ্ছে, যাতে সকলে ইশরাকের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর তিলাওয়াতে সিজদা করে নেয়।

ইশরাক ও চাশতের ওয়াক্ত:

সূর্য উদিত হওয়ার কমপক্ষে ২০ মিনিট পর থেকে শুরু করে দাহওয়ায়ে কুবরা পর্যন্ত ইশরাকের নামাযের সময় থাকে। তবে চাশতের ওয়াক্ত সূর্য উদিত হওয়ার থেকে যাওয়াল অর্থাৎ নিসফুন নাহারে শরয়ী অর্থাৎ অর্ধদিন পর্যন্ত এবং উত্তম হলো এটি যে, যখন দিনের চতুর্থাংশ ঢলে পড়ে তখন পড়ে নিবেন।(১) ইশরাকের নামাযের পরপরই চাইলে চাশতের নামায পড়তে পারেন।(২)

"তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকা" এর সিডিউল (Schedule):

(১) ৩ আয়াত অনুবাদ ও তাফসীর: সময় ৭ মিনিট (২) ফয়যানে সুন্নাতের ৪ পৃষ্ঠা: সময় ৫ মিনিট (৩) শাজারায়ে আলীয়া কাদেরীয়া আত্তারীয়া: সময় ৩ মিনিট। (সর্বমোট সময়: ১৫ মিনিট)

"তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকা" লাগানোর পদ্ধতি:

ফজরের নামাযের দোয়ার পর মুবাল্লিগ ইসলামী ভাই মসজিদের এক কোণায় বসে হালকা এইভাবে লাগাবেন যে, শুরুতে তিনবার ঘোষণা করবেন, কাছাকাছি এসে বসুন। এখন পর্দার উপর পর্দা করে দো'জানু হয়ে বসে শুরু করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

(১). বাহারে শরীয়ত, ১/৬৭৬, অংশ: ৪ সামান্য পরিবর্তন সহকারে)।
(২). মাদানী পাঞ্জে সূরা, পৃ: ২৭৮।

এরপর দরুদ ও সালামের এই বাক্যগুলো পাঠ করুন:

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ الله

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ الله

- যদি মসজিদে থাকেন তবে এইভাবে ইতিকাফের নিয়ত করাবেন

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অনুবাদ: আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম।)

- তিন আয়াতের তিলাওয়াতের সাথে কানযুল ঈমান অথবা কানযুল ইরফান অথবা সিরাতুল জিনান/ খাযায়িনুল ইরফান/ নূরুল ইরফান থেকে অনুবাদ দেখে দেখে বলুন।
- দ্বিতীয়বার খুতবা পড়া ব্যতীত ফয়যানে সুন্নাতের ধারাবাহিক ৪ পৃষ্ঠা পড়ে শুনিয়ে দিন।
- এরপর সম্মিলিতভাবে "শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া" পড়বেন। যদি সুর দিয়ে পড়েন তবে সুর এত লম্বা করবেন না যাতে সময় বেশি লেগে যায়।
- ইশরাক ও চাশতের সময় যদি কিছুটা বাকি থাকে তবে শাজারা শরীফের ওয়াযিফা ও দোয়াও পড়ে নিন।
- ইশরাক ও চাশতের সময় শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ইশরাক ও চাশতের নামায আদায় করুন এরপর সংক্ষিপ্ত দোয়া করুন।
- সবশেষে মুবাল্লিগ ইসলাম ভাই সবার সাথে মুচকি হেসে সাক্ষাত করবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ✿✿✿ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৩) দরস (মসজিদ/ এরিয়া/ ঘর)

টার্গেট: (প্রতিটি যেলি হালকা (Sub units) একটি করে মসজিদ দরস, একটি এরিয়া দরস, চারটি ঘর দরস)

দরুদ শরীফের ফযিলত:

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় আল্লাহ পাক একজন ফেরেশতা আমার কবরে নিয়োজিত করেছেন যাকে সমস্ত সৃষ্টির ভাষা বোঝার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, ব্যস কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার উপর দরুদ পড়ে তো সে আমাকে তার নাম ও তার বাবার নামসহ পেশ করে, বলে: অমুকের ছেলে অমুক আপনার উপর দরুদ পড়েছে।[১]

سُبْحَانَ الله দরুদ শরীফ পাঠকারী কত সৌভাগ্যবান যে, তার নাম ও তার বাবার নামসহ রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থাপন করা হয়, এই হাদিসে মুবারাকা থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, নূরানী কবরে উপস্থিত ফেরেশতাকে এত বেশি শ্রবণশক্তি দান করা হয়েছে যে, সে পুরো পৃথিবীতে একই সময়ে দরুদ শরীফ পাঠকারী মুসলমানদের অনেক ছোট আওয়াজ শুনতে পায়। সুতরাং যদি আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারের খাদিমের এই অবস্থা হয় তাহলে স্বয়ং রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরম ক্ষমতা কেমন হবে! তিনি কেন তাঁর গোলামদের চিনবেন না আর কেন তাঁদের ফরিয়াদ শুনে আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমে তাদেরকে সাহায্য করবেন না![২]

(১). মুসনদে বাযযার, ৪/২৫৪, হাদিস: ১৪২৫।
(২). যিয়ায়ী দরুদ ও সালাম, পৃ: ৭।

www.dawateislami.net

اور کوئی غیب کیا تم سے نِہاں ہو بھلا
جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروروں درود
میں قرباں اِس ادائے دَسْتْ گیری پر مرے آقا
مدد کو آگئے جب بھی پُکارا یارسول اللہ

আওর কোয়ি গাইব কিয়া তুম সে নিহাঁ হো ভালা
জব না খোদা হী ছুপা তুম পে করোরোঁ দরুদ[১]
ম্যা কুরবাঁ ইস আদায়ে দাস্ত গিরী পর মেরে আক্বা
মদদ কো আ-গেয়ে জব ভী পুকরা ইয়া রাসূলাল্লাহ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

“দরস” এর দ্বীনি কাজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

প্রতিদিন মসজিদ/ জায়নামাযে যেকোন নামাযের পর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব ও পুস্তিকা (কিছু কিছু কিতাব ও রিসালা ব্যতীত) বিশেষ করে ফয়যানে সুন্নাত থেকে দরস দিন, মসজিদে অনুমতি না হওয়া অবস্থায় মসজিদ কমিটি, খতিব, ইমাম ও মুয়াজ্জিন অন্যান্যদের বিরোধিতা না করে বাহির দরস দিন। মসজিদ দরস ব্যতীত প্রতিদিন সময় নির্ধারণ করে কোন খোলামেলা জায়গা/ দোকান/ মার্কেট/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা অফিস ইত্যাদিতেও দরস দিন আর ঘরে দ্বীনি পরিবেশ বানানোর জন্য প্রতিদিন ঘর দরস অব্যাহক রাখুন। দরসের মাঝখানে ৭ মিনিট হওয়া চাই।

---

(১). হাদায়িকে বখশীশ, পৃঃ ২৬৪।

দরস দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দরসের মূল উদ্দেশ্য হলো ইলমে দ্বীন অর্জন করা, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাতে মুবারাকা শিখা/ শিখানো এবং আকাঈদ ও আমলের মধ্যে দৃঢ়তা আনা। যেমন আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।[১] এখানে জ্ঞান দ্বারা উদ্দেশ্য স্কুল কলেজের দুনিয়াবী শিক্ষা নয় বরং ইসলামী প্রয়োজনীয় জ্ঞান উদ্দেশ্য। অতএব সর্বপ্রথম মৌলিক আকিদার জ্ঞান অর্জন করা ফরয এরপর সামর্থ অনুযায়ী অন্যান্য ফরয জ্ঞান অর্জন করা, যেমন নামাযের ফরয ও শর্ত এবং নামায ভঙ্গের কারণ এবং রমযানুল মুবারকের রোযা ফরয হওয়া অবস্থায় জরুরী মাসয়ালা, যার উপর যাকাত ফরয হয়েছে তার জন্য যাকাতের জরুরী মাসয়ালা, একইভাবে হজ্ব ফরয হওয়া অবস্থায় হজ্বের, বিবাহ করতে চাইলে বিবাহের মাসয়ালা, ব্যবসা করতে চাইলে ব্যবসার, চাকরি করতে চাইতে চাকরি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা, কর্মচারী রাখতে চাইতে চুক্তি বিষয়ে জ্ঞান, وَعلٰى هٰذَا الْقِيَاس (অর্থাৎ এইভাবে বাকি সব বিষয়ে) প্রত্যেক বিবেকবান ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলার উপর উল্লেখিত অবস্থায় (Current Situation) অনুযায়ী শরয়ী মাসয়ালা শিখা ফরযে আইন। প্রত্যেকের জন্য হালাল ও হারামের মাসয়ালা শিখা ফরয। মুহলিকাত তথা ধ্বংসে পতিতকারী বস্তু যেমন মিথ্যা, গিবত, চোগলী ও বুহতান ইত্যাদি সম্পর্কে জরুরী মাসয়ালা জানাও ফরয যাতে সেগুলোর গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে।[২]

---

(১). ইবনে মাজাহ, ১/১৪৬, হাদিস: ২২৪।
(২). গিবতের ধ্বংসলীলা, পৃ: ৫।

সুতরাং প্রয়োজনীয় ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্যও মাদানী দরস একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী:

(১) যে ব্যক্তি আমার উম্মত পর্যন্ত কোন ইসলামী কথা পৌঁছিয়ে দিল যাতে তা দ্বারা কোন সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা তার থেকে বদ মাযহাব দূরীভূত হয় তবে সে জান্নাতী।[১]

সুন্নাতে আপনা কে হাসিল ভাইয়ো!
রহমতে মাওলা সে ভাইয়ো জান্নাত কিযিয়ে[২]

(২) আল্লাহ পাক তাকে তরতাজা রাখুক যে আমার হাদিস শুনে, সেটা মুখস্ত রাখে এবং অপরের নিকট পর্যন্ত পৌছায়।[৩]

সাহাবায়ে কেরামের তরিকার উপর আমল:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দরস দেওয়া/ শোনার দ্বারা প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সুন্নাত শিখা ও শিখানোর সুযোগ হয় এবং এই আমল সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ থেকেও প্রমাণিত রয়েছে। যেমন মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡہِ বলেন: মসজিদে হাদিসে শরীফ, ফিকাহ ও ইত্যাদি দ্বীনি বিষয়াদির দরস দেওয়া সর্বোত্তম ইবাদত, আসহাবে সুফফা মসজিদে নববীতে থাকতেন এবং হুযুর صَلَّی اللهُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে দ্বীনি বিষয়াদি শিখতেন।[৪]

(১). জামে সগীর, ৫১০, হাদিস: ৮৩৬৩।
(২). ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃ: ৫০৯।
(৩). তিরমিযী, ৪/২৯৮, হাদিস: ২৬৬৫।
(৪). মিরাতুল মানাজীহ, ৩/২৩৯।

আমাদেরও উচিত প্রতিদিন একটা সময় নির্ধারণ করে মসজিদ, কোন স্থান (খোলামেলা জায়গা, দোকান, মার্কেট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস) আর এবং ঘরে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্দর সুন্দর সুন্নাতগুলো শিখা/ শিখানোর জন্য দরস দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। এর দ্বারা না শুধুমাত্র আমাদের যেলি হালকা (Sub Unit) বরং যেখানে যেখানে দরস হবে সেখানেও اِنْ شَآءَ الله সুন্নাতে ভরা দ্বীনি পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

দাওয়াতে ইসলামীর প্রাথমিক পর্যায়ের দ্বীনি কাজঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দরস হলো দাওয়াতে ইসলামীর প্রাথমিক পর্যায়ের দ্বীনি কাজ, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ১৯৮১ সালে দাওয়াতে ইসলামীর সূচনা করেন তখন মসজিদ ভরা সংগঠনের জন্য যে দ্বীনি কাজটির সূচনা হয়েছিল সেটা হলো দরস ও সাপ্তাহিক ইজতিমা। যেহেতু শুরুতে “ফয়যানে সুন্নাত” ছাপানো হয়নি, সুতরাং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তখন যিম্মাদারী ইসলামী ভাইদের সাথে পরামর্শ করে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর প্রসিদ্ধ লেখনী “মুকাশাফাতুল কুলুব” থেকে দরস দেওয়া শুরু করলেন। এটি দাওয়াতে ইসলামীর শুরুর অবস্থা ছিল। প্রচুর ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় উম্মতের কল্যাণের জন্য অসংখ্য সুন্নাত, আদাবে ইসলাম ও অনেক সুন্দর সুন্দর মাদানী ফুল সম্বলিত কিতাব “ফয়যানে সুন্নাত” রচনা করেছেন।

ফয়যানে সুন্নাতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

اَلْحَمْدُ لِلّٰه "ফয়যানে সুন্নাত" আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত একটি বিশাল কিতাব যা বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত প্রায় ৩ খন্ড সম্বলিত মাকতাবাতুল মদীনা প্রকাশ করে দিয়েছে। "ফয়যানে সুন্নাত" এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করা হলো।

(১) প্রথম খন্ডের অধ্যায়সমূহ: ফয়যানে বিসমিল্লাহ, খাবারের আদব, পেটের কুফলে মদীনা এবং ফয়যানে রযমান।

প্রথম খন্ডে রয়েছে, বিসমিল্লাহ পাঠ করার ফযিলত, জ্বিনদের কাছ থেকে জিনিসপত্র নিরাপদ রাখার পদ্ধতি, জ্বরের ৫টি রুহানী চিকিৎসা, মাথা ব্যথার ৭টি চিকিৎসা, স্বপ্ন বর্ণনা করার দলিলাদি, খাবারের সুন্নাত ও আদব, খাবারের ঔষধি উপকারিতা, হেলান দিয়ে খাওয়ার চিকিৎসাগত ক্ষতিসমূহ, জ্বিনেরা লেবুকে ভয় পায়, চমৎকার ৯৯টি ঘটনাবলী, মরহুম নিগরানে শূরা হাজ্বী মুহাম্মদ মুশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং জানশীনে আমীরে আহলে সুন্নাত, শাহজাদায়ে আত্তার আলহাজ্ব আবু উসাইদ হযরত মাওলানা উবাইদ রযা আত্তারী মাদানী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي কে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে লিখিত একটি চিঠি আরও অন্যান্য বিষয় সম্বলিত রয়েছে।

(২) দ্বিতীয় খন্ডের অধ্যায়সমূহ: নেকীর দাওয়াত, গীবতের ধ্বংসলীলাসমূহ।

তৃতীয় খন্ড: নেকীর দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা ও ফযিলত, নেকীর দাওয়াত ছেড়ে দেওয়ার ক্ষতিসমূহ, রিয়াকারীর ৮০টি উদাহরণ, শপথ ও

সেটির কাফফারা, ইবাদতের পরিচয়, বৃষ্টির পানির রোগের চিকিৎসা, জাহান্নামের ভয়ংকর কাহিনী, গীবতের ১৮০০টি দৃষ্টান্ত, গীবত ও গীবতকারী থেকে বেঁচে থাকার উপায়, গীবতের জায়িয অবস্থা, ৪০টি ঘটনা ও গীবত সম্পর্কিত প্রশ্নত্তোর ইত্যাদি সম্বলিত।

(৩) তৃতীয় খন্ডের অধ্যায়সমূহঃ ফয়যানে নামায, কথাবার্তার আদব সাথে অহেতুক কথা থেকে বেঁচে থাকার ফযিলত।

তৃতীয় অধ্যায়ের বিস্তারিত হলো জামায়াতের ফযিলত, বিনয় ও একাগ্রতার সাথে নামায পড়ার ফযিলত, নামায না পড়ার শাস্তি ও আশিকানে নামাযের ৮৬টি ঘটনা। উচ্চ আওয়াজে কথা বলার প্রতি কুরআনে পাকের নিরুৎসাহ প্রকাশ, চিল্লায় চিল্লায় কথা বলার নিষেধাজ্ঞা, হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র কথাবার্তার বিভিন্ন ধরন এবং কথাবার্তার আদব সম্পর্কিত উপকারী ও হৃদয়গ্রাহী ২৫টি ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে।

- "ফয়যানে সুন্নাত" কে অনেক সহজ ভাষায় লিখার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে কম পড়ালেখা করা ইসলামী ভাই - বোনেরাও যেন খুব সহজে বুঝতে পারে।
- ফয়যানে সুন্নাত "মুবাল্লিগ ও মুবাল্লিগাতের সাথে সাথে, ওলামা ও ওয়ায়েযীন, খতিব ও বক্তা এবং লেখক অন্যান্যদের জন্যও একইভাবে উপকারী।
- ফয়যানে সুন্নাত "প্রথম খন্ড থেকে যেসব ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন কমপক্ষে ৪০দিন প্রতিদিন দরস দেয়, তার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে এই পুরো কিতাবের সাওয়াব ঈছাল করেছেন।

- "ফয়যানে সুন্নাত" প্রথম খন্ড যেই সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন ১৬৩ দিনের ভেতর সম্পন্ন করে পড়ে নিবে, তার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে ঈমানের উপর অটলতা, সাকারাতের সময় নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত, কবর ও হাশরে প্রশান্তি, বিনা হিসাবে মাগফিরাত এবং জান্নাতুল ফেরদৌসে মাদানী হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার দোয়া দিয়েছেন।
- ফয়যানে সুন্নাত মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করার সাথে সাথে দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net থেকেও খুব সহজে ডাউনলোড (Download) করতে পারবেন।
- যদি কোন ইসলামী ভাই নিজের কোন মরহুম অর্থাৎ ইন্তেকাল করা আত্মীয়ের জন্য ঈছালে সাওয়াবের জন্য ফয়যানে সুন্নাত ক্রয় করে মসজিদ ও মাদ্রাসা, অফিস ও কারখানা, স্কুল ও কলেজের জন্য ওয়াকফ করবে অথবা দরসদাতাকে উপহার হিসেবে দেয় তো اِنْ شَآءَالله সাওয়াবের ভান্ডার হয়ে যাবে।

سعادت ملے درسِ "فیضانِ سُنَّت" کی روزانہ دو مرتبہ یا اِلٰہی

সাআদাত মিলে দরসে "ফয়যানে সুন্নাত"
কী রোযানা দো মরতবা ইয়া ইলাহী(১)

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(১). ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃ: ১০৩।

www.dawateislami.net

দরসের বিভিন্ন দিক:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দরস হলো মূলত ইলমে দ্বীন পৌঁছিয়ে দেওয়ার একটি মাধ্যম, এটাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ৩টি পদ্ধতি বন্টন করা হয়েছে।

(১) মসজিদ দরস (২) এরিয়া দরস (Area Dars) (খোলামেলা জায়গা, দোকান, মার্কেট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস ইত্যাদি) (৩) ঘর দরস।

দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে মসজিদে প্রতিদিন কমপক্ষে একটি দরস দেওয়ার উৎসাহ দেওয়া হয়। মসজিদে দরস দেওয়ার অনুমতি না হলে কমিটি, খতিব ও ইমাম এবং মুয়াজ্জিন অন্যান্যদের বিরোধিতা না করে বাহিরে দরস দিবেন।

এটা ছাড়াও প্রতিদিন সময় নির্ধারিত করে কোন খোলামেলা কোন জায়গা, দোকান, মার্কেট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা অফিস ইত্যাদিতে যেলি হালকায় কমপক্ষে একটি এরিয়া দরস (সময় ৭ মিনিট) দেওয়ার উৎসাহ রয়েছে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের ঘরে দ্বীনি পরিবেশ বানানোর জন্য প্রতিদিন ঘর দরস জারী রাখবেন, যেটাতে পরিবারের সদস্যরা অংশগ্রহণ করে।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: ঘর দরস দেওয়ার দ্বারা ঘরে দ্বীনি পরিবেশ হয়, সমস্ত যিম্মাদাররা ২টি করে দরস দিবেন যার মধ্যে একটা ঘর দরস হওয়া উচিত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি বছরের পর বছর ঘর দরস দিয়েছি।

www.dawateislami.net

سَعَادَت ملے دَرْسِ "فیضانِ سُنَّت" کی روزانہ دو مرتبہ یااِلٰہی

সাআদাত মিলে দরস "ফয়যানে সুন্নাত" কী রোযানা দো মরতবা ইয়া ইলাহী[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

দরস (মসজিদ/ এরিয়া/ ঘর) এর উপকারিতা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রত্যেক ইসলামী ভাই যদি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ২টি করে ঘর দরস দেওয়ার ব্যবস্থা করে তবে এর দ্বারা اِنْ شَآءَ الله দরসের ফযিলত ও বরকত অর্জিত হওয়ার সাথে সাংগঠনিক অনেক উপকারিতাও অর্জিত হবে।

- দরস, ইলমে দ্বীন প্রসার করা ও আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্দর সুন্দর সুন্নাতসমূহ শিখা ও শিখানোর সাথে সাথে আকাঈদ মযবুত করার এবং নেক আমল বৃদ্ধি করার মাধ্যম।
- দরসের পর নিজের থেকে আগে অগ্রসর হয়ে সালাম করার দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় এবং সালাম ও মুসাফাহা করার সুন্নাতের উপর আমল করার ফযিলত ও বরকত অর্জন হয়।
- দাওয়াতে ইসলামী মসজিদ ভরা সংগঠন, যার একটি মাধ্যম হলো দরস কেননা নেকীর দাওয়াত দেওয়ার সর্বোত্তম মাধ্যম হলো দরস। দরস মসজিদে হোক বা মসজিদের বাহিরে (চৌক, বাজার, দোকান, স্কুল, কলেজ, অফিস ও ঘর ইত্যাদিতে) হোক এর দ্বারা নামাযীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আর মসজিদও আবাদ হয়।

---

(১). ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃ: ১০৩।

- দরসের বরকতে দাওয়াতে ইসলামীর প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং তাদেরকে এককভাবে বুঝিয়ে তাদেরকে অন্যান্য দ্বীনি কার্যাদির জন্যও প্রস্তুত করা যাবে। এছাড়া দরস দেওয়ার দ্বারা দরসদাতাও তৈরি হবে।
- যেসব এলাকায় (Areas) দরস বেশি হয় সেখানে অন্যান্য দ্বীনি কাজের জোরদার হয়, যেমন নেকী আমল রিসালা পূরনকারী, মাদানী কাফেলায় সফরকারী আশিকানে রাসূল, মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান ও সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

দরস দেওয়ার ফযিলত:

- প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার উম্মতের নিকট কোন ইসলামী কথা পৌঁছিয়ে দেয় যাতে সেটা দ্বারা সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা সেটা দ্বারা মদ-মাযহাব দূরীভূত হয় তবে সে জান্নাতী।[১]
- আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক তরতাজা রাখুক যে আমার হাদিস শুনে, সেটা মুখস্ত রাখে এবং অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়।[২]
- হযরত সায়্যিদুনা ইদ্রিস عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম মুবারক ইদ্রিস হওয়ার এটিও একটি হিকমত যে তিনি আল্লাহ পাকের দানকৃত সহীফাগুলো থেকে বেশি বেশি দরস দিতেন। এজন্য তাঁর নাম ইদ্রিস (তথা অধিক দরসদাতা) হয়ে গেল।[৩]

(১). জামে সগীর, পৃ: ৫১০, হাদিস: ৮৩৬৩।
(২). তিরমিযী, ৪/২৯৮, হাদিস: ২৬৬৫।
(৩). তাফসীরে কবীর, পারা: ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াতের পাদটীকা: ৫৬, ৭/৫৫০।

www.dawateislami.net

- হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: دَرَسْتُ الْعِلْمَ حتّٰى صِرْتُ قُطْباً (অর্থাৎ আমি ইলম শিখতে রইলাম অবশেষে কুতুব হয়ে গেলাম) [১]

দরস দেওয়া প্রসঙ্গে নির্দেশিকা (Guidelines):

মসজিদ দরস:

- যেখানে দরস শ্রবণকারী সদস্যরা হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছাড়াও অন্যান্য (যেমন শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী) মাযহাবের অনুসারীও থাকে সেখানে দরস দেওয়া কিতাব ও পুস্তিকার মধ্যে যেখানে কোন ফিকহী (হানাফী) মাসআলা লিখা রয়েছে সেই মাসআলা বলবেন না অথবা বলে দিবেন যে, এটা হানাফী মাযহাবের মাসআলা।
- মসজিদ দরসের জন্য সেই নামায মনোনীত করুন যেটাতে বেশি ইসলামী ভাই অংশগ্রহণ করে।
- যেই নামাযের পর দরস দিবেন, ওই ওয়াক্তের নামায সেই মসজিদে তাকবীরে উলার সাথে প্রথম কাতারে জামআত সহকারে আদায় করুন।
- মেহরাব থেকে সরে গিয়ে (বান্দা ইত্যাদিতে) এমন কোন জায়গায় দরস দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করে নিন যেখানে অন্যান্য নামাযী ও তিলাওয়াতকারীদের সমস্যা না হয়।
- নিগরানে যেলি মুশাওয়ারাত (Subunit) এর উচিত নিজের মসজিদে ২জন সেচ্ছাসেবক নির্ধারণ করা যারা দরস (ও বয়ান) এর সময় চলে যাওয়া ব্যক্তিদের বিনয়ির সাথে বলে দরস বা বয়ানে বসিয়ে দিবে।

(১). মাদানী পাঞ্জে সূরা, পৃ: ২৬৪।

- দাঁড়িয়ে দরস দিবেন না বরং পর্দার উপর পর্দা করে দো'জানু হয়ে (যেমনিভাবে আমরা নামাযে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় বসে থাকি সেভাবে) বসে দরস দিন। নামাযীদের দিকে মুখ করে বসার ক্ষেত্রে এটার দিকে খেয়াল করবেন যে, শেষ কাতারে কোন নামাযীর দিকে আপনার মুখ যেন না পড়ে যদিওবা মাঝখানে কোন লোক থাকুক না কেন সুতরাং এই সতর্কতাও মাথায় রাখবেন।
- এতটুকু আওয়াজে দরস দিবেন যেন শুধুমাত্র উপস্থিত লোকেরা শুনতে পাই। আওয়াজ না বেশি বড় হবে আ না একদম আস্তে, মোটকথা যেকোন অবস্থাতেও যেন কোন নামাযীর সমস্যা না হয়।
- দরস সব সময় ধীরে ধীরে নম্রতার সাথে দিবেন। দরস দেওয়ার আগে যা কিছু বয়ান করবেন সেটা কমপক্ষে একবার অবশ্যই পড়ে দেখবেন যেন ভুলভ্রান্তি না হয়।
- যেসব শব্দে যবর, যের ও পেশ ইত্যাদি লাগানো থাকে সেগুলোকে এরাব ইত্যাদি অনুযায়ী আদায় করবেন এইভাবে اِنْ شَآءَ الله সঠিক উচ্চারণের অভ্যাস হবে।
- হামদ ও সালাত, দরুদ ও সালামের বাক্য, আয়াতে দরুদ এবং সমাপ্তির আয়াত ইত্যাদি কোন সুন্নী আলিম অথবা ক্বারী সাহেবকে অবশ্যই শোনাবেন। এইভাবে আরবী দোয়া ইত্যাদি যতক্ষণ পর্যন্ত ওলামায়ে আহলে সুন্নাতকে একাকী শোনাবেন না ততক্ষণ নিজের পক্ষ থেকে পড়বেন না।
- প্রত্যেক মুবাল্লিগের উচিত সে দরসের পদ্ধতি, পরবর্তী উৎসাহ প্রদান ও দরসের শেষের দোয়া মুখস্ত করা। এছাড়া দরস এবং শেষের দোয়া ৭ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

www.dawateislami.net

- মসজিদ দরসের পর নিজের জায়গায় বসে উৎফুল্লমনে সালাম ও মুসাফাহা করুন এবং ইনফিরাদি কৌশিশ করে যেলি হালকার অন্যান্য কাজের প্রতি অংশগ্রহণ করার দাওয়াত দিন।
- যদি দরস শ্রবণকারী প্রতিদিনই এক লোকই হয় তবে দরসের পর সপ্তাহে দুইবার মাদানী মুযাকারা ও সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার উৎসাহ দিবেন।
- যার জন্য প্রতিদিন দরস দেওয়া সম্ভব হবে না সে সপ্তাহে ছুটির দিনে (একটি সময় নির্ধারণ করে) দরস দিবে, কিন্তু আইডিয়াল (Ideal) অবস্থায় প্রতিদিন সময় ও স্থান নির্ধারণ করে দরস দিবে।
- ফয়যানে সুন্নাত অথবা আমীরে আহলে সুন্নাতের লিখিত পুস্তিকা থেকে দরস দিবেন।
- মসজিদে দরস দেওয়ার অনুমতি না হলে মসজিদ কমিটির বিরোধিতা করে মসজিদের বাহিরে (পার্শ্ববর্তী কোন উপযুক্ত জায়গায়) দরস দিন।

এরিয়া দরসঃ

- মসজিদ এবং ঘর ব্যতীত খোলামেলা জায়গা, দোকান, মার্কেট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দপ্তর ইত্যাদি যেখানেই দরস দিবেন, এরিয়া (Area) দরস হিসেবে গণ্য হবে।
- যেখানে খোলা জায়গায় (চৌক) দরস দেওয়া সম্ভব না হয় ওখানে যদি দোকান, অফিস, হোষ্টেল ইত্যাদিতে দরস দিলেও এরিয়া দরস হিসেবে গণ্য করা হবে।
- নিজের ঘরে দরস দিল আর পরিবারের লোকেরা, প্রতিবেশীরা অংশগ্রহণ করল তো এটি এরিয়া (Area) হিসেবে গণ্য হবে।

www.dawateislami.net

- দরস যেকোন নামাযের আগে (সময় নির্ধারণ করে) দেওয়া যেতে পারে কিন্তু দরসের জন্য উপযুক্ত সময় হলো যোহরের নামাযের পূর্বে। দরসের পর দরস শ্রবণকারীদেরকে উৎসাহ দিয়ে নামাযের জন্য মসজিদেও নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন।
- কর্মচারী ইসলামী ভাই অফিস টাইমের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে দরসের সময় নির্ধারণ করবে, ইজারার সময় (Duty Timing) দরস দিবেন না।
- দোকান, বাজার, মার্কেট ইত্যাদিতে সকালের সময় দরস দিবেন, কেননা এই সময় আল্লাহ পাকের যিকিরের দ্বারা বরকত অবতীর্ণ হবে। একইভাবে দোকান বদল করে করেও দরস দেওয়া যেতে পারে যাতে সকলেরই এই বরকত নসীব হয়।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরতির (Break time) সময় দরসের সময় নির্ধারণ করবেন, একইভাবে হোষ্টেলে থাকা শিক্ষার্থীদের আরামের সময়ের পূর্বে দরস দিবে।
- যেই ইসলামী ভাই প্রতিদিন এক বা দুই ঘন্টা দাওয়াতে ইসলামীকে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হবে তো তাকে ২ বা ৩ জায়গায় দরস দেওয়ার যিম্মাদারী দেওয়া যেতে পারে। যেই ইসলামী ভাই ওয়াকফে মদীনা রয়েছে তার জাদুওয়ালের মধ্যেও প্রতিদিন তিনটি দরস রাখা যেতে পারে।
- গুরুত্বপূর্ণ জায়গার সুন্নাতে ভরা ইজতিমার প্রস্তুতির জন্য মুয়াল্লিমদেরকে একের অধিক জায়গায় দরস দেওয়ার উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে।
- আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর "নেক আমল" রিসালায় প্রত্যেক ইসলামী ভাইকে প্রতিদিন দরস দেওয়া অথবা শোনার উৎসাহ

প্রদানের কথা উল্লেখ রয়েছে। এর উপর আমলের জন্য উচ্চ পর্যায়ের যিম্মাদারদের সফরের মাঝে ও মাদানী মাশওয়ারা (Meetings) এর শুরুতেও দরস দেয়া/ শোনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ঘর দরস:

- ঘর দরসের অনেক বেশি গুরুত্ব রয়েছে, প্রত্যেক দাওয়াতে ইসলামী ওয়ালা/ ওয়ালী সাংগঠনিক নিয়ম অনুযায়ী নিজের ঘরে (যেই সময়ে পরিবারের লোকেরা খুব সহজে অংশগ্রহণ করতে পারে) প্রতিদিন সময় নির্ধারণ করে দরস দিবেন।

আল্লাহ পাক পারা: ২৮, সূরা তাহরীমের ষষ্ঠতম আয়াতে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

(পারা: ২৮, সূরা: তাহরীম, আয়াত: ৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে ওই আগুন থেকে রক্ষা করো।

নিজেকে এবং নিজের পরিবারের লোকদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার একটি মাধ্যম হলো মাদানী দরস।

- ঘর দরসের সময় হলো ৭ মিনিট হওয়া চাই, ঘর দরস যেকোন সময় (ঘড়ির সময় নির্ধারণ করে) দেয়া যেতে পারে তবে এটার জন্য উপযুক্ত সময় হলো নাস্তা ও খাবারের সময়।
- উভয় সময়ে (সকাল ও রাতে) ও ঘর দরস দেওয়া যেতে পারে যেন ঘরের যেসব লোক সকালে অংশগ্রহণ করতে পারিনি তারা রাতে দরসে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং রাতের দরসের পর নেক আমলের

রিসালা পূরণ করার নিমিত্তে নেক আমলের পর্যবেক্ষণ এবং সালাতুত তাওবাও আদায় করুন।

- যৌথ ফ্যামিলি (Joint Family) এর জন্য উত্তম হলো স্ব স্ব কক্ষে দরস দেওয়া আর ঘর দরস মুহরিম ব্যক্তিই দিবে।
- ঘর দরস দেওয়ার জন্য দিনেরও বন্টন করা যেতে পারে যেন প্রত্যেকেরই নেকীর দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ হয়।
- ঘরের বাহিরের কাজ (job) হলে ফোন/ইন্টারনেট কলের মাধ্যমেও ঘর দরস দেওয়া যেতে পারে।
- দরসের পদ্ধতিতে ইসলামী বোন (ঘর দরস ইত্যাদিও জন্য) প্রয়োজন মোতাবেক সংযোজন (Modifications as per requirement) করে নিবেন।

ہے تجھ سے دعا ربِّ اکبر! مقبول ہو "فیضانِ سنّت"
مسجِد مسجِد گھر گھر پڑھ کر، اسلامی بھائی سناتا رہے

হ্যা তুঝ সে দোয়া রব্বে আকবার! মাকুবল হো "ফয়যানে সুন্নাত"
মসজিদ মসজিদ ঘর ঘর পড়হ কর, ইসলামী ভাই সুনাতা রাহে[১]

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب ✿✿✿ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরে আহলে সুন্নাতের কিতাব ও রিসালা থেকে দরস:

(১) ফয়যানে সুন্নাত থেকে দরস দিবেন। মনে রাখবেন 'নেকীর দাওয়াত, গীবতের ধ্বংসলীলা, ফয়যানে নামায ও কথাবার্তার আদব সাথে অহেতুক কথা বেঁচে থাকার ফযিলত' এগুলো ফয়যানে সুন্নাতের অধ্যায়।

(১). ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃ: ৪৭৫।

www.dawateislami.net

(২) আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অন্যান্য কিতাবাদি ও পুস্তিকা থেকেও দরস দিতে পারবেন, অবশ্য পরবর্তীতে তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় তাফসীর ছাড়া শুধুমাত্র ফয়যানে সুন্নাত থেকেই দরস দিবেন।

(৩) আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিছু কিতাব ও রিসালা এমন রয়েছে যেগুলো ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়ন তো অবশ্যই করবেন তবে এগুলো থেকে দরস দেওয়ার অনুমতি নেই, সেগুলো থেকে কয়েকটি হলো:

(১) কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব (২) ২৮টি কুফরি বাক্য (৩) গান-বাজনার ৩৫টি কুফরি পঙক্তি (৪) পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নত্তোর (৫) চাঁদা সম্পর্কিত প্রশ্নত্তোর (৬) আকিকা সম্পর্কিত প্রশ্নত্তোর (৭) কাপড় পবিত্র করার পদ্ধতি (৮) ইস্তিঞ্জার পদ্ধতি (৯) নামাযের আহকাম (১০) ইসলামী বোনদের নামায (১১) যিকিরযুক্ত নাত (১২) নাত পরিবেশনকারী ও হাদিয়া (১৩) কওমে লূতের ধ্বংসলীলা (১৪) রফিকুল হারামাইন (১৫) রফিকুল মু'তামিরিন (১৬) হালাল পদ্ধতিতে উপার্জনের ৫০টি উপায় ইত্যাদি।

দরস দেয়ার পদ্ধতি:

তিন ৩বার ঘোষণা করবেন: কাছাকাছি এসে বসুন। পর্দার উপর পর্দা করে দো'জানু হয়ে বসুন এইভাবে দরস শুরু করবেন: (মাইক ব্যবহার করবেন না, মাইক ব্যতীতও আওয়াজ উঁচু রাখুন, কোন নামায ও অন্যান্যদের যেন সমস্যা না হয়।)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এরপর এইবাবে দরুদ ও সালাম পাঠ করবেন:

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ الله
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الله وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ الله

۞ যদি মসজিদে থাকেন তবে এইভাবে ইতিকাফের নিয়ত করাবেন:

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অনুবাদ: আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম।)

এরপর এইভাবে বলুন: **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** দৃষ্টিকে নত রাখুন, মনোযোগ সহকারে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ইলমে দ্বীন অর্জনের নিয়তে "ফয়যানে সুন্নাত" এর দরস শুনুন, এদিক সেদিক দেখে, জমিনের উপর আঙ্গুল দিয়ে খেলা করতে করতে, পোশাক, শরীর বা চুল ইত্যাদি নাড়াচাড়া করতে করতে বয়ান শুনলে হয়ত দরস বা বয়ানের বরকত হাতছাড়া হতে পারে। (বয়ানের শুরুতেও কাছাকাছি এসে বসুন বলে এই পদ্ধতিতে উৎসাহ প্রদান করুন এবং ভালো ভালো নিয়তও করান) এটা বলার পর ফয়যানে সুন্নাত থেকে দেখে দেখে দরুদ শরীফের একটি ফযিলত বর্ণনা করুন। এরপর বলবেন:

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

যা কিছু লিখা রয়েছে তা-ই পাঠ করে শোনাবেন। আয়াত ও আরবী এবারতের শুধুমাত্র অনুবাদ পড়বেন, লিখিত বিষয়াদি নিজের মত করে কখনো সারাংশ বলবেন না।

দরসের শেষে এইভাবে উৎসাহ দিবেন!

(প্রত্যেক মুবাল্লিগের উচিত মুখস্ত করে নেওয়া এবং দরস ও বয়ানের শেষে কোন সংযোজন ও বিয়োজন না করে এইভাবে উৎসাহ প্রদান করা।)

খোদাভীতি ও ইশকে মুস্তফা অর্জনের জন্য প্রতি সপ্তাহে এশার নামাযের পর আমীরে আহলে সুন্নাতের মাদানী মুযাকারা দেখা বা শোনা এবং প্রত্যেক বৃহস্পতিবার মাগরিবের নামাযের পর আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন, দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সাওয়াবের নিয়তে সারারাত অতিবাহিত করার অনুরোধ রইল। এশার নামাযের পর ব্যস ওখানেই আরাম করুন এবং আল্লাহ পাক তাওফিক দিলে তাহাজ্জুদও আদায় করুন। প্রত্যেক মাসে কমপক্ষে তিনদিন মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর ও প্রতিদিন চিন্তাভাবনা করার মাধ্যমে “নেক আমল” নামক রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের প্রথম দশ তারিখে আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ুন, اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে সুন্নাতের অনুসরণ করার, গুনাহের প্রতি ঘৃণা করার এবং ঈমান হেফাযত করার জন্য চিন্তাশীল থাকার মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

সব শেষে বিনয় ও একাগ্রতা (অর্থাৎ দেহ ও মনের একাগ্রতা) এবং কবুলিয়্যতের বিশ্বাসের সাথে দোয়ার মধ্যে হাত উঠানোর আদব রক্ষা করে কোন কম-বেশি না করে দোয়া করবেন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

হে মুস্তফার পালনকর্তা! রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উসিলায় আমাদের এবং আমাদের মা-বাবা ও সমস্ত উম্মতের মাগফিরাত দান কর।

www.dawateislami.net

হে আল্লাহ পাক! দরসের ভুলত্রুটি এবং সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও, আমাদেরকে ইশকে রাসূল, পরহেযগার ও মা-বাবার বাধ্য সন্তান বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ পাক! আমাদেরকে “নেক আমল” এর উপর আমল করার, মাদানী কাফেলায় সফর করার এবং নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর তাওফিক দান কর। হে আল্লাহ পাক! মুসলমানদের রোগ-ব্যাধি, ঋণগ্রস্ততা, রোজগারহীনতা, সন্তানহীনতা, মিথ্যা মামলা-মুকাদ্দামা আরও বিভিন্ন ধরনের পেরেশানী থেকে মুক্তি দান কর। হে আল্লাহ পাক! ইসলামের উন্নতি দান কর। হে আল্লাহ পাক! আমাদেরকে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে স্থায়ীত্ব দান কর। হে আল্লাহ পাক! আমাদেকে সবুজ গম্বুজের নিচে তোমার হাবীবের জলোওয়াতে শাহাদাত, জান্নাতুল বাকীতে দাফন ও জান্নাতুল ফেরদৌসে তোমার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব নসীব কর। হে আল্লাহ পাক! মদীনায়ে পাকের শীতল শীতল হাওয়ার সদকায় আমাদের সকল নেক ও জায়িয বাসনার উপর তোমার রহমতের দৃষ্টি দান কর।

کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے ترے　　کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی

কেহতে রেহতে হ্যা দোয়া কে ওয়াস্তে বান্দে তেরে
করদে পুরী আরযু হার বে কাসো মাজুবর কী[১]

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(সকলে দরুদ শরীফ পড়ে নিন:)

(সবশেষে কালিমা পাঠ করে সুন্নাতের উপর আমলের নিয়তে চেহারার উপর উভয় হাত বুলিয়ে নিন)

(১). ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃ: ৯৬।

www.dawateislami.net

(৪) মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান

টার্গেট: (প্রতিটি যেলি হালকা (Sub unit) মাদ্রাসায় অধ্যয়নকারী কমপক্ষে যেন ৭জন ইসলামী ভাই থাকে)

দরুদ শরীফের ফযিলত:

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ লিখল যতক্ষণ আমার নাম ওই কিতাবে থাকবে ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া করতে থাকবে।[১]

আবাস গুনাহো কী শামাত ম্যা মারে ফিরতে হো
খোদা কী তুম পে হো রহমত আগার দরুদ পড়ো[২]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

"মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান" এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

প্রতিদিন বালেগ (adult) প্রাপ্তবয়স্কদেরকে সঠিক মাখরাজ অনুযায়ী এশা বা ফজরের নামাযের অথবা নিজের সুবিধামত সময়-সুযোগ বুঝে একটি টাইম নির্ধারণ করে কুরআনে পাক পড়ার/পড়ানোর জন্য মাদরাসাতুল মদীনা চালু করুন। মসজিদ ছাড়াও বাজারের বিভিন্ন দোকান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ফ্যাক্টরী, ব্যারাক ইত্যাদিতে একত্রে থাকা লোকদের জন্য যেকোন উপযুক্ত স্থানে মাদরাসাতুল মদীনা প্রতিষ্ঠা করুন। যাদের জন্য স্বশরীরে (physically) অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয় তাদের জন্য অনলাইন মাদরাসাতুল মদীনা চালু করবেন।

(১). মু'জামু আউসাত, ১/৪৯৭, হাদিস: ১৮৩৫।
(২). নূরে ঈমান, পৃ: ৫৭।

সিডিউলঃ

- মসজিদে সর্বমোট সময় হলো ৪৫ মিনিটঃ এক আয়াত তিলাওয়াত, অনুবাদ ও তাফসীর ৫ মিনিট, মাদানী কায়েদা/ নাযেরা ৩০ মিনিট, নামাযের আহকাম/ সুন্নাত ও আদব ৫ মিনিট, আমলের পর্যবেক্ষণ সাথে আখেরী দোয়া ৫ মিনিট।
- মার্কেটে মোট সময়সীমা ৩৫ মিনিটঃ এক আয়াত তিলাওয়াত, অনুবাদ ও তাফসীর ৫ মিনিট, মাদানী কায়েদা/ নাযেরা ২০ মিনিট, নামাযের আহকাম/ সুন্নাত ও আদব ৫ মিনিট, আমলের পর্যবেক্ষণ সাথে শেষের দোয়া ৫ মিনিট।
- অনলাইন সর্বমোট সময়সীমা ৩০ মিনিটঃ এক আয়াত তিলাওয়াত, অনুবাদ ও তাফসীর ৫ মিনিট, মাদানী কায়েদা/ নাযেরা ২০ মিনিট, দরস/ দোয়া মুখস্ত করানো ৫ মিনিট।

কুরআনে পাকের তিলাওয়াতের ফযিলতঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা মুসলমান আর প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানের মৌলিক দাবি হলো আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালোবাসা। আর আল্লাহ পাকের প্রতি ভালোবাসার একটি আলামত হলো কুরআনে কারীমের সাথে ভালোবাসা রাখা। আর কুরআনে কারীম ওই পবিত্র কিতাব, যেটাকে আল্লাহ পাক আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন। আরবী ভাষা সমস্ত ভাষার চেয়ে উত্তম, রমযানুল মুবারকের মাসে অবতীর্ণ হয়েছে, রমযানুল মুবারক মাস হলো সমস্ত মাসের মধ্যে উত্তম মাস, শবে কদরে অবতীর্ণ হয়েছে, এই রাতটি

www.dawateislami.net

হাজার রাতের চেয়ে উত্তম, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর নাযিল করেছেন। আর রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন সমস্ত নবীদের চেয়ে উত্তম আর যে ব্যক্তি এই কুরআন শিখে ও শিখায় সে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষে পরিণত হয়।

যেমনটি হুযুর রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَ عَلَّمَهٗ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো সে যে কুরআন শিখে ও অপরকে শেখায়।(১)

অন্য এক জায়গায় রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কুরআনে পাক শিখো আর সেটা তিলাওয়াত করো, কুরআনে কারীমের উদাহরণ এমন ব্যক্তির ন্যায় যে সেটাকে শিখে, অতঃপর সেটা তিলাওয়াত করে এবং সেটা নামাযে পাঠ করে, সে ব্যক্তি যেন কস্তুরী (Musk) ভর্তি একটি থলে যেটার সুগন্ধি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে আর যে ব্যক্তি কুরআনে কারীম শিখে কিন্তু তিলাওয়াত করে না তো তার উদাহরণ হলো কস্তুরী (Musk) এর ওই থলের মত যেটার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।(২)

কুরআনে কারীম পাঠ করার দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তি কিরামান কাতিবীনের সাথে থাকে। আর যে কষ্টের সাথে আটকে আটকে কুরআনে কারীম পাঠ করে(৩) তার জন্য দুইগুণ সাওয়াব।(৪)

---

(১). বুখারী, ৩/৪১০, হাদিস: ৫০২৭।
(২). তিরমিযী, ৪/৪০১, হাদিস: ২৮৮৫।
(৩). এটি হাদিসে মুবারাকার ব্যাখ্যায় মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে দুর্বল মেধার অধিকারী, কুরআনে কারীম শিখতে পারে বা না পারে কিন্তু শিখার চেষ্টা চালিয়ে যায় এবং মৃত্যু পর্যন্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে সে ডাবল সাওয়াবের উপযুক্ত। (মিরাতুল মানাজীহ, ৩/২১৯)।
(৪). মুসলিম, পৃ: ৩১২, হাদিস: ১৮৬২।

www.dawateislami.net

ইয়েহী হ্যা আরযু তা'লিমে কুরআঁ আম হো জায়ে
তিলাওয়াত করনা সুবহ ও শাম মেরা কাম হো জায়ে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সঠিক উচ্চারণে কুরআনে পাক পড়ার শরয়ী বিধান:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআনে কারীম আরবী ভাষায় (Arabic Language) আরবী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর নাযিল হয়েছে।

আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটাকে আরবী উচ্চারণ (Arabic accents) এ পড়ার বিধান কিছু এইভাবে বলেছেন: اِقْرَؤُوا الْقُرْاٰنَ بِلُحُوْنِ الْعَرَب অর্থাৎ কুরআনকে আরবী ভাষার ভঙ্গিতে পাঠ করো।[১] কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে মাখরাজের সঠিক উচ্চারণের সাথে আরবী ভঙ্গিতে (Arabic accents) কুরআনে কারীম পাঠকারীর সংখ্যা খুব কম রয়েছে। এইভাবে "ح এবং ه, ذ, ز, ظ এবং ض, ث, س এবং ص, ع এবং ء" এর মধ্যে পার্থক্য করে পাঠকারীও অনেক কমই রয়েছে।

মনে রাখবেন! সঠিক মাখরাজের সাথে কুরআনে কারীম পাঠ করা ফরয। লাহনে জলী (অর্থাৎ হরফকে হরফ দ্বারা পরিবর্তন করার কারণে) যদি অর্থ বিকৃত হয়ে যায় তবে নামাযও ভঙ্গ হয়ে যায়। অতএব এই কারণেই ওই ইসলামী ভাই যে সঠিক মাখরাজের সাথে কুরআনে কারীম পড়তে পারে না ওই ইসলামী ভাইয়ের জন্য মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান সঠিক মাখরাজ সহকারে কুরআনে কারীম পড়ার ব্যবস্থা করে থাকে।

(১). নাওয়াদিরুল উসুল, ১/৮১, হাদিস: ১৩৪০।

www.dawateislami.net

কুরআনে পাক কতটুকু শিখা জরুরী!

আমাদের সকলের উপর সারাদিনে ৫ ওয়াক্ত নামায ফরয। আর প্রত্যেক নামাযে যেহেতু কুরআনে পাকের কিরাতও ফরয। সুতরাং এতটুকু কুরআনে পাক মুখস্ত করা আবশ্যক ও জরুরী যা দ্বারা নামাযের কিরাতের ফরয খুব ভালোভাবে আদায় হয়ে যায়। অতএব এটার জন্য কুরআনে পাক মুখস্ত থাকা জরুরী, এই প্রসঙ্গে ফিকহে হানাফীর নির্ভরযোগ্য কিতাব বাহারে শরীয়তে রয়েছে: এক আয়াতের হিফয (মুখস্ত) করা প্রত্যেক মুসলমান মুকাল্লাফ এর উপর ফরযে আইন এবং পুরো কুরআনে কারীম হিফয করা ফরযে কিফায়া তবে সূরা ফাতেহা এবং এর সাথে আরেকটি ছোট সূরা অথবা সেটার মত তিন আয়াত অথবা একটি বড় আয়াত মুখস্ত পাঠ করা, ওয়াজিবে আইন।(১)

মাদরাসাতুল মদীনা বালেগানের মৌলিক অগ্রাধিকার:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলামী ভাইয়ের মাদরাসাতুল মদীনার মৌলিক অগ্রাধিকার লাহনে জলীর ভুল দূর করার জন্য বেশি থেকে বেশি অনুশীলন ও লাহনে খফি সম্পর্কে জানা, যাতে সঠিক কুরআনে পাক পড়ার সাথে সাথে নামাযেও কুরআনে পাকের ভুল তিলাওয়াত দূরীভূত করা যায়।

লাহনের বর্ণনা:

লাহনের শাব্দিক অর্থ: ভুল বা উচ্চারণে ত্রুটি।

পারিভাষিক সংজ্ঞা: পারিভাষিক দিক দিয়ে "লাহন" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো "কুরআনে কারীমকে তাজবীদের কায়েদার পরিপন্থী পড়া।"

---

(১). বাহারে শরীয়ত, ১/৫৪৫, অংশ: ৩।

www.dawateislami.net

লাহনের প্রকারভেদঃ

মৌলিক দিক দিয়ে লাহন দুই প্রকার: (১) লাহনে জলী (২) লাহনে খফী।

(১) লাহনে জলীর পরিচয় ও হুকুমঃ

লাহনে জলী বলা হয় বড় ও প্রকাশ্য ভুলকে, আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ "ফতোওয়ায়ে বাযযার" এর ব্যাপারে বলেন: "اَللَّحۡنُ حَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ" (লাহন সকলের দৃষ্টিতেই হারাম)।[১]

(২) লাহনে জলীর অবস্থাঃ

(১) এক হরফকে অন্য হরফ দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া যেমন وَالتِّيۡنِ কে وَالطِّيۡنِ পড়া।

(২) সাকিনকে মুতাহাররাক যেমন جَمۡعًا কে جَمَعًا পড়া এবং মুতাহাররাককে সাকিনের মত যেমন كَتَبَ اللهُ কে كَتۡبَ اللهُ পড়া।

(৩) হরকতকে হরকত দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া اَرَءَيۡتَ কে اَرَءَيۡتُ পড়া।

(৪) কোন হরফকে বৃদ্ধি করা যেমন خَلَقَ কে خَلَاقَ অথবা পরিবর্তন করে দেওয়া যেমন لَمۡ يُوۡلَدۡ কে لَمۡ يَلِدۡ পড়া।

লাহনে খফীর পরিচয় ও হুকুমঃ

লাহনে খফী ছোট ও গোপন ভুলকে বলা হয়, অর্থাৎ ওইসব কায়েদাগুলো বাদ দেওয়া যা তাহসীনে হুরুফ (অর্থাৎ হরফকে খুব

(১). ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬/৩৪৩।

সুন্দরভাবে পড়ার) সাথে সম্পর্ক রাখে, লাহনে খফী দ্বারা অর্থ বিকৃত হয় না। লাহনে খফী মাকরুহ শরয়ীভাবে এই ভুল থেকে বেঁচে থাকা মুস্তাহাব।

লাহনে খফীর অবস্থাসমূহ:

লাহনে খফী সিফাতে আরিযাতে ভুলভ্রান্তি করার দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে যেমন ইদগাম, ইক্বলাব, ইখফা, মদ ইত্যাদিতে ভুল করা।

মাদরাসাতুল মদীনা বালেগানের মৌলিক উদ্দেশ্য:

- ইসলামী ভাইদেরকে সঠিকভাবে কুরআনে কারীম পড়া শিখানো।
- নামায শিখানো, দোয়া ইতাদি মুখস্ত করানো এবং কিতাব "নামাযের আহকাম" থেকে জরুরী মাসআলা শিখানো।
- চারিত্রিক শিক্ষা দেওয়া, ইলমে দ্বীন অর্জন করার ও দ্বীনের খেদমত করার স্পৃহা সতেজ করা।
- অধ্যয়নকারীদেরকে খোদাভীতি, ইশকে মুস্তফা, শরীয়তে মুতাহারার অনুসারী ও সুন্নাতের উপর আমলকারী মুবাল্লিগ বানানো।
- মসজিদ ভরা সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর অংশ বানিয়ে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে দেওয়া।

یہی ہے آرزو تعلیمِ قرآں عام ہو جائے
ہر اِک پرچم سے اونچا پرچمِ اسلام ہو جائے

ইয়েহী হ্যা আরযু তালীমে কুরআঁ আম হো জায়ে
হার এক পরচম সে উঁচা পরচমে ইসলাম হো জায়ে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান এমন একটি প্রিয় দ্বীনি কাজ যে, এটার বরকতে হাজার হাজার এমন সৌভাগ্যবান মুসলমান রয়েছে যারা সঠিক মাখরাজের সাথে কুরআনে কারীম পড়ার পর অপরকেও পড়াচ্ছে। অনেক আশিকানে রাসূল যারা মাদরাসাতুল মদীনা বালেগানে পড়তে আসে আর এখন তারা দাওয়াতে ইসলামীর গুরুত্বপূর্ণ যিম্মাদারী পেয়ে দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত রয়েছে। অনেকে ইমামতির মহান দায়িত্বে আশীন, আর কেউ হিফয ও নাযেরার ওস্তাদ, কেউ কেউ আলিমে দ্বীন হয়ে ইলমে দ্বীন প্রসার করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে, আসুন! এমনই এক তালিবে ইলমের মাদরাসাতুল মদীনার মাধ্যমে মুফতি হওয়ার ঘটনা শ্রবণ করি।

মাদরাসাতুল মদীনা বালেগানের ছাত্র মুফতি কিভাবে হলো?

মুফতি ফুযাইল রেযা আত্তারী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی এর বর্ণনার সারাংশ হলো, আমি ১৪ বছর বয়সে মেট্রিক পাশ করেছি আরও শিক্ষা অর্জনের জন্য কলেজে গিয়ে ভর্তি হয়েছি। আমি অধিকাংশ সময় সাধারণ যুবকদের মত বন্ধুদের সাথে আড্ডায় অথবা ক্রিকেট ইত্যাদি খেলার মধ্যে সময় কাটাতাম। আমাদের এলাকায় সবুজ পাগড়ী ও সাদা পোশাক পরিহিত এক আশিকে রাসূল প্রায় সময় খুবই আন্তরিকতার সাথে সাক্ষাত করত আর কুরআন ও সুন্নাত প্রচারে বিশ্বব্যাপী দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের বরকতের কথা বলত আর আমাকেও এই পরিবেশে আসার উৎসাহ দিত। আমি তার আন্তরিকতাপূর্ণ কথাবার্তার প্রতি খুবই প্রভাবিত ছিলাম কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত সামনে অগ্রসর হয়নি। অবশেষে আমি তার ইনফিরাদি কৌশিশের বরকতে মসজিদে এশার নামাযের পর হওয়া

মাদরাসাতুল মদীনা বালেগানে অংশগ্রহণ করতে লাগলাম। আমি আমার শারীরিক দুর্বলতার কারণে আমাকে নিজের বয়সের তুলনায় দেখতে অনেক ছোট মনে হতো, এজন্য আমাকে আলাদা করে বসিয়ে পড়ানো হতো। এই কারণে একবার আমাকে মাদরাসায় পড়তে অপারগ বলেও বিবেচনা করা হয়েছিল। কেননা ওখানে বয়স্ক ইসলামী ভাইদের পড়ানো হত। কিন্তু আমি সাহস হারায়নি এবং পুনরায় ভর্তি হলাম এবং অবশেষে আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শে থেকে শুদ্ধভাবে কুরআনে কারীম শিখে নিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের বরকতে জামাআত সহকারে নামায পড়ার সাথে সাথে সুন্নাতের উপর আমলের স্পৃহাও পেলাম। দ্রুত সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ায় মুরীদ হয়ে আত্তারী হয়ে গেলাম। এরপর প্রায় ৮ বছর মাদরাসাতুল মদীনা বালেগানে কুরআনে পাক সহীহ মাখরাজের সাথে পড়ানোর সৌভাগ্য অর্জন করলাম। এর মাঝে আমি দাওয়াতে ইসলামীর অধীনে পরিচালিত সম্মিলিত ইতিকাফেও অংশগ্রহণ করি আর নেকীর প্রতি আরও আগ্রহ বৃদ্ধি হলো তো ১৯৯৬ সালে দরসে নিযামীতে ভর্তি হয়ে ২০০৩ সালে সম্পন্ন করলাম। এর মধ্যে ফতোওয়া লিখার প্রশিক্ষণও নিয়েছিলাম। পীর ও মুর্শিদের ভালোবাসায় শরয়ী গবেষণা বিভাগের রুকন হিসেবে নিজের খেদমত পেশ করার সাথে সাথে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতে লেখনীর কাজে মুফতি হিসেবে খেদমত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।[১]

مقبول جہاں بھر میں ہو دعوتِ اسلامی
صدقہ تجھے اے ربِّ غفّار! مدینے کا

(১). ফয়যানে আমীরে আহলে সুন্নাত, পৃ: ২৬ সামান্য পরিবর্তন সহকারে।

মাকবুল জাহাঁ ভর ম্যা হো দাওয়াতে ইসলামী,
সদকে তুঝে হে রব্বে গাফফার! মদীনে কা।[১]

আল্লাহ পাকের রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক আর তার সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❁❁❁ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

মাদরাসাতুল মদীনা বালেগানের দ্বীনি কাজের নির্দেশিকা:

- প্রাপ্ত বয়স্ক (adult) দের সঠিক উচ্চারণের সাথে কুরআনে পাক শিখানোর জন্য মসজিদে আহলে সুন্নাতে অথবা যেখানে মসজিদ থাকে না বা মসজিদে পড়ানোর অনুমতি হয় না সেখানে ঘর (ডাইনিং রুম/ বারান্দা), দোকান ও ফ্যাক্টরী ইত্যাদিতে যেকোন নামাযের পর সময় নির্ধারণ করে মাদরাসাতুল মদীন বাগেলান প্রতিষ্ঠা করুন। যাদের জন্য স্বশরীরে (physically) পড়া সম্ভব হয়না সে ইন্টারনেটের বা ফোন কলের মাধ্যমে অনলাইনে পড়াবেন।
- কোন যেলি হালকার মসজিদে অনুমতি না মিলে তো অথবা সিফট করতে বলে তো ওখানকার মসজিদ কমিটির গীবত ও বিরোধিতা করবেন না বরং সকল ইসলামী ভাই মিলে দুই রাকাত সালাতুল হাজত এর নামায পড়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে দোয়া করুন।
- মুদাররিস (যেই মসজিদে মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে) জামাআত সহকারে নামায আদায় করার পরপরই মসজিদে দরস দিবেন এরপর মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান শুরু করবেন, মাদরাসা মসজিদের প্রধান

(১). ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃ: ১৮০।

দরজায় পাশেই করবেন, এর দ্বারা যারা দেখবে তাদের জন্য নিরব উৎসাহ মিলবে এবং শিক্ষকের কাছে "নিসাব কুরআন শিখুন" থাকা চাই। কুরআন শিখুন নিসাব" এ দেওয়া সবক অনুযায়ী হুরুফের পরিচয়, হরকত, হুরুফে মুস্তালিয়া ও অন্যান্য কাওয়ায়িদ ও ওয়াইটবোর্ডে লিখে বুঝিয়ে দিবেন।

- শিক্ষকের জন্য আরও কিছু প্রয়োজনীয়তা হলো: (১) ওয়াইটবোর্ড (২) ৪ কালারের কলম (সবুজ, কালো, নীল, লাল) (৩) ভর্তি ফরম (৪) হাজিরী রেজিস্টার।
- মাদানী কায়েদার সবকগুলোকে এই পদ্ধতি অনুযায়ী পড়াবেন যেন হরফসমূহের পরিচয়ের পাশাপাশি মশক করারও অভ্যাস হয়ে যায়। মুরাক্কাব লিখিত হরফগুলোর কেমন আকৃতি হয় লিখে বুঝিয়ে দিন। হরকত, যবর, যের, পেশ এর পরিচয়, করীবুস সউত (একইরকম আওয়াজ) হরফসমূহের মাখরাজের সঠিক উচ্চারণ করার বার বার অনুশীলন করাবেন কেননা উদ্দেশ্য হলো হরফের সঠিক আদায়। এরপর তানভীন দুই যবর, দুই যের, দুই পেশের সবক মুখস্ত করাবেন। যদি উচ্চারণ সঠিকভাবে আদায়ে দুর্বল হয় তবে নতুন সবক দিবেন না। আগে উচ্চারণ ঠিক করাবেন। এছাড়া লাহনে জলী ও লাহনে খফীর পরিচয় এবং শেষের দশটি মুখস্ত করাবেন।
- পুনরাবৃত্তির জন "কুরআন শিখুন নিসাব" এ ধারাবাহিত সবক দেওয়া হয়েছে সেগুলো মোতাবেক পুনরাবৃত্তি করাবেন।
- কুরআনে পাকের তাফসীর "নিসাব কুরআন শিখুন" এ দেওয়া সবক অনুযায়ী পড়ে শোনাবেন। এগুলো ছাড়াও নামাযের মাসায়িল, আযকার ও দোয়া ইত্যাদিও "কুরআন শিখুন নিসাব" অনুযায়ী মুখস্ত করাবেন।

www.dawateislami.net

- পাঠদানের মাঝখানে তাজভীদের কঠিন পারিভাষিক ব্যবহারও করবেন না যেমন তাফখীম ও তারক্বীক্ব ইত্যাদি বরং পোর (মোটা) অথবা বারিক পড়তে বলবেন। অধ্যয়নকারীদের আগ্রহ ধরে রাখার জন্য আপনার কথাবার্তা এমনভাবে বিনয়িভাব রাখুন যেন তারা বিরক্ত না হয় এবং আপনার সাথে লেগে থাকে।
- ওস্তাদ এবং আমার শাগরিদ বলা/ বলানো ওয়ালা পরিবেশ বানাবেন না, পড়ানো ব্যক্তি (শিক্ষক) শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার পরিবর্তে ভালো ভালো নিয়ত সহকারে বিনয়িভাব অবলম্বন করবে, শিক্ষক প্রত্যেকের সাথে নমনীয়তার সাথে সাক্ষাত করবে, পরিবেশও একদম শান্ত রাখবে কেননা হাসি, তামাশা এবং অশান্ত পরিবেশ ইত্যাদি অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- শিক্ষক মাদরাসায় অধ্যয়নকারীদের নাম, যোগাযোগ নাম্বার ও পরিপূর্ণ ঠিকানা রেজিস্টার, ডায়েরী ইত্যাদিতে লিখে রাখবে, প্রতিদিন অধ্যয়নকারীদের হাজিরি নিবে। যারা দেরীতে আসে তাদেরকে নম্রতার সাথে সময়মতো আসার জন্য মানসিকতা দিবেন আর যারা অনুপস্থিত থাকে তাদের সাথে পরবর্তীতে যোগাযোগ করবে, সাক্ষাত করে পড়ার জন্য উৎসাহ দিবেন। যারা পড়া ছেড়ে দিয়েছে তাদের উপর ইনফিরাদি কৌশিশ করে দ্বিতীয়বার পড়ার জন্য পরামর্শ দিবেন। ১ বা ২বার বরং ১০০বারও প্রয়োজন পড়লে তাকে ডাকবেন।
- সাপ্তাহিক ইজতিমায় দ্বীনি হালকার পর "আসুন! কুরআন শিখি এবং আসুন! কুরআন শোনাই" এর নামেও মাদরসাাতুল মদীনা বালেগান প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এর দ্বারা অনেক উপকার অর্জিত হবে। যেমন প্রতিদিন যারা পড়তে পারে না তারা সাপ্তাহে পড়বে, যারা

মাদানী কায়েদা পড়ে নিয়েছে, তারা অল্প অল্প করে সবক পড়ে শুনিয়ে কিছুদিনের মধ্যে কুরআনে পাক পরিপূর্ণ পড়ে নিবে। যাদের নাযেরা সম্পন্ন হয়েছে তারা পুনরাবৃত্তি করে নিবে।

- বাল্ব/ এনার্জী সেভার/ ফ্যান ইত্যাদি প্রয়োজনমত ব্যবহার করুন, যাওয়ার সময় লাইট ও ফ্যান ইত্যাদি বন্ধ করে দিন। ডেস্ক, চেয়ার, মাদুড় ইত্যাদিও গুছিয়ে রাখুন, মসজিদের আদব ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে খুব খেয়াল রাখবেন।

অনলাইন পড়া/ পড়ানোর জন্যঃ

- অনলাইনে পড়া/ পড়ানো অবস্থায় মযবুত ইন্টারনেট কানেকশন থাকা চাই যেন ক্লাস চলাকালীন সময়ে কোন প্রকার সমস্যা না হয়।
- জায়গাও যেন এমন হয় যেখানে হৈ চৈ না হয় এবং মনোযোগ নষ্ট না হয় এমন।
- ক্লাস শুরু হওয়া পাঁচ মিনিট আগে অনলাইন হয়ে ভিডিও এবং আওয়াজ ইত্যাদি চেক করে নিবেন।
- অনলাইনে অধ্যয়নকারীদের সংখ্যা ১০ এর ১২জন রাখবেন যেন শুনতে ও একসাথে ক্লাস করতে কষ্ট না হয়।

মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান লাগানোর পদ্ধতিঃ

পর্দার উপর পর্দা করে দো'জানু হয়ে বসে এইভাবে শুরু করবেন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এরপর দরুদ ও সালামের এই বাক্যগুলো পড়াবেন:

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

۞ যদি মসজিদে থাকেন তবে এইভাবে ইতিকাফের নিয়ত করাবেন:

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অনুবাদ: আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম)।

এরপর এইভাবে বলবেন: আজকে আমরা “কুরআন শিখুন” কিতাব থেকে অনুবাদ ও তাফসীর পড়ব।

এরপর মাদানী কায়েদার সবক নম্বর...পড়ব। মাদানী কায়েদার সবকের পর নামাযের যিকির ... মুখস্ত করাবেন এরপর তাফসীরে কুরআন থেকে একটি আয়াত পড়ে শুনাবেন।

“কুরআন শিখুন” কিতাব থেকে ইসলাহে আমালের অধীনে দেওয়া বিষয়াদি... পড়ে শোনাবেন।

নামাযের আহকাম/সুন্নাত ও আদব থেকে ....শিখবো। এরপর ৭২ নেক আমল রিসালার উপর আমল করার নিমিত্তে আমল পর্যবেক্ষণ ও শেষের দোয়া পাঠ করা হবে।

সকল ইসলামী ভাই নিয়ত করুন যে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও ইলমে দ্বীন অর্জন করার নিয়তে اِنْ شَآءَ الله শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ۞۞۞ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৫) ইনফিরাদি কৌশিশ (একক প্রচেষ্টা)

টার্গেট: (প্রত্যেক যেলি হালকায় (Sub unit) কমপক্ষে ৩জন ইসলামী ভাই প্রতিদিন ২জন ইসলামীকে ইনফিরাদি কৌশিশ করবে)

দরুদ শরীফের ফযিলত:

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামাযের পর হামদ ও সানা এবং দরুদ শরীফ পাঠকারীর ব্যাপারে ইরশাদ করেন: দোয়া করো! কবুল করা হবে, চাও! দান করা হবে।(১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

"ইনফিরাদি কৌশিশ" দ্বীনি কাজের পরিচিতি:

প্রতিদিন মুসলমানদেরকে নেকীর দাওয়াত দেওয়ার জন্য ইনফিরাদি কৌশিশের সিডিউল বানাবেন, প্রত্যেক ইসলামী ভাই প্রতিদিন দুইজন ইসলামী ভাইকে ইনফিরাদি কৌশিশ করবেন, নেকীর দাওয়াতের মধ্যে ১২ দ্বীনি কাজের মধ্য হতে কমপক্ষে একটি দ্বীনি কাজের জন্য উৎসাহ প্রদান করবেন। সাপ্তাহিক ইজতিমায়ও দরুদ ও সালামের পর নিজের সামনে অগ্রসর হয়ে ৫জন ইসলামী ভাইকে ইনফিরাদি কৌশিশ করবেন, নিয়তকারীদের নাম ও যোগাযোগ নাম্বার ইত্যাদিও সংগ্রহ করবেন, আরও অন্যান্য বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিত্বদের উপরও ইনফিরাদি কৌশিশ করবেন।

(১). নাসায়ী, ১/২২০, হাদিস: ১২৮১।

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: দাওয়াতে ইসলামীর ৯৯% দ্বীনি কাজ ইনফিরাদি কৌশিশ তথা এককভাবে বুঝানোর মাধ্যমেই সম্ভব।[১]

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এককভাবে নেকীর দাওয়াত দেওয়ার ধরন:

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রত্যেক বছর হজ্বের দিনসমূহে হজ্ব আদায়ের জন্য আগত মিনা উপত্যকায় তাবুতে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। ১১ নববী হিজরীতে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রীতি মোতাবেক হজ্বে আগত ব্যক্তিদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য ময়দানে তাশরিফ নিলেন এবং কুরআন মাজীদের আয়াত শুনিয়ে শুনিয়ে লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিনা শরীফে উকবা (ঘাটির) পাশে যেখানে বর্তমান "মসজিদুল উকবা" অবস্থিত, সেখানে তাশরিফ নিলে খাযরাজ গোত্রের ছয়জন লোক তাঁর কাছে আসলেন। রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরকে তাদের নাম ও বংশ পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। এরপর কুরআনুল কারীমের কিছু আয়াত শুনিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন যা দ্বারা ওইসব লোক প্রভাবিত হলো আর একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, ইহুদীরা যেই নবীকে শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হওয়ার সুসংবাদ দিচ্ছে নিশ্চয় সেই নবী হলেন ইনিই। সুতরাং কখনো যেন এমন না হয় যে, ইহুদীরা আমাদের আগে ইসলাম কবুল করে না নেয়। এটা বলে তারা সকলে একসাথে

(১). ইনফিরাদি কৌশিশ মাআ ২৫ হিকায়াতে আত্তারীয়া, পৃ: ২২।

www.dawateislami.net

মুসলমান হয়ে গেল আর মদীনায় গিয়ে তাদের পরিবার ও গোত্র এবং আত্মীয়-স্বজনদেরকেও ইসলামের দাওয়াত দিল। এই ছয়জন সৌভাগ্যবানদের নাম হলো: (১) হযরত উকবা বিন আমের নাবী। (২) হযরত আবু উমামা আসআদ বিন যারারাহ (৩) হযরত আউফ বিন হারিছ (৪) হযরত রাফে বিন মালেক (৫) হযরত কুতবা বিন আমের বিন হাদীদা (৬) হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ বিন রিয়াব। (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ) [১]

আমিরুল মুমিনীন আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইনফিরাদি কৌশিশ:

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঈমান আনার সাথে সাথেই নেকীর দাওয়াত দেওয়া শুরু করে দিয়েছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইনফিরাদি কৌশিশে পাঁচজন ওই লোক মুসলমান হয়েছে যাদেরকে আশারায়ে মুবাশশারার মধ্যে গণ্য করা হয়ে থাকে। তাদের নাম হলো: (১) হযরত ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ (২) হযরত সাদ বিন আবি ওয়াককাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ (৩) হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (৪) হযরত আব্দুর রহমান আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا (৫) হযরত যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ।

"আশারায়ে মুবাশশারা" ওই ১০জন সাহাবায়ে কেরামদের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ বলা হয় যাদেরকে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একই মজলিসে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলেছেন: اَبُوْ بَکْرٍ فِی الْجَنَّۃِ وَ عُمَرُ فِی الْجَنَّۃِ وَعُثْمَانُ فِی الْجَنَّۃِ وَ عَلِیٌّ فِی الْجَنَّۃِ

---

(১). মাদারিজুন নবুয়ত, ২/৫১ থেকে ৫২। আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, ১/১৪১।

www.dawateislami.net

وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ وَ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحَ فِي الْجَنَّةِ (১) অর্থাৎ আবু বকর (সিদ্দিক) জান্নাতে (২) উমর জান্নাতে (৩) ওসমান জান্নাতে (৪) আলী জান্নাতে (৫) তালহা জান্নাতে (৬) যুবাইর জান্নাতে (৭) আব্দুর রহমান বিন আউফ জান্নাতে (৮) সাদ বিন আবি ওয়াককাস জান্নাতে (৯) সাদ বিন যুবাইর জান্নাতে (১০) এবং আবু আব্দুর রহমান জুররাহ জান্নাতে।[১]

আমার আক্বা আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

وہ دَسوں جن کو جنّت کا مُژدہ ملا　　　اُس مبارَک جماعت پہ لاکھوں سلام

ও দসোঁ জিন কো জান্নাত কা মুঝদা মিলা
উস মুবারক জামআত পে লাখো সালাম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেকীর দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী উদ্দেশ্য “আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে, اِنْ شَآءَ الله এর মূল উদ্দেশ্য হলো নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানো এবং মন্দ কার্যাদি থেকে বাধা প্রদান করা যাতে লোকেরা গুনাহ ছেড়ে দিয়ে নেকীর প্রতি ধাবিত হয়। মৌলিক দিক দিয়ে নেকীর দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি দুইটি: (১) সম্মিলিত প্রচেষ্টা (২) একক প্রচেষ্টা।

(১). তিরমিযী, ৫/৪১৬, হাদিস: ৩৭৬৮।

(১) সম্মিলিত কৌশিশ:

সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় বয়ানের মাধ্যমে, এলাকায়ী দাওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াতে এবং কিতাবে লিখে মুসলমানদের নিকট পর্যন্ত নেকীর দাওয়াত পৌঁছানো (অর্থৎ তাদেরকে বোঝানো) কে সম্মিলিত প্রচেষ্টা বলে।

(২) ইনফিরাদি কৌশিশ:

দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে কয়েক (যেমন একজন বা দুই, তিনজন) ইসলামী ভাইদেরকে আলাদা আলাদা নেকীর দাওয়াত দেওয়া (অর্থাৎ তাদেরকে বুঝানো) কে ইনফিরাদি কৌশিশ বলে।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাণী: দাওয়াতে ইসলামীর ৯৯% দ্বীনি কাজ ইনফিরাদি কৌশিশের মাধ্যমেই সম্ভব।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই সম্মিলিত প্রচেষ্টার তুলনায় ইনফিরাদি কৌশিশ অনেকগুণ বেশি সহজ হয়ে থাকে কেননা বার বার দেখা গিয়েছে যে, ওই ইসলামী ভাই যিনি বছরের পর বছর ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করছিলেন, বয়ানের মাঝখানে দেওয়া বিভিন্ন উৎসাহ যেমন সময়মত নামায পড়া, রমযানের রোযা রাখা, মাথায় পাগড়ী সাজানো, চেহারায় দাড়ি রাখা, সুন্নাত মোতাবেক সাদা পোশাক পরিধান করা, নেক আমল করা এবং মাদানী কাফেলায় সফর ইত্যাদিতে লাব্বাইক বলে সেগুলোর নিয়তও করেছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু যখন কেউ তার সাথে সাক্ষাত করে ইনফিরাদি কৌশিশ করে এসব বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করে তখন সে এই দ্বীনি কাজগুলো শুরু করে দেয়, মূলত সম্মিলিত কৌশিশের মাধ্যমে লোহা গরম

হয় আর ইনফিরাদি কৌশিশ তথা একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে গরম লোহার উপর বিদ্ধ করা হলো। একইভাবে অধিক ইসলামী ভাইয়ের সামনে "বয়ান" করার যোগ্যতা প্রত্যেকের থাকে না পক্ষান্তরে ইনফিরাদি কৌশিশ তথা একক প্রচেষ্টা প্রত্যেকেই করতে পারে হ্যাঁ সে বয়ান করতে পারুক বা না পারুক। এই ইনফিরাদি কৌশিশের ফলশ্রুতিতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه সাংগঠনিক উপকার ছাড়াও নিম্নে উল্লেখিত উপকারও অর্জিত হবে:

নেকীর দিকে আহবান করার ফযিলত:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের মুসলমান ভাইকে নেকীর দিকে আহবান করা ও তাকে মন্দ কার্যাদি থেকে বাঁচানোর অসংখ্য ফযিলত ও বরকত রয়েছে। যেমন

(১) আল্লাহ পাক পারা: ২৪, সূরা হা মীম সিজদা এর আয়াত নম্বর ৩৩ এ ইরশাদ করেন:

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَاۤ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۳۳﴾

(পারা: ২৪, সূরা: হা মীম সিজদা, আয়াত: ৩৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর তার চেয়ে কার কথা অধিক উত্তম, যে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে।

(২) হযরত আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী রাসূলে কারীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: নেকীর দিকে আহ্বানকারীও নেকী সম্পাদনকারীর মতো।[১]

(১). তিরমিযী, ৪/৩০৬, হাদিস: ২৬৮০।

www.dawateislami.net

হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: অর্থাৎ নেকীর সম্পাদনকারী, করানো ব্যক্তি, বলা ব্যক্তি (আর) পরামর্শদাতা সকলেই সাওয়াবের উপযুক্ত।(১)

(৩) হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করলেন: হে আল্লাহ পাক! যে তার আপন ভাইকে কল্যাণের দিকে আহবান করে, নেকীর হুকুম দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে তার প্রতিদান কী? বললেন: আমি তার প্রতিটি কথার অক্ষরের বিনিময়ে এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিখে দিই আর তাকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে আমি লজ্জাবোধ করি।(২)

مجھے تم ایسی دو ہمّت آقا　　دُوں سب کو نیکی کی دعوت آقا
بنا دو مجھ کو بھی نیک خصلت　　نبیِّ رحمت شفیعِ اُمّت

মুঝে তুম আয়সী দো হিম্মত আক্বা - দোঁ সব কো নেকী কী দাওয়াত আক্বা
বানা দো মুঝ কো ভী নেক খসলাত - নবীয়ে রহমত শাফীয়ে উম্মত

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب　❀❀❀　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইনফিরাদি কৌশিশের সুযোগ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইনফিরাদি কৌশিশের অধ্যায় অনেক ব্যাপক, যদি আমরা চিন্তা করে দেখি তবে ইনফিরাদি কৌশিশের সুযোগ অনেক স্থানেই হতে পারে। যেমন:

(১). মিরাতুল মানাজীহ, ১/১৯৪।
(২). মুকাশিফাতুল কুলুব, পৃ: ৪৮।

www.dawateislami.net

(১) নিজের পরিবারের লোকদের উপর ইনফিরাদি কৌশিশ (২) আত্মীয়দের উপর ইনফিরাদি কৌশিশ (৩) যেখানে আপনি কাজ করেন অথবা লেখাপড়া করেন যেমন দোকান, অফিস, ফ্যাক্টরী, স্কুল, কলেজ ইত্যাদিতে ইনফিরাদি কৌশিশ করা (৪) নামাযীর উপর ইনফিরাদি কৌশিশ (৫) দ্বীনি কাজসমূহ যেমন দরস, সাপ্তাহিক ইজতিমা ও মাদানী কাফেলার যিম্মাদার এবং সাধারণ ইসলামী ভাইদের উপর ইনফিরাদি কৌশিশ (৬) খুশি ও আনন্দের সময় ইনফিরাদি কৌশিশ।

ইনফিরাদি কৌশিশ প্রভাব সম্পন্ন বানানোর পদ্ধতি:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ভালো ভালো নিয়ত সহকারে যত বেশি ইনফিরাদি কৌশিশের দ্বীনি কাজ করবেন اِنْ شَآءَ الله তত বেশি উপকার অর্জিত হবে, আসুন! এই প্রসঙ্গে কিছু নির্দেশনা লক্ষ্য করি:

- মিশুকতা ইনফিরাদি কৌশিশের রুহ যখনই কারো সাথে সাক্ষাত করবেন তখন উৎফুল্ল মনে করবেন এবং কথাবার্তার ধরনও কোমল রাখুন।
- সুন্নাতে উপর আমলের নিয়তে মুচকি হেসে আস্তে আস্তে কথা বলুন যদি কথা বুঝাতে কষ্ট হয় তবে নিজের মাতৃভাষায় (Mother tongue) নেকীর দাওয়াত দিন।
- সালামের ব্যাপক প্রচলন করুন, সালাম/সালামের উত্তর প্রদানের পর উৎফুল্লমনে হাত মিলাবেন।
- গাম্ভীর্যতা অবলম্বন করুন, শরয়ী পরিপন্থী কথাবার্তা ও গালমন্দ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন, ওই শব্দাবলী বলুন যা মানুষ পছন্দ করে।

www.dawateislami.net

- পরিচ্ছন্নতা, সাদাসিধে চালচলনের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখুন। পোশাক, চাদর ও পাগড়ী শরীফ সাদা অথবা হালকা রঙের পোশাক ব্যবহার করুন।
- সামনের ব্যক্তির চেহারার দিকে দৃষ্টি দিয়ে কথাবার্তা বলা সুন্নাত নয়। সুতরাং যথাসম্ভব দৃষ্টিকে নত রেখে কথা বলুন (দৃষ্টিকে নত রেখে ইনফিরাদি কৌশিশ করার দ্বারা নেকীর দাওয়াতের উপকারিতা اِنْ شَآءَاللہ অনেকগুণ বেড়ে যাবে)।
- কার সাথে? কিভাবে কথা বলতে হবে? সেটার বোধশক্তি থাকাটা ইনফিরাদি কৌশিশের নির্দেশিকা। সুতরাং মানুষের মন-মানসিকতা অনুযায়ী কথা বলার চেষ্টা করুন।

  আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: “যে এটা বুঝে নিয়েছে যে, কোন সময় কী বলতে হবে সে সফল হয়েছে।”
- যখন কথা বলবেন তো আত্মবিশ্বাসের সাথে বলুন এবং সর্বদা অযু অবস্থায় থাকুন কেননা এর দ্বারা আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়।
- ইনফিরাদি কৌশিশ সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহণ, মাদানী কাফেলায় সফর, নেক আমলের উপর আমল এবং অন্যান্য দ্বীনি কাজে অংশগ্রহণ করার মানসিকতা দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করুন।
- নতুন নতুন ইসলামী ভাইকে পুরোপুরি মাদানী হুলিয়া সাজানোর তাকিদ দেওয়ার পরিবর্তে নামাযের ফযিলত ইত্যাদি বলুন।
- যদি সম্মুখস্ত ব্যক্তির কথাবার্তা অপছন্দ বা অনুপযুক্ত মনে করেন তবে বুঝে নেওয়া অবস্থায় তার সামনে সেটা প্রকাশ না করে ধৈর্য ও নম্রতার সাথে বিনয়িভাবে কথা জারী রাখুন।

www.dawateislami.net

❁ যদি ইনফিরাদি কৌশিশের ভালো ফলাফল সামনে আসে তবে আল্লাহ পাকের দয়া মনে করে আল্লাহ কারীমের কৃতজ্ঞতা আদায় করুন। আর যদি কোন অপ্রত্যাশিত বিষয় সামনে আসে তবে হৃদয়ে কঠোরতা ইত্যাদি মনে করার পরিবর্তে সেটাকে নিজের একনিষ্ঠতার কমতি মনে করুন।

مچاؤں میں نیکی کی دعوت کی دھومیں   اور سب کو بچاؤں بدی سے بچوں

ম্যা নেকী কী দাওয়াত কী ধূমেঁ মাচাউঁ
বদী সে বাচুঁ আওর সব কো বাচাউঁ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইনফিরাদি কৌশিশে আসা বিপদগুলো কিভাবে দূরীভূত করবেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইনফিরাদি কৌশিশে আসা বিপদসমূহ কিভাবে দূর করবেন? আসুন! নির্দেশিকা লক্ষ্য করি:

অবশ্যই এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, যেকোন কাজ শুরু করার সময় কঠিন মনে হয়, কিন্তু যখন বান্দা কাজ করার জন্য প্রস্তুত হয় তখন ধীরে ধীরে না শুধুমাত্র ওই কাজের রাস্তায় বিপদ দূর হয় বরং সেই কাজটি সহজও হয়ে যায়, এইভাবে যদি আমরা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির অর্জন ও নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর স্পৃহা নিয়ে ভালো ভালো নিয়ত সহকারে ইনফিরাদি কৌশিশ করা শুরু করে দিই তবে اِنْ شَآءَ الله আল্লাহ পাকের রাস্তায় আসা বাধাগুলোও দূও হয়ে যাবে।

- নিজের সকল দ্বীনি ও দুনিয়াবী বিষয়াদিও ঠিক রাখুন। যেমন নামাযের প্রতি যত্নশীলতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, লেনদেন ও অন্যান্য বিষয়াদি ইত্যাদি। এর দ্বারা আপনার ইনফিরাদি কৌশিশ প্রভাব সম্পন্ন হবে।
- নিজের মধ্যে দ্বীনি কিতাবাদি অধ্যয়ন করার স্পৃহা সৃষ্টি করুন। আপনার কাছে ইলমে দ্বীন থাকলে খুব ভালোভাবে ইনফিরাদি কৌশিশ করতে পারবেন।
- ফরয উলুম শিখার সাথে সাথে ইনফিরাদি কৌশিশের জন্য আপনার কাছে থাকা বাহ্যিক জ্ঞানও থাকা চাই যেমন নেকীর দাওয়াতের উপর কয়েকটি হাদিসে মুবারাকা এবং কয়েকটি নেকীর দাওয়াকে Topics মুখস্ত করুন। এছাড়াও মাকতাবাতুল মদীনার ৭৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "নেককার হওয়ার উপায়" থেকে ইনফিরাদি কৌশিশের কৌশলগুলো মুখস্ত করুন।
- ইনফিরাদি কৌশিশের ক্ষেত্রে বড় বাধা হলো লজ্জা ও দ্বিধা। কেননা যদি বান্দা সাহস করে ইনফিরাদি কৌশিশ করা শুরুও করে দেয় তবে লজ্জা ও দ্বিধার কারণে ভুলে যায় যে, আমাকে কী বলতে হবে? এটাকে দূরীভূত করার জন্য মানসিকতা তৈরি করুন! মানুষ গুনাহের কাজ করতে লজ্জাবোধ করে না আর আমি নেকীর দাওয়াত দিতে কেন লজ্জাবোধ করব।
- এইভাবে নতুন ইসলামী ভাইদের প্রথম প্রথম ইনফিরাদি কৌশিশ করাটা কঠিন মনে হয়, যেমন শীতকালের প্রথমের দিকে শরীরে পানি ঢালতে একটু কঠিন মনে হয়, কিন্তু পরবর্তীতে ঠান্ডার অনুভবটা কমতে শুরু করে ঠিক একইভাবে যখন বান্দা সাহস করে ইনফিরাদি কৌশিশ শুরু করে দেয় তখন আল্লাহ পাকের রহমতে সফলতা অর্জন করে আর ধীরে ধীরে লজ্জা ও সংকোচও দূর হয়ে যায়।

- নতুন, পুরাতন প্রত্যেক ইসলামী ভাইয়ের উপর ইনফিরাদি কৌশিশ করুন। এর দ্বারা আপনার ভেতর দ্বীনি কাজের স্পৃহা জাগ্রত হবে এবং ইনফিরাদি কৌশিশে اِنْ شَآءَالله অটলতা অর্জিত হবে।
- নফসের প্রতারণা থেকেও নিজেকে রক্ষা করুন। যেমন ইনফিরাদি কৌশিশ তো করব কিন্তু আমার মুখের প্রভাব নেই অথবা মানুষ আমার কথার দিকে মনোযোগ দেয় না। মনে রাখবেন! আমার দায়িত্ব হলো শুধু চেষ্টা করে যাওয়া, সফলতা দান করা আর হৃদয়সমূহকে ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা হলো আল্লাহ পাকের।
- আপনি যেখানে থাকেন সেখানকার স্থানীয় ভাষা শিখে নিন। কথাবার্তার উপর কথোপকথনে দক্ষতা অর্জন করতে স্থানীয় ভাষায় বেশি বেশি কথা বলুন।
- স্থানীয় ভাষা শিখার জন্য লেঙ্গুইজ কোর্স করুন। যদি আপনি একটু একটু স্থানীয় ভাষা পারেনও তারপরও কোর্স করলে উপকৃত হবেন।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এর দুইটি বাণী:

(১) ইনফিরাদি কৌশিশ দ্বীনি কাজের প্রাণ।

(২) দাওয়াতে ইসলামীর প্রায় ৯৯% দ্বীনি কাজ ইনফিরাদি কৌশিশের মাধ্যমেই সম্ভব।

ইনফিরাদি কৌশিশের বাহার:

এক ইসলামী ভাই তার গুনাহভরা জীবনের পরিসমাপ্তির আলোচনা কিছু এইভাবে করেছেন যে, দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে সিনেমা দেখার প্রতি এমনভাবে আসক্ত ছিলাম যে,

সারারাত এই হারাম কাজে ব্যয় করতাম আর যখন সুযোগ হতো সিনেমা হলে গিয়ে দেখে আসতাম, নামায কাযা হওয়ার প্রতি হৃদয়ে কোন আফসোস ও নিন্দা অনুভব হতো না। তার শুধরানোর কারণ কিছুটা এরকম হয়েছে যে, একদিন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত কিছু ইসলামী ভাই তার কাছে গেল আর তার উপর ইনফিরাদি কৌশিশ করে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার মানসিকতা দিল, সে রাজি হলো আর নির্ধারিত দিনে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় গিয়ে পৌঁছল। সুন্নাতে ভরা বয়ান ও যিকরুল্লাহর ফয়েযে যখন হৃদয়গ্রাহী দোয়া শুরু হলো তখন নিজের অতীতের গুনাহ থেকে তাওবা করল এবং ভবিষ্যতে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সংকল্প করল, কিছুদিন পর যখন তার সাথে ইসলামী ভাইদের সাক্ষাত হলো তখন তারা তাকে রমযানুল মুবারকের ইতিকাফ করার মানসিকতা দিল। প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের কথার দিকে মনযোগ দেয়নি, কিন্তু যখন তারা সম্মিলিত ইতিকাফের বরকত ও মাদানী বাহারের কথা বললেন তখন সে ইতিকাফের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল এবং সুন্নাতে ভরা ইতিকাফের বরকত অর্জন করার জন্য ইতিকাফকারী হয়ে গেল। এটার বরকতে যেখানে তার নামাযের প্রতি কোন যত্নশীলতা নসীব হতো না এখন সে অযু, গোসল, তায়াম্মুম ও নামাযের ফরয ও ওয়াজিব বিষয়সমূহের জ্ঞানও অর্জন করে এবং নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর স্পৃহাও হৃদয়ে স্থান করে নিল। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ এখন দাওয়াতে ইসলামী দ্বীনি কাজকে প্রসার করার সৌভাগ্যও অর্জন করছে।

ইনফিরাদি কৌশিশের দ্বীনি কাজের পদ্ধতি:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাদানী মারকাযের পক্ষ থেকে দেওয়া নিয়ম অনুসারে ইনফিরাদি কৌশিশ করবেন তো এর অসংখ্য উপকার অর্জিত হবে। যেমন:

- প্রতিটি যেলি হালকায় (Sub Unit) কমপক্ষে ৩জন ইসলামী ভাই ইনফিরাদি কৌশিশকারী থাকা চাই। তাদের মধ্যে প্রত্যেকে প্রতিদিন ২জন ইসলামী ভাইকে ইনফিরাদি কৌশিশ করবে, যদি সরাসরি সাক্ষাত করা সম্ভব না হয় তবে ফোন কল অথবা ওয়াটসআপের মাধ্যমে ইনফিরাদি কৌশিশ করবে। একইভাবে সাপ্তাহিক ইজতিমায় সালাতু সালামের পর নিজে থেকে আগে অগ্রসর হয়ে প্রত্যেক যিম্মাদার কমপেক্ষ ৪জন ইসলামী ভাইকে ইনফিরাদি কৌশিশ করবে।
- যদি কোন ইসলামী ভাইয়ের উপর ইনফিরাদি কৌশিশ করছেন আর সে যদি ফিকহে হানাফির সাথে সম্পৃক্ত না থাকে (বরং শাফেয়ী, মালেকী অথবা হাম্বলী হয়) তবে ইনফিরাদি কৌশিশের মাঝখানে মাসআলা বলবেন না যেগুলো মতপার্থক্য আছে।
- যেই ইসলামী ভাইয়ের উপর ইনফিরাদি কৌশিশ করবেন, তার নাম ও যোগাযোগ নাম্বার সংগ্রহ করে ডায়েরী/মোবাইল ফোন ইত্যাদিতে সংরক্ষণ করে নিবেন, আপনার মোবাইল নাম্বারও অবশ্যই তাকে দিবেন যাতে পরবর্তীতে সেও আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারে।
- যদি কোন পেরেশানগ্রস্ত বা অসুস্থ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করেন তবে তাকে সমবেদনা জানাবেন। সম্ভব হলে পেরেশানী থেকে মুক্তির ওযিফাও বলে দিবেন অথবা রুহানী চিকিৎসা বিভাগের সাথে

যোগাযোগ করার পরামর্শ দিবেন, যদি তাড়া থাকে আপনার কথা সংক্ষিপ্ত করে দিন।

- ইনফিরাদি কৌশিশের মাঝখানে আপনার বিষয় থেকে সরে অন্য কোন বিষয়ে লেগে যাবেন না, যদি কেউ বিরক্ত করে তবে চুপ থাকবেন এবং ধৈর্যধারণ করে প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।
- কঠিন ও বিতর্কিত কোন মাসায়ালায় জড়াবেন না, দেশের রাজনীতি বিষয়ে কথাবার্তা এড়িয়ে চলবেন এবং অন্যান্য বিষয়ে আলোচনাও এড়িয়ে চলুন, مَعَاذَ الله যদি কেউ কুফরি বাক্যও বলে দেয় তবে তাকে দ্রুত বলে দিন অথবা মুফতি সাহেবের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিন। আর আমীরে আহলে সুন্নাতের লিখিত "কুফরিয়া কালিমাত কে বা'রে মে সাওয়াল জাওয়াব" পড়ার জন্য উৎসাহিত করুন।
- ইনফিরাদি কৌশিশের মাঝে এমন কোন প্রশ্নও করবেন না যার কারণে সম্মুখস্ত ব্যক্তি মিথ্যা বলে কবীরা গুনাহে পতিত হয়, আজকাল অকারণে মিথ্যা বলতে শুরু করে দেয় মানুষ এজন্য এই বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।
- নামাযের প্রতি উৎসাহও এভাবে দেবেন যেন সে যদি নামাযী হয় তখনো যেন তার খারাপ না লাগে আর যদি বেনামাযী হয় তখনও যেন বলে না দেয় যে, আমি বেনামাযী। আর তাকে তার এলাকার মসজিদে নামায আদায় করার অনুরোধ করুন যেখানে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজ চলমান রয়েছে।
- ইনফিরাদি কৌশিশের মধ্যে নেক আমলের প্রতি ধাবিত করতে গিয়ে নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনা করবেন। এবং আলোচনার মধ্যে নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করবেন:

www.dawateislami.net

- জীবনের উদ্দেশ্য ★ সময়ের গুরুত্ব ★ নামাযের ফযিলত ★ সুন্নাত ও আদব ★ খোদাভীতি ★ আখিরাতে চিন্তা ইত্যাদি।
- আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা ১০১ মাদানী ফুল এবং ১৬৩ মাদানী ফুল থেকে সুন্নাত ও আদব বলবেন।
- “আমি সংশোধন হতে চাই”, “পুর আসরার ভিখারী”, “জান্নাতী মহল ক্রয়” ইত্যাদি পুস্তিকা অথবা ইভেন্টস (Events) মোতাবেক পুস্তিকা পড়ার উৎসাহ দিবেন।
- কখনো কারো অনুগ্রহ নিবেন না যদি কেউ ওমরা বা হজ্বে বদল করতে বলে তো তাকে বলবেন ওই অর্থ যেন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী মারকাযে জমা করিয়ে দেয়, মাদানী মারবায যাকে চাইবেন পাঠাবেন।
- কখনো কারো সামনে নিজের কষ্ট ও অভাবের কথা বলবেন না বরং রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে নিজের ইস্তিগাসা তথা ফরিয়াদ জানাবেন।
- ইনফিরাদি কৌশিশের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব “ইনফিরাদি কৌশিশের সাথে ২৫টি ঘটনা” অধ্যয়ন করা অনেক উপকারী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬) সাপ্তাহিক ইজতিমা

টার্গেট: (প্রতিটি যেলি হালকায় (Sub units) অংশগ্রহণকারী কমপক্ষে যেন ৭জন ইসলামী ভাই হয়)

দরুদ শরীফের ফযিলত:

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যে আমার উপর একদিনে ৫০ বার দরুদে পাক পড়ে কিয়ামতের দিন আমি তার সাথে মুসাফাহা করবো (তথা হাত মিলাব)।(১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

“সাপ্তাহিক ইজতিমা” এই দ্বীনি কাজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

সাপ্তাহিক ইজতিমা দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীন কাজসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম দ্বীনি কাজ, প্রতিটি দরস ও বয়ানে সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহণের দাওয়াত দিবেন। ইজতিমার দিন (যদি ইজতিমা মাগরিবের নামাযের সময় হয তবে) আসরের নামাযের পর দাওয়াত দিয়ে ইসলামী ভাইদেরকে ইজতিমায় অংশগ্রহণ করাবেন, তাদেরকে সাপ্তাহিক ইজতিমায় আনার জন্য গাড়ি (বাস, ভ্যান এবং কার ইত্যাদি) ব্যবস্থা করবেন, সাপ্তাহিক ইজতিমার সিডিউল অনুযায়ী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (সিডিউল: তিলাওয়াতে কুরআন, নাত শরীফ, যিকির ও দোয়া, দরুদ ও সালাম, দ্বীনি হালকা, আসুন! কুরআন শিখুন এবং আসুন! কুরআন শোনায়, তাহাজ্জুদের নামায, ফজরের নামায, তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকা এবং ইশরাক ও চাশত পর্যন্ত) অংশগ্রহণ করা চেষ্টা করবেন।

---

(১). আল কুরবাতে ইলা রব্বিল আলামিন লি ইবনে বিশকওয়াল, পৃ: ৯০, হাদিস: ৯০।

সম্মিলিত ইবাদতের গুরুত্ব:

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মিনহাজুল আবেদীনে বলেন: মুসলমানদের সম্মিলিত ইবাদত দ্বারা দ্বীনের শক্তি বৃদ্ধি পায়। ইসলামের সৌন্দর্যতা প্রকাশ পায় এবং বিধর্মীরা মুসলমানদের সমাগম দেখে জ্বলে এবং জুমা ইত্যাদি দ্বীনি সমাবেশে আল্লাহ পাকের বরকত ও রহমত অবতীর্ণ হয়। সুতরাং একাকী থাকা ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হলো জুমা, জামাআত ও দ্বীনি সমাবেশে সাধারণ মুসলমানদের সাথে অংশগ্রহণ করা।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের ইজতিমাসমূহ ইসলামের একটি শান ও শওকতের বহিঃপ্রকাশই শুধু নয় বরং শরয়ী আহকাম শিখার একটি অনেক বড় একটি মাধ্যম আর ইজতিমার জন্য যদি কোন বিশেষ দিন নির্ধারণ করা হয় তবে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ওইদিন একত্রিত হওয়াও সম্ভব যেমন যখন মদীনায় ইসলামের পয়গাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল আর শহর ও গ্রাম থেকে লোকেরা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আসতে লাগল তখন হযরত মুসআব বিন উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কে প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে জুমার নামায প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে[২] যেন তিনি ওইদিন সমস্ত লোকদের একত্রিত করে সম্মিলিতভাবে ইসলামী বিধান শেখান। একইভাবে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ ও বৃহস্পতিবার দিন লোকদেরকে ওয়াজ ও নসীহতের জন্য নির্দিষ্ট রেখেছিলেন।[৩]

---

(১). মিনহাজুল আবেদীন (উর্দু), পৃ: ৪০।
(২). আল বেদায়া ওয়াল নেহায়া, ২/৫২৭।
(৩). বুখারী, ১/৪২, হাদিস: ৭০।

বৃহস্পতিবার ইজতিমা করার গুরুত্ব:

বুখারী শরীফে হযরত আবু ওয়ায়িল শাক্বীক্ব ইবনে আবি সালামা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হতে বর্ণিত, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ লোকদেরকে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ওয়াজ ও নসীহত করতেন। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন: হে আব্দুর রহমান! আমার ইচ্ছা যে আপনি প্রতিদিন ওয়াজ ও নসীহত করেন। তিনি বললেন: আমাকে এমনটি করা থেকে যেই জিনিসটা বাধা দিচ্ছে সেটি হলো আমি তোমাকে ক্লান্ত ও বিরক্তির মধ্যে পতিত করাটা অপছন্দ করছি আর আমি নসীহত করার ক্ষেত্রে তেমনটাই করছি যেমনটি হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের ক্লান্তিভাব ও বিরক্ত হওয়ার বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখতেন।[১]

এই হাদিসে পাকের ব্যাখ্যায় হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই স্থানে বলেন: হযরত ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বৃহস্পতিবারকে ওয়াজ (বয়ান) এর জন্য এজন্য মনোনীত করেছেন কারণ এই দিনটি হলো জুমার প্রতিবেশী, এটার বরকত জুমা পর্যন্ত পৌঁছবে।[২]

দাওয়াতে ইসলামীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিতব্য ইজতিমাসমূহ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه ওয়াজ ও নসীহতের এই ধারাবাহিকতাটি অব্যাহত রাখার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে বিশ্বব্যাপী হাজারো জায়গায় সাপ্তাহিক ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়াও অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত

(১). বুখারী, ১/৪২, হাদিস: ৭০।
(২). মিরাতুল মানাজীহ, ১/১৯৩।

www.dawateislami.net

সময়ে অনেক ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যেমন (১) ইজতিমায়ে মিলাদ (২) ইজতিমায়ে গাউসিয়া (৩) ইজতিমায়ে ইয়াউমে গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ (৪) ইজতিমায়ে ইয়াউমে রেযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ (৫) ইজতিমায়ে মেরাজ (৬) ইজতিমায়ে শবে বরাত (৭) ইজতিমায়ে শবে কদর ইত্যাদি।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর বাণী:

যখন আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজ শুরু হয় তখন প্রাথমিক পর্যায়ে সাংগঠনিক কাজ করার কোন বাহ্যিক কোন পদ্ধতি ছিল না, তখন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসায় ডুব দিয়ে নেকীর দাওয়াতের সর্বপ্রথম যেই দ্বীনি সফর শুরু করেছিলেন সেটা হলো সাপ্তাহিক ইজতিমা। তিনি বলেন:

- যেই ইসলামী ভাই সাপ্তাহিক ইজতিমার জন্য রাত কাটায় এবং সকালে ইশরাক ও চাশতের নফল আদায় করার পর সালাতু সালাম পড়ে ফিরে আসে সে হলো দাওয়াতে ইসলামীর খুশবু।
- যে সাপ্তাহিক ইজতিমায় ভালো ভালো নিয়তের সাথে আদব সহকারে, অযু অবস্থায়, গুরুত্ব সহকারে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে, তেল ও আতর লাগিয়ে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির মানসিকতা রেখে অংশগ্রহণ করে সে اِنۡ شَآءَ الله অবশ্যই রুহানিয়্যত পাবে।
- মাদানী মুযাকারা ও সাপ্তাহিক ইজতিমার মাঝে কোন প্রকার সাংগঠনিক কাজ করার অনুমতি নেই, প্রত্যেক যিম্মাদারের অংশগ্রহণ আবশ্যক।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সাপ্তাহিক ইজতিমার সাংগঠনিক উপকারিতা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দাওয়াতে ইসলামীতে সাপ্তাহিক ইজতিমাকে দ্বীনি কাজের পাওয়ারহাউজ (Powerhouse)ও বলা হয়ে থাকে কেননা এর দ্বারা যেলি হালকার (Sub unit) অন্যান্য দ্বীনি কাজের দৃঢ়তা অর্জন হয়। আসুন! কিছু সাংগঠনিক উপকারিতা লক্ষ্য করি।

- সাপ্তাহিক ইজতিমার দ্বীনি বরকতে যেলি হালকার ইসলামী ভাইদের মধ্যে দ্বীনি কাজ করার জন্য নতুন স্পৃহা সৃষ্টি হয়। যা দ্বারা অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি দাওয়াতে ইসলামীর উপর মানুষের সুধারণাও বেড়ে যায়।
- সাপ্তাহিক ইজতিমায় সাধারণ ইসলামী ভাইয়েরাও যিম্মাদার ইসলামী ভাইদের সাথে সাক্ষাত করে মাদানী কাফেলায় সফর করার মানসিকতাও পায় যার বরকতে নেক আমলের উপর আমলকারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।
- দ্বীনি কিতাব ও রিসালার পরিচিতি ও অধ্যয়নের মানসিকতা দিবেন যা দ্বারা দ্বীনি কিতাবাদি ও পুস্তিকার অধ্যয়নকারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।
- সাপ্তাহিক ইজতিমায় রাত অতিবাহিত করারও অসাধারণ সাংগঠনিক উপকারিতা অর্জিত হয়ে থাকে, যেমন রাত কাটানো ব্যক্তি একসাথে ইজতিমায় অংশগ্রহণ করে যা দ্বারা তার মধ্যে চারিত্রিক উন্নতি ঘটে।
- ইজতিমার পর রাত মসজিদে কাটানোর বরকতে শিখা/শিখানো, কুরআনে পাক নাজেরা শোনা/ শোনানোর নতুন নতুন ইসলামী ভাইয়ের উপর ইনফিরাদি কৌশিশ করে তাদেরকে দ্বীনি কাজের জন্য প্রস্তুত করার সুযোগ মিলে।

সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার বরকতে দ্বীনি পরিবেশ মিলে গেল:

এক ইসলামী ভাই মডার্ণ যুবকের মত জীবন অতিবাহিত করছিল, নিত্য নতুন ফ্যাশন করা, মা-বাবার অবাধ্যতা করে তাদের মনে কষ্ট দেওয়ার কারণ হওয়া, নামায ও অন্যান্য ফরযসমূহ ছেড়ে দেওয়া তার অভ্যাস ছিল। একবার তার সাথে তার এক আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাত হলো যিনি আগে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কথার মাঝখানে ওই আত্মীয় ইসলামী ভাইটি তাকে দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক অনুষ্ঠিতব্য সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত দিল যেটা সে খুশিমনে গ্রহণ করল। যখন সে সাপ্তাহিক ইজতিমায় খোদাভীতি ও ইশকে মুস্তফায় সিক্ত বয়ান শুনল এবং হৃদয়গ্রাহী দোয়াতে শরীক হলো তখন অনেক বেশি রুহানিয়্যত অনুভব করল এবং ইজতিমায় অংশগ্রহ করার ধারাবাহিকতা শুরু হলো। কিছুদিন পর ওই আত্মীয় ইসলামী ভাই তাকে মাদানী কাফেলায় সফর করার দাওয়াত দিল তো সে মাদানী কাফেলায় যাওয়ার দাওয়াতও গ্রহণ করল এবং তিনদিন মাদানী কাফেলায় সফরের জন্য রওনা হয়ে গেল। মাদানী কাফেলায় উপস্থিত আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শের বরকতে সে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ব্যতীত নফল আদায় ও ফরয উলুমের পাশাপাশি অনেক সুন্নাত ও আদব শিখার সুযোগও পেল। ইসলামী ভাইয়ের সুন্দর আচরণের বদৌলতে এই ইসলামী ভাই দাওয়াতে ইসলামীর আরও নিকটে চলে আসল এবং মাদানী কাফেলা থেকে ফিরে এসে মা-বাবার কদমে পড়ে নিজের অবাধ্যতার জন্য ক্ষমা চাইতে লাগল। মা-বাবা তার এই আশ্চর্যকর পরিবর্তন দেখে অবাক হলো আর তাকে ক্ষমা করে দিল।

www.dawateislami.net

যেহেতু মাদানী কাফেলায় ৬৩ দিনের মাদানী তরবিয়্যতি কোর্সের মানসিকতাও পেয়েছিল এজন্য তার মা-বাবার নিকট ওই কোর্সটি করার অনুমতি চাইল তো তার বাবাকে তাকে তরবিয়্যতি কোর্স করার অনুমতি দিয়ে দিল। মাদানী তরবিয়্যতি করার পর এই ইসলামী ভাই হালকা নিগরান হিসেবে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজে নিয়োজিত হয়ে গেল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

"সাপ্তাহিক ইজতিমার" দ্বীনি কাজের জন্য নির্দেশিকা:

- প্রত্যেকটি দেশে সেখানকার স্থানীয় (বেশি পরিচিত ও বোধগম্য সম্পন্ন) ভাষায় সাপ্তাহিক ইজতিমা হওয়া চাই যার মধ্যে নাত, বয়ান, দোয়া ও দ্বীনি হালকা ইত্যাদি সব স্থানীয় ভাষায় হবে।
- যেলি হালকায় সাপ্তাহিক ইজতিমার জন্য যেলি যিম্মাদারগণ প্রতিদিন ইনফিরাদি কৌশিশের সিডিউল বানাবেন। যাদেরকে গিয়ে দাওয়াত দেওয়া সম্ভব হবে না তাদের সাথে ইন্টারনেট কল/ ফোন কল/ ভিডিও অথবা টেক্স (Text Message) এর মাধ্যমে যোগাযোগ রাখবেন। যাদেরকে ভিডিও/ অডিও ম্যাসেজের মাধ্যমে দাওয়াত দিবেন তাদেরকে তাদের নামসহ ম্যাসেজ করবেন। রিপ্লাই না আসে তো দ্বিতীয়বার ম্যাসেজ অথবা কল করুন।
- যে আগে ইজতিমায় আসত আর এখন আসে না তার এবং নতুন নিয়তকারী ইসলামী ভাইদের নাম ও যোগাযোগ নাম্বার সংগ্রহ করে মোবাইল/ ডায়েরী/ সফটওয়ার ইত্যাদিতে সংরক্ষণ করে নিন, তাদের আলাদা আলাদা তালিকা করুন এবং মাঝে মাঝে দাওয়াতের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখুন এবং ইজতিমার একদিন আগে (যদি

www.dawateislami.net

আপনার এখানে ইজতিমা বৃহস্পতিবার রাতে হয় নতুবা বুধবার হলে বুধবার) মনে করিয়ে দিন এবং ইজতিমার দিন সাথে নিয়ে আসুন।

- প্রতিটি দরস (মসজিদ/ এরিয়া, খোলামেলা জায়গায়, দোকান, মার্কেট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, ঘর) এর পর সাপ্তাহিক ইজতিমার দাওয়াত দিবেন যদি শ্রবণকারী প্রতিদিন একই ইসলামী ভাই হয় তবে সাপ্তাহে ২ থেকে ৩বার দাওয়াত দিবেন। একইভাবে অন্যান্য দ্বীনি কাজ (মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান, আল্লাহর রাস্তায় একদিনের সফর/ অন্যান্য ভাষায় হালকা ও এলাকায়ে দাওরায়)ও সাপ্তাহিক ইজতিমার দাওয়াত দিবেন।
- যেখানে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট চলে ওখানে যানবাহন (বাস/ ভ্যান ইতাদি) সাপ্তাহিক ইজতিমায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। যেই জায়গায় গাড়ি রওনা করেছে সেটার নাম ও ঘড়ির টাইম বলে দিন যেমন মদীনা মসজিদ থেকে সন্ধ্যা: ৫: ৪৫ গাড়ি রওনা হবে, যাতে সমস্ত ইসলামী ভাই সময়মতো মাগরিবের নামায যেখানে ইজতিমা হয় সেই মসজিদে আদায় করবে।
- যারা নিজস্ব গাড়ি (অর্থাৎ কার ইত্যাদি) দিয়ে সফর করে তাদেরকেও বলবেন যে, তারা যেন একা না আসে বরং নিজের সাথে ৩, ৪জন ইসলামী ভাই নিয়ে আসে। যখন তারা সাপ্তাহিক ইজতিমায় নিয়মিতভাবে যাবে তখন তাদেরকেও নিজেদের গাড়ি করে ইজতিমায় নিয়ে আসার প্রতি উৎসাহিত করবেন।
- সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহণকারী ইসলামী ভাই মৌসুম অনুযায়ী চাদর নিয়ে আসবে, নতুবা কমপক্ষে ২টি চাদর রাখবে কেননা মসজিদে ঘুমানোর সময় একটি চাদর নিচে বিছাতে আরেকটি চাদর

উপরে গায়ে জড়ানোর জন্য কাজে লাগতে পারে। আর ঘুমানোর দোয়া, সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করে সুন্নাত অনুযায়ী ঘুমাবেন এবং নিজের জিনিসপত্র হেফাযত ও তাহাজ্জুদের সময় জাগ্রত করার জন্য যিম্মাদারও মনোনীত করবেন।

সাপ্তাহিক ইজতিমার ব্যবস্থাপত্রঃ

- প্রতিটি দেশে ওই দেশের স্থানীয় (বেশি প্রচলিত/ সহজে বুঝতে পারে এমন) ভাষায় সাপ্তাহিক ইজতিমা হওয়া চাই। যেটাতে নাত, বয়ান, দোয়া ও দ্বীনি হালকা ইত্যাদি সবকিছু স্থানীয় ভাষায় হবে।
- সাপ্তাহিক ইজতিমার জন্য কমপক্ষে তিনমাসের আগাম সিডিউল (তিলাওয়াত, নাত, বয়ান, যিকির ও দোয়া ইত্যাদি যিম্মাদার) বানাবেন। ইংরেজি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত পরের মাসের যিম্মাদারীর ব্যাপারে অবগত করবেন, এক সাপ্তাহ পূর্বে স্মরণ ও রিপ্লাই না আসা অবস্থায় ফোন কল করে সংবাদ নিশ্চিত করবেন।
- তিলাওয়াত সুন্দর কণ্ঠস্বরের অধিকারীকে দিবেন, যার মাখরাজ শুদ্ধ। নাত শরীফের দায়িত্বও তাকে দিবেন যার কণ্ঠ সুন্দর, কালাম আগে শুনে নিবেন যেন পংক্তির মধ্যে কোন ভুলত্রুটি না হয়, স্থানীয় ভাষায় নাত পড়া অবস্থায় কোন সহীহুল আকিদা আলীমে দ্বীনকে কালাম চেক করিয়ে নিবেন অথবা নাত খাঁনকে কিছু কালাম বলে দিবেন যাতে সে নিজের মর্জিতে কালাম পড়তে পারে।
- মুবাল্লিগের জন্য বড় যিম্মাদারী থাকা শর্ত নয় বরং যে ভালো বয়ান করতে পারে তাকে বয়ান দিবেন।

www.dawateislami.net

নোট: প্রত্যেক মুবাল্লিগ ইন্টারন্যাশনাল অফিস ডিপার্টমেন্ট এর পক্ষ থেকে আসা লিখিত বয়ানটি সাপ্তাহিক ইজতিমায় করা শর্ত।

সাপ্তাহিক ইজতিমার ব্যবস্থাপনা বিভাগ:

- সাপ্তাহিক ইজতিমার সমস্ত কার্যাদি পরিচালনার জন্য ৩ থেকে ৫জন সদস্য বিশিষ্ট মজলিস থাকবে যেটার দায়িত্বে নিচে দেওয়া কার্যাদি বন্টন করা হবে, বড় শহরসমূহে ইজতিমার ব্যবস্থা করার জন্য প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা মজলিসও বানানো যেতে পারে।

(১) জাদুওয়াল ও সময়ের সীমাবদ্ধতা: সাপ্তাহিক ইজতিমার সিডিউল (তিলাওয়াত, নাত ও বয়ান ইত্যাদি) বানিয়ে সংশিষ্ট যিম্মাদারকে ৭দিন আগে অবগত এবং একদিন পূর্বে মনে করিয়ে দিবেন।

(২) সাউন্ড: যথাযথ স্পিকার ও সাউন্ডের ব্যবস্থা করা।

(৩) লাইট: পার্কিং, ইজতিমা স্থল ও পাশ্ববর্তী রাস্তা, অযুখানা ও শৌচাগার এবং শৌচাগারে আলো এবং গরমের দিনে ফ্যান (Fans) এর ব্যবস্থা করা, অপ্রয়োজনীয় লাইট, ফ্যান ইত্যাদি অন থাকলে সেগুলো অফ করা।

(৪) অযুখানা ও ইস্তিঞ্জাখানা: অযুখানা ও ইস্তিঞ্জাখানায় পানির ব্যবস্থা করা, ইজতিমার পূর্বে এবং পরে অযুখানা ও ইস্তিঞ্জাখানার পরিচ্ছন্নতা এবং এগুলো ছাড়াও অন্যান্য জিনিসগুলোর সুন্দর ব্যবস্থা করা।

(৫) পরিচ্ছন্নতা: ইজতিমা স্থল, মসজিদ ও মসজিদের চারপাশের পরিচ্ছন্নতা খুব খেয়াল রাখা, চাদর ও মাদুড় ইত্যাদির ব্যবস্থার সাথে বিছানা, ইজতিমার শেষে চাদর, বালিশ ইত্যাদি গুছিয়ে নিয়ে এবং অন্যান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ রাখা।

(৬) স্বেচ্ছাসেবক: এদিক সেদিক ঘুরাঘুরি করা লোকদের অত্যন্ত আন্তরিকতা ও ভালোবাসা দিয়ে ইজতিমার প্রোগ্রামগুলোকে অংশগ্রহণের জন্য বসিয়ে দেওয়া, রাত অতিবাহিতকারী সদস্যদের জিনিসপত্র হেফাযত করা এবং দ্রুত ঘুমিয়ে যেতে এবং তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য জাগ্রত করার জন্য সেটিং করা ইত্যাদি।

(৭) পান করার পানির ব্যবস্থা করা: প্রয়োজন অনুযায়ী পান করার পানি উপযুক্ত স্থানে ব্যবস্থা করা।

(৮) মাকতাবাতুল মদীনা: মাকতাবাতুল মদীনার কিতাবাদি ও পুস্তিকাসমূহের স্টলের ব্যবস্থা করা। যিকির এবং দোয়ার আগে এটার ঘোষণা করানো।

(৯) লঙ্গরে রযবীয়া: ইজতিমার জন্য লঙ্গরে রযবীয়া অর্থাৎ খাবার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

(১০) পার্কিং: গাড়ি রাখার উপযুক্ত পার্কিয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা।

(১১) জুতা রাখার স্থান: জুতা রাখার স্থান বানাবে যেন জুতা চুরী হওয়া এবং এদিক সেদিক হওয়া থেকে নিরাপদ থাকে।

(১২) বিভাগীয় স্টল: বিভিন্ন বিভাগ (যেমন আমল সংশোধনী বিভাগ, মাদানী কাফেলা, ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্ট এবং লঙ্গরে রযবীয়া ইত্যাদির) জন্য উপযুক্ত স্থানে স্টল বসানো।

(১৩) স্পেশাল পারসন: বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য আলাদা স্থান নির্দিষ্ট করে ইশারার ভাষায় বয়ান বুঝানো।

সাপ্তাহিক ইজতিমার সিডিউল:

❁ সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সিডিউলের ৩টি পর্ব: প্রথম পর্ব হলো তিলাওয়াত থেকে সালাত ও সালাম (সময়: ৯২ মিনিট)। দ্বিতীয় পর্ব হলো শিখা ও শিখানোর দ্বীনি হালকা, সাক্ষাত ইনফিরাদি কৌশিশ থেকে শুরু করে আরামের বিরতি এবং তৃতীয় পর্ব হলো তাহাজ্জুদ থেকে শুরু করে ইশরাক ও চাশত।

প্রথম সেশন: (সময় ৯২ মিনিট)

সময়ের মধ্যে কম-বেশির জন্য কন্টিনেন্ট নিগরান (Sub-Continent) এর সাথে পরামর্শ করবেন।

(১) তিলাওয়াত সাথে নিয়ত: (৭ মিনিট) তিন আয়াত অথবা মাগরিবের ইজতিমার পর হয়তো সূরা মূলকের তিলাওয়াত করবেন।

(২) নাত সাথে নিয়ত: (৮ মিনিট) নির্ভরযোগ্য কালাম যেন হয়, যদি স্থানীয় ভাষায় পড়তে চায় তবে কোন সহীহুল আকিদা সম্পন্ন সুন্নী আলিমের দ্বারা চেক করিয়ে নিবে।

(৩) সুন্নাতে ভরা বয়ান (৫০ মিনিট) মুবাল্লিগকে ইন্টারন্যাশনাল অফিস ডিপার্টমেন্ট থেকে দেওয়া লিখিত বয়ান দেখে দেখে করার তাকিদ দিবেন।

(৪) ৬ দরুদে পাক, ২টি দোয়া ও ঘোষণাসমূহ (১০ মিনিট) যেই মুবাল্লিগের বয়ান থাকবে সে ৬ দরুদে পাক, ২টি দোয়া ও ঘোষণাসমূহ সে-ই করাবে।

(৫) যিকরুল্লাহ (৭ মিনিট) প্রথমটি, দ্বিতীয়টি ১১বার, ১১বার দরুদে পাক, এরপর ধারাবাহিক لَا اِلٰهَ اِلَّا الله, اِلَّا الله, الله الله, এবং اَللهُ هُو যিকির করবেন।

(৬) সালাতু সালাম, মজলিসের শেষের দোয়া (১০ মিনিট) দোয়া করানো ব্যক্তি দোয়ার আদব সম্পর্কে যেন অবগত থাকে, এটার জন্য "দোয়ার আদব" কিতাবটি অধ্যয়ন করা উপকারী হবে।

সম্ভব হলে সালাত ও সালাম এবং দোয়ার পর দ্রুত মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান চালু করা, এটা এশার আযানের পর হবে, যাতে এশার নামায আদায়কারীদের সমস্যা না হয়। এশার আযান এবং জামাআতে এশার নামায আদায় করা।

দ্বিতীয় সেশনঃ

(১) দ্বীনি হালকা (১৫ মিনিট) মাদানী মারকায থেকে দেওয়া লিখিত বিষয়াদি দেখে দ্বীনি হালকা লাগাবেন। যার শেষে সম্মিলিতভাবে ৭২ নেক আমলের রিসালা দ্বারা আমলের পর্যবেক্ষণ করবেন।

(২) দ্বীনি হালকার পর কম-বেশি ৪১ মিনিট পর্যন্ত সাক্ষাত ও ইনফিরাদি কৌশিশ এবং বিরতি (খাবার) ইত্যাদি চলমান থাকবে, এরপর আরামের বিরতি।

তৃতীয় সেশনঃ (সময়ঃ তাহাজ্জুদ থেকে ইশরাক চাশত)

(১) তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য জাগ্রত করা (৭ মিনিট) দায়িত্বপ্রাপ্ত ইসলামী ভাই সুবহে সাদিক থেকে প্রায় ১৯ মিনিট পূর্বে ইসলামী ভাইদেরকে জাগিয়ে তুলবে।

(২) মুনাজাতঃ (৫ মিনিট) একাকী অথবা জামাআত সহকারে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করার পর মুনাজাত এবং দোয়া করবেন।

(৩) যিকির ও আযকারের বিরতি (১২ মিনিট) শাজারা শরীফের ওয়াযিফা ও দোয়া এবং কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করবেন।

(৪) ফজরের আযানের পর ইসলামী ভাইয়েরা পদ্ধতি অনুযায়ী কল অথবা ঘরে গিয়ে "ফজরের নামাযের জন্য জাগ্রত করা" এবং জামাআত সহকারে ফজরের নামায আদায় করা।

(৫) বয়ান (১২ মিনিট) নামাযের পর ঘোষণা এবং আগে থেকে নির্ধারিত সিডিউল অনুযায়ী বয়ান করা।

(৬) শাজারায়ে আলীয়া (কাব্যিক)

(৭) ইশরাক ও চাশতের নফল পড়ার পর দরুদ ও সালামের মাধ্যমে ইজতিমা শেষ হবে। দেওয়ার

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৭) সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা

টার্গেট: (শহরে কমপক্ষে একটি স্থান, অংশগ্রহণকারী কমপক্ষে যেন ৮জন ইসলামী ভাই)

দরুদ শরীফের ফযিলত:

একবার খলিফা হারূনুর রশিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অসুস্থ হলেন, অনেক চিকিৎসা করালেন কিন্তু আরোগ্য নসীব হলো না, এই অবস্থায় ছয়মাস কেটে গেল। একদিন তিনি জানতে পারলেন যে, হযরত শায়খ শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার মহলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছেন, তখন তিনি তার কাছে আসার জন্য অনুরোধ করলেন। যখন তিনি তাশরিফ আনলেন তখন তাকে দেখে বললেন: চিন্তা করবেন না আল্লাহ পাকের রহমতে আজই সুস্থতা আসবে। তিনি দরুদে পাক পাঠ করে শরীরের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন তো তিনি তখনই সুস্থ হয়ে গেলেন।[১]

হার দরদ কী দাওয়া সালে আলা মুহাম্মদ
তাবীযে হার বালা হ্যা সালে আলা মুহাম্মদ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

"সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা" এর দ্বীনি কাজের পরিচিতি:

সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা প্রত্যেক সপ্তাহ (Saturday) করাচী থেকে মাদানী চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রসারিত হয়, এতে আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রশ্নের

(১). রাহাতুল কুলুব, পৃ: ৫০।

www.dawateislami.net

উত্তর দিয়ে থাকেন। যেলি হালকার ইসলামী ভাই প্রত্যেক সপ্তাহে নিজের শহরে একত্রিত হয়ে সরাসরি মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করুন। যেসব দেশের সময়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তারা পরের দিন পুনঃসম্প্রচারিত পর্ব (Repeat) অথবা সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা ডাউনলোড করে দেখাবেন। সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারায় যদি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর আগমন থেকে শুরু করে কমপক্ষে একঘন্টা বার মিনিট অংশগ্রহণ করলে তো দ্বীনি কাজ হিসেবে গণ্য করা হবে। যাদের জন্য সম্মিলিতভাবে মাদানী মুযাকারা দেখা সম্ভব হয় না তারা একাকী অংশগ্রহণ করবে, কোনভাবেই হাতছাড়া হতে দিবেন না। যেখানে উর্দু বুঝে এরকম লোক থাকে না সেখানে Dubbed মাদানী মুযাকারা দেখা যেতে পারে অথবা Dubbed এর ব্যবস্থা করবেন।

ইলমে দ্বীন শিখার হুকুমঃ

আল্লাহ পাকের বাণী:

فَسْـَٔلُوْۤا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۴۳﴾

(পারা: ১৪, সূরা: নাহল, আয়াত: ৪৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ সুতরাং হে লোকেরা! জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো যদি জ্ঞান না থাকে।

এই আয়াতে মুবারাকার ব্যাখ্যায় তাফসীরে সিরাতুল জিনানে বলা হয়েছে যে, এই আয়াতে যারা জানে না তাদেরকে যারা জানে তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করার হুকুম দেওয়া হয়েছে কেননা অজ্ঞদের জন্য এটা ব্যতীত আর কোন উপায় নেই যে, তারা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করবে এবং মূর্খতার রোগের চিকিৎসাও করবে যে, আলিমদের

নিকট জানার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করবে এবং সেই অনুযায়ী আমল করবে এবং যে নিজের রোগের চিকিৎসা করবে না তো দুনিয়া ও আখিরাতে তার অনেক ক্ষতিসাধন হবে।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় ওলামায়ে কেরামের সংস্পর্শে মূর্খতা দূর হয়, শুধু এটাই নয় বরং এটি দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টিতে বরকতের কারণ। আসুন! ওলামায়ে কেরামের সংস্পর্শেও উপকারিতা লক্ষ্য করি।

আলিমের সংস্পর্শের উপকারিতা:

আলিমের সংস্পর্শে থাকার কমপক্ষে সাতটি উপকারিতা রয়েছে, ইলম অর্জন করুক বা না করুক:

(১) ওই ব্যক্তিকে তালিবে ইলম তথা ধর্মীয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণ্য করা হয় এবং সেটার সাওয়াব পায়।

(২) যতক্ষণ পর্যন্ত ওই মজলিসে বসে থাকবে গুনাহ থেকে নিরাপদে থাকবে।

(৩) যখন সে তার ঘর থেকে জ্ঞান অর্জন করার নিয়তে বের হয় তখন প্রতিটি কদমের বিনিময়ে নেকী পায়।

(৪) জ্ঞানের মজলিসে আল্লাহ পাকের রহমত অবতীর্ণ হয়ে থাকে যেটাতে সেও যুক্ত হয়ে যায়।

(৫) সে ইলমের আলোচনা শ্রবণ করে যেটা একটি ইবাদত।

(৬) ওখানে যখন কঠিন মাসআলা শুনে যেটা সে বুঝতে পারে না আর তার হৃদয় চিন্তিত হয় তখন আল্লাহ পাকের নিকট মুনকাসারুল কুলুব (অর্থাৎ অসহায় ও হৃদয়ভাঙ্গ ব্যক্তিদের) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

---

(১). তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা: ১৭, সূরা: আম্বিয়া, আয়াতের ব্যাখ্যা: ৭, ৬/২৮৭।

(৭) তার হৃদয়ে ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব ও সম্মান এবং মূর্খতার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়।[১]

হযরত আল্লামা বুরহান উদ্দীন যারনুজী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: ইলম তো ওটাই যেটা জ্ঞান (অর্থাৎ আকাবিরে ওলামায়ে কেরাম) এর মুখ থেকে শুনে অর্জন করা হয়েছে কেননা ওই ইলম তাদের জীবনের পুঁজী হয়ে থাকে, এটা এভাবে বলব যে, যা কিছু শুনবেন তা থেকে ভালো ও উত্তম বিষয়াদি সংরক্ষণ করে নেন। অতএব তাদের মুখ থেকে নির্গত হওয়া প্রতিটি কথা উত্তম ও ভালো হয়ে থাকে।[২]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিত যে, বুযুর্গদের সংস্পর্শ ও সাক্ষাতের বরকত অর্জন করা। কেননা মানুষের ব্যক্তিত্ব ও তার চরিত্র এবং আদর্শের উপর সংস্পর্শের গভীর একটি প্রভাব পড়ে থাকে। সুতরাং আল্লাহ ওয়ালাদের সংস্পর্শ দ্বারা চরিত্র, ঈমানের দৃঢ়তা ও মারিফাতে ইলাহীর মতো উচ্চ বৈশিষ্ট্য এবং মন্দ চরিত্র থেকে মুক্তি মিলে।

এটাই কারণ যে, আমাদের বুযুর্গানে কেরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ সর্বদা মাশায়িখে কেরামের মলফুযাত অর্থাৎ তাদের কথা ও উপদেশের মাদানী ফুলকে খুবই মনযোগ সহকারে শোনার শিক্ষা দিতেন।

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: اَلۡبَرَكَةُ مَعَ اَكَابِرِكُمۡ অর্থাৎ বরকত তোমাদের আকাবির তথা মুরব্বিদের সাথেই (রয়েছে)।[৩]

এই হাদিসে পাকের ব্যাখ্যায় হযরত ইমাম আব্দুর রউফ মুনাভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: এই হাদিসে পাকে বিভিন্ন বিষয়াদি ও প্রয়োজনীয়তার

(১). তাফসীরে কবীর, পারা: ১, সূরা বাকারা, আয়াতের পাদটীকা: ৩১, ১/৪০৩।
(২). তা'লিমুল মুয়াল্লিম তরিকুল মুয়াল্লিম, পৃ: ১০৭।
(৩). মু'জামু আউসাত, ৬/৩৪২, হাদিস: ৮৯৯১।

www.dawateislami.net

দিক দিয়ে বড়দের দিকে মনযোগী হওয়ার বরকত অর্জনের দিকে উৎসাহিত করা হয়েছে। মুরব্বি দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে. আরও বিস্তারিতভাবে বলতে গিয়ে বলেন যে, মুরুব্বি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বয়স্ক ব্যক্তিবর্গরা কেননা তাদের পাশে বসে তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা উপকার অর্জন করা যায় অথবা ওলামায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام উদ্দেশ্য হ্যাঁ কম বয়সী হলেও কেননা আল্লাহ পাক তাদেরকে ইলমের আযমত দান করেছেন। সুতরাং তাদেরকে সম্মান করাও সকলের উপর আবশ্যক।(১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিত আমরা যেন ওলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখে ইযামের খুব বেশি আদব ও সম্মান রক্ষা করি। যখন তাদের দরবারে উপস্থিত হবেন তখন তাদের দরবারে উপস্থিতির আদবের দিকেও খেয়াল রাখবেন যেন তাদের সংস্পর্শের খুব বেশি বেশি বরকত অর্জন করা যেতে পারে।

আল্লাহ ওয়ালাদের দরবারে হাজিরি দেওয়ার আদব:

হযরত শায়খ শিহাব উদ্দীন সোহরাওয়ার্দী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: শায়খের খেদমতে উপস্থিত হওয়ার সময় মুরীদের উদাহরণ হলো এমনই যেমনটি কোন ব্যক্তি সমুদ্রের পাশে বসে বসে রিযিকের জন্য অপেক্ষা করছে অর্থাৎ সে শায়খের আওয়াজের দিকে কান লাগিয়ে রাখবে আর শায়খের কথাবার্তার মাধ্যমে নিজের রুহানী রিযিকের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে, এইভাবে তার প্রকৃতি ও হক সন্ধানের স্থান মযবুত হয় এবং সে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের উপযুক্ত সাব্যস্ত হয়।(২)

---

(১). ফয়যুল কদীর, ৩/২৮৭, হাদিসের পাদটীকা: ৩২০৫।
(২). আওরাফিল মাআরিফ, পৃ: ২৩৬।

www.dawateislami.net

যদি মাশায়েখের কথা বুঝে না আসে তারপরও তাঁদের খেদমতে উপস্থিত হওয়া ছেড়ে না দেওয়া কেননা বুযুর্গানে কেরাম رَحۡمَةُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ বলেন: আল্লাহ ওয়ালাদের খেদমত করতে থাকো আর তাঁদের সাথে উঠাবসা করা ব্যক্তিদের কাছ থেকে ফয়েয অর্জন করতে থাকো, হ্যাঁ যদিওবা এক্ষেত্রে আপনাকে অপমান ও অপবাদের সম্মুখীন হতে হোক না কেন। এজন্য যে (কাল কিয়ামতের দিন) যখন জিজ্ঞাসা করা হবে আপনি কে? তখন বলা যাবে যে, আমি আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে উঠা-বসা করা ব্যক্তি এবং তাদের বন্ধু। আর যদি কখনো আপনার তাদের কথা বুঝে না আসে তবে তারা যা-ই বলে ব্যস মাথা পেতে নিন যাতে কাল কিয়ামতের দিন বলা যায় যে, আমি আল্লাহ ওয়ালাদের কথা শুনে গর্দান ঝুকিয়ে দেয়া মানুষ ছিলাম। যদিওবা আপনি সত্যিকার অপরাধী হয়ে থাকেন তারপরও এই কারণে আশা করা যেতে পারে যে, আপনার নাজাতের পাথেয় হয়ে যাবে।[১]

প্রতীয়মান হলো উত্তম চরিত্র, নফসের সংশোধন, আকিদা ও ঈমানের দৃঢ়তার মতো বৈশিষ্ট্য যা শুধুমাত্র অধ্যয়ন করে অথবা বড় বড় কিতাব অনুশীলন করার দ্বারা অর্জিত হয় না বরং কারো অনুসরণ করা ও সংস্পর্শের কারণে অর্জন হয়ে থাকে। আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর মাদানী মুযাকারা প্রসঙ্গে আরও কিছু উপকারী তথ্য জেনে নিই।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর মাদানী মুযাকারা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ বর্তমান যুগের

(১). নাফহাতুল উনস, (ফার্সি), আবু আলী আশ শাভী আল মারযী, পৃ: ২৯৪।

www.dawateislami.net

ওই মহান ব্যক্তিত্ব যাঁর বিশেষ পদ্ধতিতে সুন্নাতে ভরা বয়ানা ও ইলম ও হিকমতে পরিপূর্ণ মাদানী মুযাকারা লাখো মুসলমানের হৃদয়ে পরিবর্তন এনে দিয়েছে। তাঁর ইলমী ব্যক্তিত্বের উপকার অর্জন করতে গিয়ে অনেক যিম্মাদার ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন এবং বিভিন্ন বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত আশিকানে রাসূল সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে থাকে আর তিনি তাঁদেরকে হিকমতসম্পন্ন ইশকে রাসূলে ডুবন্ত উত্তর প্রদান করে ধন্য করেন, সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারার ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে মাদানী মুযাকারার ব্যবস্থা হয়ে থাকে যেমন রবিউল আউয়ালে ১ তারিখ থেকে শুরু করে ১২ তারিখ পর্যন্ত, রজবুল মুরাজ্জবের শুরুর দিনসমূহে, রমযানুল মুবারকের পুরো মাসে এবং মুহররম শরীফে আশুরা অর্থাৎ ১০ মুহররম শরীফ পর্যন্ত মাদানী মুযাকারা হয়ে থাকে।

মাদানী চ্যানেল ব্যতীত মাদানী মুযাকারা দেখার, শোনার ও লিখিত অবস্থায় অর্জন করার জন্য নিচে উল্লেখিত মাধ্যমগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন:

- দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.ilyasqadri.com থেকে download করতে পারবেন।
- দাওয়াতে ইসলামীর আইটি বিভাগের পক্ষ থেকে প্রকাশিত মাদানী চ্যানেল এপ্লিক্যাশনের মাধ্যমেও মাদানী মুযাকারার ফয়েয ও বরকত অর্জন করতে পারবেন। মাদানী চ্যানেলের এপ্লিক্যাশন দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন।

সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারার উপকারিতা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় সমাজে দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পাওয়া মন্দ বিষয়াদি থেকে বাঁচানোর জন্যে সম্মিলিতভাবে মাদানী মুযাকারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। যদি সম্মিলিত মাদানী মুযাকারাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেন তবে এর দ্বারা যেখানে সমাজের মন্দ বিষয়াদি দূরীভূত হবে সেভাবে ইলমে দ্বীনের ফয়যানও ছড়িয়ে পড়বে। আরও অসংখ্য দ্বীনি, দুনিয়াবী এবং সাংগঠনিক উপকারিতাও অর্জিত হবে। যেমন:

- সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারার বরকতে আকিদা ও আমলের পরিশুদ্ধতা এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সংশোধান হয়ে থাকে এবং শরয়ী, চিকিৎসা, ঐতিহাসিক ও সাংগঠনিক বিষয়ে অনেক তথ্যও জানা যায় বরং আরও ইলমে দ্বীন অর্জন করার স্পৃহাও সৃষ্টি হয়।
- মাদানী মুযাকারা আল্লাহ পাকের ভালোবাসা ও ইশকে রাসূলের অসাধারণ দৌলত অর্জন করারও মাধ্যম।
- মাদানী মুযাকারার বরকতে একাকী ইবাদত করার এবং ফরয ও ওয়াজিবসমূহ আদায়ের মানসিকতা হয়ে থাকে। এবং মাতা-পিতা, আত্মীয় এবং প্রতিবেশীদের হক আদায় করার, লেনদেনের বিষয়াদি এবং ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপারেও অনেক কিছু জানা হয়।
- মাদানী মুযাকারায় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারার কথা বর্ণনা করেন, যাঁর বরকতে তাঁর তাকওয়া, উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি দরদ এবং মলফুযাত থেকে ওইসব বিষয়াদি পাওয়া যায় যা কিতাবাদি পড়ে অর্জন করা যায় না।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাণী:

(১) মাদানী মুযাকারায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করবেন, আমি সেটাতে জীবনের সারমর্ম ও সারসংক্ষেপ বর্ণনা করি।

(২) মাদানী মুযাকারার মধ্যে সফলতা জীবন কাটানোর জন্য পদ্ধতি বলা হয়। সুতরাং মাদানী মুযাকারার গুরুত্ব ও তাৎপর্য মাথায় রেখেও অংশগ্রহণ করুন এবং অপর ইসলামী ভাইদেরকেও উৎসাহিত করুন।

(৩) ইলমে দ্বীন শিখার জন্য আল্লাহ পাকের নেককার বান্দা ও ওলামায়ে কেরামের সংস্পর্শ খুবই জরুরী যা সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে।

(৪) সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারায় নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করার দ্বারা যেমনিভাবে পীর ও মুর্শিদ এবং আল্লাহ ওয়ালাদের প্রতি ভালোবাসা, মাদানী মারকাযের আনুগত্য ও সাংগঠনিক নিয়মের অনুসরণের মানসিকতা হয়, তেমনিভাবে দ্বীনি কাজ করার স্পৃহাও বৃদ্ধি পায়।

আসুন! মাদানী মুযাকারা দেখার ভালোবাসা বৃদ্ধি করার জন্য এক আশিকে মাদানী মুযাকারার ঘটনা লক্ষ্য করুন।

আশিকে মাদানী মুযাকারা:

আল মদীনাতুল ইলমিয়া বিভাগের রুকনের বর্ণনা: যখন মাহবুবে আত্তার ও রুকন, মারকাযী মজলিসে শূরা, হাজ্বী আবু জুনাইদ যমযম রেযা আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অসুস্থ ছিলেন তখন অনেকবার ফোনে (Phone) কথা হলো তো তিনি বললেন: দোয়া করুন যেন সুস্থ হয়ে যাই, আমি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণের জন্য পৌঁছতে পারি, অনেকবার তো তিনি স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার পরও যমযম নগর

হায়দারাবাদ থেকে সফর (Travel) করে করে বাবুল মদীনা করাচী মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করতেন। তার আত্মীয়দের বর্ণনা কিছুটা এরকম ছিল যে, অনেকবার এমন হয়েছে যে, আমি মাহবুবে আত্তার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য তার ঘরে গেলাম তো তাকে দো'জানু হয়ে বসে হাত বেঁধে মাদানী চ্যানেলে মাদানী মুযাকারা দেখা অবস্থায় দেখলাম, মোটকথা তখনও তাঁর স্বভাব ছিল যে, তিনি যেন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দরবারে উপস্থিত আছেন।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দ্বীনি কাজের জন্য নির্দেশিকা:

(১) যেলি হালকায় (Sub-Unit) যেলি পর্যায়ের সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা ইজতিমা রাখা, যদি যেলি পর্যায়ে সম্ভব না হয় তবে কিছু যেলি হালকা মিলিয়ে মাদানী মুযাকারা ইজতিমা করবেন অথবা শহরে পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য মাদানী মুযাকারার জন্য স্থান নির্ধারণ করা উচিত।

(২) মাদানী মুযাকারা ইজতিমার ব্যবস্থাপত্র (TV/led, ডিস/ইন্টারনেট কানেকশন/ লাইট, সাউন্ড, চাদর বিছানো, পান করার পানি, পার্কিং ইত্যাদি) ইজতিমা শুরু হওয়ার আগে পূর্ণ করবেন এবং ইজতিমা শেষে বিক্ষিপ্ত জিনিসগুলো এবং পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির ব্যবস্থাও করবেন।

(৩) যেলি মুশাওয়ারাত প্রতিদিন মাদানী মুযাকারা দেখার এবং ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার দাওয়াতের জন্য ইনফিরাদি কৌশিশ করবেন। যাদেরকে গিয়ে দাওয়াত দেওয়া সম্ভব হবে না তাদের সাথে

(১). মাহবুবে আত্তার কী ১২২ হিকায়াত, পৃ: ৩৩।

ইন্টারনেট কল/ ফোন কল/ অডিও/ ভিডিও অথবা টেক্স ম্যাসেজের মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন। রিপ্লাই না আসা অবস্থায় দ্বিতীয়বার ম্যাসেজ অথবা কল করবেন।

(৪) দরস মসজিদ, এরিয়া (খোলামেলা জায়গা, দোকান, মার্কেট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস ইত্যাদি)/ ঘর দরসের পর প্রতিদিন সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারার দাওয়াত দিবেন, মোটকথা যদি প্রতিদিন শ্রবণকারী একই ইসলামী ভাই হয় তবে সাপ্তাহে ২ থেকে ৩বার দাওয়াত দিবেন। একইভাবে অন্যান্য দ্বীনি কাজ (মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান (Adult), একদিন আল্লাহর রাস্তায়/ অন্যান্য ভাষায় হালকা/ এলাকায়ী দাওরা) ইত্যাদিতেও মাদানী মুযাকারার দাওয়াত দিবেন।

(৫) সমস্ত নিগরান ও যিম্মাদারগণ, দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত সমস্ত ইসলামী ভাইসহ অন্যান্য লোকেরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর আগমন থেকে কমপক্ষে এক ঘন্টা ১২ মিনিট মাদানী চ্যানেলে অথবা যার জন্য যেভাবে সুবিধা (যেমন ডিস/ ক্যাবল/ ইন্টারনেট ইত্যাদির) ব্যবস্থা থাকলে অথবা একাকী মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করবে।

(৬) ইসলামী বোনেরা নিজের ঘরে একাকী মাদানী মুযাকারা দেখবে।

(৭) যেসব দেশের সময়সূচীর মধ্যে পাকিস্তানের সময় হিসেবে একটু ব্যতিক্রম রয়েছে, যদি সরাসরি মাদানী মুযাকারা অংশগ্রহণ করা সম্ভব না হয় তবে রবিবার Repeat মাদানী মুযাকারা দেখবেন। যেখানে এটাও সম্ভব নয় তারা সোমবার ইন্টারনেটের লিংকের মাধ্যমে অথবা ওই সাপ্তাহের মাদানী মুযাকারার ওয়েব সাইট www.dawateislami.net

www.dawateislami.net

থেকে ডাউনলোড করে সম্মিলিতভাবে দেখা ও দেখানোর ব্যবস্থা করবেন।

(৮) যেখানে উর্দু ভাষা বুঝে এরকম লোক থাকে না সেখানে ৩০ মিনিট স্থানীয় ভাষায় (Dubbed) মাদানী মুযাকারা চালাবেন। যদি এটাও সম্ভব না হয় তবে স্থানী ভাষায় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর অনুবাদকৃত কিতাব ও রিসালা (যেগুলো থেকে দরস দেওয়ার অনুমতি রয়েছে) অথবা ফয়যানে মদীনার অধ্যায়সমূহ থেকে দরস দিবেন যেটার সময়সীমা হবে ৩০ মিনিট।

(৯) মসজিদ বা ফিনায়ে মসজিদে মাদানী মুযাকারা চালাবেন না বরং মসজিদের বাহিরে/ জামেয়াতুল মদীনা অথবা মাদরাসাতুল মদীনার বিল্ডিংয়ে অথবা কোন ইসলামী ভাইয়ের ঘরের বৈঠকখানা অথবা দোকানে বসে দেখা যাতে পারে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❁❁❁ صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৮) একদিন আল্লাহ রাস্তায়/ অন্যান্য ভাষায় হালকা

টার্গেট: (প্রত্যেক স্থানে কমপক্ষে ৪জন ইসলামী ভাই)

দরুদ শরীফের ফযিলত:

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হতে বর্ণিত, আল্লাহ পাক জান্নাতে একটি বৃক্ষ সৃষ্টি করলেন যার ফল আপেলের চেয়ে বড়, আনারের চেয়ে ছোট, মাখনের চেয়েও নরম, মধুর চেয়েও মিষ্টি এবং মুশকের চেয়েও বেশি সুগন্ধিময়, ওই বৃক্ষের শাখাগুলো মণিমুক্তার, কাণ্ড হলো স্বর্ণেও আর পাতা হলো জবরযদের, এটার ফল সেই ব্যক্তিই খেতে পারবে যে রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করবে।[১]

وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنّت کا ہم مُفلِس کیا مول چُکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے

ওহ তো নিহায়াত সস্তা সওদা বেঁচ রেহে হ্যা জান্নাত কা
হাম মুফলিস কিয়া মোল চুকায়ে আপনা হাত হী খালি[২]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

‘একদিন আল্লাহর রাস্তায়/ অন্যান্য ভাষায় হালকা’ এই দ্বীনি কাজের পরিচিতি:

একদিন আল্লাহর রাস্তায় যেলি হালকা (Sub unit) এর জন্য নির্ধারণ করা জায়গা (গ্রাম বা শহর এলাকা যেখানে দ্বীনি কাজ কম হয়

---

(১). আল হাভী লিল ফতোওয়া লিস সুয়ূতী, পৃ: ৪৮।
(২). হাদায়িকে বখশীশ, পৃ: ১৮৬।

অথবা নতুন নতুন শুরু হয়) অনুযায়ী নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর জন্য ছুটির দিন করা হবে। একদিন আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার জন্য উপযুক্ত সময় হলো হলো যোহর থেকে মাগরিব। ইসলামী ভাই নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী যোহর থেকে আসর অথবা আসর থেকে মাগরিবও করতে পারবে। কিন্তু যেসব দেশে অন্যান্য গোত্র বড় সংখ্যায় বসবাস করছে যেমন, উপসাগরীয় দেশগুলো, ইউরোপ এবং আমেরিকা ওখানে একদিন আল্লাহর রাস্তায় নয় বরং অন্যান্য ভাষায় হালকার দ্বীনি কাজ বাস্তবায়ন হবে। সাপ্তাহিক অন্যান্য ভাষায় হালকা শহরে সাপ্তাহকি সুন্নাতে ইজতিমার স্থানীয় ভাষায় হওয়া নির্ধারিত। তবে ওখানকার প্রসিদ্ধ/ প্রচলিত অন্যান্য ভাষায় আলাদা আলাদা সাপ্তাহিক হালকা লাগাবেন।

সিডিউল: তিলাওয়াত ৫ মিনিট, নাত শরীফ ৫ মিনিট, বয়ান ২৬ মিনিট, দরুদ ও সালাম সাথে আখেরী দোয়া ৫ মিনিট।

পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে গিয়ে নেকীর দেওয়ার ফযিলত:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়ার অধিকাংশ লোক শহরে (Around cities) বসবাস করে থাকে এবং শহরের লোকদের জ্ঞান অর্জন করার যেই সুযোগ হয় সেটা গ্রামের লোকদের হয় না। গ্রামে গিয়ে নেকীর দাওয়াত দেওয়া প্রসঙ্গে আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর একটি ফতোওয়া পেশ করছি:

আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে প্রশ্ন:

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে কিছুটা এইভাবে আরজ করা হলো: কিছু গরীব মুসলমান নামাযের তাবলীগ করার উদ্দেশ্যে শহরের বাহিরে গ্রামে

পায়ে হেঁটে, রোদ, পিপাসার কষ্ট ও কোন পারিশ্রমিক ছাড়া শুধুমাত্র ফি সাবিলিল্লাহ অর্ধরাতে উঠে চলে গেল আর দ্বিতীয়দিন ফিরে আসল, তাদের মধ্যে কিছুলোক ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত ছিল, তাদের প্রচেষ্টায় প্রায় একশত মুসলমান মুস্তা'আদ নামায (অর্থাৎ নামাযের জন্য প্রস্তুত) হয়ে গেল, তাদের জন্য কী প্রতিদান রয়েছে যদি বলতেন যেন আগামী প্রজন্মদের সাহস বাড়ে? আমাদের এই নেক কাজ করার উপর এক ব্যক্তি বলল: “এর মধ্যে কী আছে! কেউ নিজের জন্য নামায পড়বে সেখানে তোমরা কেন শ্রম দিচ্ছো “ওই ব্যক্তি কেমন যে অন্যকে নিরুৎসাহিত করে?

আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর উত্তর:

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কিছুটা এইভাবে উত্তর দিলেন: নামাযের দাওয়াত প্রদানকারীর জন্য তাদের নিয়তের উপর সাওয়াব দেওয়া হবে, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: যদি আল্লাহ পাক তোমাদের মাধ্যমে কোন একজন ব্যক্তিকে হেদায়েত দান করেন তবে তোমাদের জন্য লাল উট থাকার চেয়ে উত্তম হবে।[১]

হেদায়েতের জন্য আসা-যাওয়া করার সময় যত কদম পড়বে প্রতিটি কদমের বিনিময়ে নেকী রয়েছে যেমন পারা: ২২, সূরা ইয়াসিনের ১২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَنَكۡتُبُ مَا قَدَّمُوۡا وَاٰثَارَهُمۡ ط

(পারা: ২২, সূরা: ইয়াসিন, আয়াত: ১২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর আমি লিপিবদ্ধ করছি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং যেসব নির্দশন রেখে গেছে।

(১). মু'জামু কবীর, ১/৩১৫, হাদিস: ৯৩০।

www.dawateislami.net

এটা বলা যে "তোমরা কেন চেষ্টা করছো?" এটা শয়তানী কথা। أَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ (অর্থাৎ নেকীর আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কার্যাদি থেকে নিষেধ করা) ফরয। ফরযের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করা শয়তানী কাজ।

(শিকার করার নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও) বনী ইসরাঈলের মধ্যে হতে যারা (শনিবারে) মাছ শিকার করেছিল তারাও বানর হয়ে গিয়েছে আর যারা তাদেরকে উপদেশ দেওয়াকে নিষেধ করেছিল (তারাও ধ্বংস হয়ে গিয়েছে) নিষেধ করা ব্যক্তিদের কথাগুলো কুরআন শরীফের পারা: ২২, সূরা: আরাফের আয়াত: ১৬৪ তে উল্লেখ করা হয়েছে:

لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ

(পারা: ২২, সূরা: আরাফ, আয়াত: ১৬৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: কেন সদুপদেশ দিচ্ছো ওইসব লোককে, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংসকারী কিংবা কঠোর শাস্তিদাতা?

(সুতরাং গুনাহ থেকে বাধা প্রদানকারীকে গুনাহ থেকে বাধা প্রদান করার নেকীর কাজ থেকে বাধা প্রদানকারীও) ধ্বংস হয়েছে আর উপদেশদাতারা মুক্তি পেয়েছে। আর এটা বলা যে "ওই (অর্থাৎ' নামাযের দাওয়াত দেওয়ার কাজে কী উপকার আছে! "সবচেয়ে কঠোর কথা, যে বলবে তাকে ইসলাম নবায়ন ও বিবাহ নবায়ন করা দরকার। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে গ্রামে পায়ে হেঁটে, রোদ, পিপাসার কষ্ট সহ্য করে ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ ছাড়া গিয়ে নেকীর দাওয়াত দেওয়ার বিষয়ে ঘটনা বলে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, এরকম যে করে তার প্রতিদান কী? তখন তিনি এই হাদিসে পাকটি বললেন, যদি আল্লাহ পাক তোমাদের মাধ্যমে কোন

(১). ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫/১১৭।

www.dawateislami.net

একজনকেও হেদায়েত দান করেন তবে এটি তোমাদের জন্য এটার চেয়েও ভালো হবে যে, তোমাদের কাছে লাল উট থাকুক।”(১)

হযরত আল্লামা ইয়াহইয়া বিন শারফ নববী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদিসে নববীর ব্যাখ্যায় লিখেন: লাল উট আরববাসীরা খুব মূল্যবান সম্পদ হিসেবে গণ্য করে। এজন্য উদহারণস্বরুপ উটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পরকালীন বিষয়াদির সাথে দুনিয়াবী বিষয়াদির তুলনা শুধুমাত্র বুঝানোর জন্যে নতুবা বাস্তবতা এটাই যে, সর্বদা টিকে থাকা আখিরাতের বিন্দু পরিমাণও দুনিয়া এবং এর মত যত প্রকার দুনিয়া কল্পনা করা যায়, তা থেকে উত্তম।(২)

হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদিসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ একজন অমুসলিমকে মুসলমান বানানো দুনিয়ার বড় দৌলতের চেয়েও উত্তম বরং অমুসলিমকে হত্যা করার চেয়েও উত্তম কেননা তাকে বুঝিয়ে মুসলমান বানাতে পারলেন (আল্লাহ পাক চাইলে) তার থেকে (ভবিষ্যৎ) প্রজন্ম মুসলমান হবে।(৩)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

একদিন আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার উপকারিতা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুয়ে শুয়ে বন্ধুদের সাথে গল্প গুজব করে কাটানো এবং অযথা কাজে ব্যয় করার পরিবর্তে এই দ্বীনি কাজটি করার মাধ্যমে অতিবাহিত করুন কেননা এই দ্বীনি কাজটির অনেক ফযিলত ও উপকারিতা রয়েছে যেমন:

---

(১). মু'জামু কবীর, ১/৩১৫, হাদিস: ৯৩০।
(২). শরহে মুসলিম লিন নববী, অংশ: ১৫, ৮/১৭৮।
(৩). মিরাতুল মানাজীহ, ৮/৪১৬।

- ‘একদিন আল্লাহর রাস্তায়’ ইলমে দ্বীন অর্জন করার মাধ্যম কেননা এতে অযু, গোসল ও নামাযের ফরয ও ওয়াজিবসমূহের পাশাপাশি আরও অনেক সুন্নাত ও আদব শিখানো হয়। যেটার উপকার না শুধুমাত্র নিজের ব্যক্তিগত বরং অপরেরও উপকার হাসিল হয়।
- যেহেতু শহরের তুলনায় গ্রামের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ যেমন দারুল উলুম, মাদ্রাসা ও দ্বীনি সমাবেশ ইত্যাদি কম থাকে যেটার প্রভাব শহরতলী ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে বসবাসকারীদের মধ্যে অনুভব করা যায়, যেমন নেক আমল থেকে দূরে, আকিদার মন্দতা, অমুসলিমদের সাথে মেলামেশা এবং তার চালচলন ধারণ করা ইত্যাদি। সুতরাং এই কমতিটি দূর করার জন্য ‘একদিন আল্লাহর রাস্তায়’ দ্বীনি কাজটি অনেক উপকারী হবে।
- মসজিদ আবাদ করারও মাধ্যম এবং এই দ্বীনি কাজের দ্বারা নামাযীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।
- এই দ্বীনি কাজে যেহেতু ইলমে দ্বীন শিখা ও শিখানোর নিয়তে মসজিদে অবস্থান করা হয় সেহেতু ইতিকাফের নিয়ত সহকারে মসজিদে থাকবে, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হবে।
- একদিন আল্লাহর রাস্তায় নেকীর দাওয়াতে মাঝে অনেক সময় এমন কথাও শুনতে হয় যা শুনে রাগ চলে আসে, এর উপর উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ করার নিমিত্তে ধৈর্যধারণ করে সাওয়াব অর্জন করার সুযোগ হয়। এবং নিজে থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে অপরের কাছে যাওয়ার দ্বারা অহংকার চলে যায় এবং বিনয় সৃষ্টি হয়ে থাকে।
- “একদিন আল্লাহর রাস্তায়” দ্বীনি কাজের বরকতে শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকা ও গ্রামে দ্বীনি কাজ মযবুত হবে যেমন:

- নতুন ইসলামী ভাইদের উপর ইনফিরাদি কৌশিশের সুযোগ মিলবে।
- নতুন ইসলামী ভাইয়েরা মাদানী কাফেলায় সফরের জন্য প্রস্তুত হবে।
- নেকী দাওয়াত দেওয়ার ফযিলত অর্জিত হবে।
- নেক আমলের উপর আমলকারী বৃদ্ধি পাবে।
- ওখানকার মসজিদে দরসের ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যাবে।
- মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান শুরু হবে।
- বিভিন্ন দ্বীনি কোর্সের জন্য ইসলামী ভাই প্রস্তুত হবে।
- জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি হওয়ার জন্যে আশিকানে রাসূলে একটি ভালো সংখ্যা মিলবে।
- সাপ্তাহিক ইজতিমা ও মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।
- গ্রামের লোকেরা সাধারণত ক্ষেত-খামার করে থাকে এবং গবাদি পশু পালন করে থাকে, কিন্তু ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্বের কারণে সেগুলোর ওশর আদায় সম্পর্কিত বেশি তথ্য জানে না। সুতরাং একদিন আল্লাহর রাস্তায় দ্বীনি কাজের বরকতে তাদের ওশর আদায় করার ও আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার মানসিকতা হতে পারে যা দ্বারা দাওয়াতে ইসলামীর জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনা এবং অন্যান্য দ্বীনি কাজ করার ক্ষেত্রে সহায়তা অর্জিত হবে।
- 'একদিন আল্লাহর রাস্তায়' এই দ্বীনি কাজের মাঝে ওশর আদায়ের ফযিলত এবং না দেওয়ার শাস্তি সম্বলিত দরস ও বয়ান এবং মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত রিসালা "ওশরের আহকাম" গ্রামের মধ্যে বন্টন করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

www.dawateislami.net

"একদিন আল্লাহর রাস্তায়" দ্বীনি কাজের বরকতে দ্বীনি পরিবেশ মিলে গেল:

পাকিস্তানের পাঞ্জাবের কাসুর জেলার এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা যে, সে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে আসার পূর্বে সমাজের অন্যান্য সাধারণ যুবকের মতো উদাসিনতার জীবন অতিবাহিত করছিল আর এসএসসি পরীক্ষার পর লেখাপড়া ছেড়ে কোন একটি নির্দিষ্ট কাজও করত না। বরং স্কুলে শিক্ষা অর্জনের মাঝে মন্দ বন্ধুদের সংস্পর্শে সকাল ও সন্ধ্যা গান-বাজনা শোনার প্রতি এত পরিমাণ আসক্ত হয়ে গিয়েছিল যে, তারা একটি রেডিও কিনে নিয়েছিল। এরপর ভাগ্য চমকে উঠল একবার জুমা মুবারকের দিন সাদা পোশাক পরিহিত মাথায় পাগড়ী শরীফের তাজ সাজানো কিছু ইসলামী ভাই একদিন আল্লাহর রাস্তায় কাটানোর জন্য তার গ্রামে আসল, তাদের মধ্যে এক ইসলামী ভাই তাকে ভালোবাসা ভরা ধরনে মসজিদে গিয়ে ইতিকাফে অংশগ্রহণ করার দাওয়াত দিল। সুতরাং সেও তার কিছু বন্ধুদের সাথে নিয়ে ইতিকাফে শরীক হয়ে গেল এবং তার অনেক হৃদয়ে প্রশান্তি নসীব হলো। চলে যাওয়ার সময় এক ইসলামী ভাই সাপ্তাহিক ইজতিমার দাওয়াত পেশ করল তো সে আরজ করল: যদি মনে থাকে তবে اِنْ شَآءَ الله অবশ্যই অংশগ্রহণ করব। বৃহস্পতিবার যখন সে মাগরিবের নামায পড়ার জন্য মসজিদে গেল তখন পাশের দোকানদার ভাই বলল কোন এক পাগড়ী পড়া ইসলামী ভাই আপনাকে সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহণের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আসছিল, এটা শুনে সে অবাক হয়ে গেল যে, এই ইসলামী ভাই দুই কিলোমিটার পায়ে হেঁটে সফর করে শুধুমাত্র আমাকে

ইজতিমার কথা মনে করিয়ে দিতে এসেছিল! আর খুশিও অনেক হলো যে, দাওয়াতে ইসলামী ওয়ালারা কত ভালো লোক যে, কোন দুনিয়াবী উদ্দেশ্যের জন্য নয় বরং শুধুমাত্র ইজতিমার দাওয়াত দেওয়ার জন্য এসেছে। যখন এই চার বন্ধু সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহণ করেছে তখন ওই ইসলামী ভাই এমন সুন্দর আচরণ করল যে, তারা সকলে দাওয়াতে ইসলামীর দিওয়ানা হয়ে গেল। মূলত তার জীবনের ধরনই যেন পাল্টে গেল, নামাযের প্রতি যত্নশীলতা নসীব হলো, গানের স্থলে নাত শরীফ গ্রহণ করে নিল, মন্দ বন্ধুদের স্থলে মুবাল্লিগে দাওয়াতে ইসলামীর সংস্পর্শে চলে আসল। রবিউল আউয়ালে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত চিঠির উৎসাহে ১২ দিনের জন্য চেহারায় দাঁড়ি শরীফ সাজানোর নিয়ত করল। এরপর ঈদে মিলাদুন্নবীর পর পুরো মাসের জন্য রেখে দেওয়ার মানসিকতা করল আর যখন মিলাদ বিদায় নিল তখন মুন্ডানো আর কর্তন করতে লজ্জা অনুভব হলো আর সব সময়ের জন্য রেখে নিল। اَلْحَمْدُ لِله দাওয়াতে ইসলামীর প্রিয় দ্বীনি পরিবেশের বরকতে না শুধুমাত্র তার জীবনে পরিবর্তন এসেছে বরং তার পুরো পরিবার দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেল, এমনকি আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ও মুর্শিদে করীমের কৃপাদৃষ্টিতে পুরো পরিবার-পরিজন আত্তারী হয়ে গেল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

একদিন আল্লাহর রাস্তায় দ্বীনি কাজের নির্দেশিকা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একদিন আল্লাহর রাস্তায় দ্বীনি কাজটিকে খুব সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য নিম্নে উল্লেখিত মাদানী ফুলসমূহ খুব উপকারী।

www.dawateislami.net

- যেখানকার শোরাকা হানাফী ছাড়াও অন্যান্য (শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী) ও থাকবে সেখানে দরস প্রদানকারী কিতাব ও রিসালায় যেখানে কোন ফিকহে (হানাফী) মাসআলা লিখা রয়েছে ওই মাসআলা বলবেন না অথবা ব্যাখ্যা করে দিবেন যে, এই মাসআলাটি হানাফীদের জন্য।
- শহর নিগরানের পরামর্শে নিজের শহরের প্রত্যেক যেলি হালকা অথবা দুই থেকে তিনটি যেলি হালকাকে মিলিয়ে শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকা (যেখানে মসজিদ রয়েছে) এর দিক বানাবে, যেখানে মাদানী মারকাযের পদ্ধতি অনুযায়ী ছুটির দিন (যদি জুমার দিন হয় তবে ওই এলাকায় জুমা আদায় করবে) যোহর থেকে আসর অথবা আসর থেকে মাগরিব একদিন আল্লাহর রাস্তায় কাটাবেন।
- একদিন আল্লাহর রাস্তায় অংশগ্রহণকারী কমপক্ষে ৪জন ইসলামী থাকা চাই।
- নির্ধারিত দিকে ধারাবাহিক তিনমাস পর্যন্ত সপ্তাহে একদিন আল্লাহর রাস্তায় অতিবাহিত করবেন। বার বার যাওয়ার দ্বারা মানুষের মানসিকতা বুঝার ও তাদেরকে দ্বীনি পরিবেশের সন্নিকটে নিয়ে আসার সুযোগ মিলবে।
- এর মাঝে যখন কিছুলোক দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের কাছাকাছি হয়ে যায় তবে এখন ওই মসজিদে যেলি হালকা (Sub-Unit) আখ্যায়িত করে তাদের মধ্য থেকে কোন ইসলামী ভাইয়ের পরিচিত কাউকে যেলি নিগরান বানিয়ে দিবেন আর স্বয়ং নিজে নতুন স্থানে আল্লাহর রাস্তায় একদিন কাটাবেন।

- শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় (টাউন/ কলোনী ইত্যাদি) এর ভেতরে একদিন আল্লাহর রাস্তায় এবং তার চেয়ে দূরবর্তী এলাকায় তিনদিন মাদানী কাফেলায় সফর করাবেন।
- প্রত্যেক শহর নিগরান মুশাওয়ারাতের নিকট নিজের এলাকার পার্শ্ববর্তী এলাকা (টাউন/ কলোনী, গ্রাম ও ইত্যাদি) এর পরিপূর্ণ তালিকা থাকা চাই। যেমন মসজিদ, ইবাদতখানা, শহরের দূরত্ব, মুহাব্বতকারী ইসলামী ভাইদের নাম ও মোবাইল নাম্বার ইত্যাদি। যেগুলো নিয়ম মোতাবেক দিক (প্রত্যেক যেলি হালকা অথবা কিছু যেলি হালকা মিলিয়ে) বানাবেন যাতে কোন এলাকা (Area) খালি না থাকে।
- পার্শ্ববর্তী এলাকায় যদি মসজিদ/ ইবাদতখানা ইত্যাদি না থাকে তবে কোন ইসলামী ভাইয়ের ঘরে বসে অথবা দোকান ইত্যাদি জায়গায় বসে নির্ধারণ করে ওখানে একদিন আল্লাহর রাস্তায় অতিবাহিত করার সিডিউল (দ্বীনি হালকা ও বয়ান এবং সেটার পার্শ্ববর্তী এলাকায়ী দাওরা ইত্যাদিতে) চলে যাবেন।
- যেখানে জামেয়াতুল মদীনা থাকবে সেখানে জামেয়াতুল মদীনার শিক্ষার্থীদেরকেও একদিন আল্লাহর রাস্তায় অতিবাহিত করা ইসলামী ভাইদের সাথে পাঠাবেন এইভাবে শিক্ষার্থীদেরও সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ হবে এবং যেলি হালকার দ্বীনি কাজ করা শিখতে পারবে।

একদিন আল্লাহর রাস্তায় অতিবাহিত করার সিডিউল ও পদ্ধতি: (যোহর থেকে মাগরিব)

- নামাযের আগে মসজিদে পৌঁছে স্বাস্থ্যের অবস্থা (ইস্তিঞ্জা, অযু) শেষ করে তিলাওয়াত ও নাত দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় অতিবাহিত করা শুরু

করুন। এরপর সিডিউলের পুনরাবৃত্তি, ঘোষণাসমূহের পুনরাবৃত্তি এবং মাদানী মাশওয়ারার হালকা লাগাবেন, যেটাতে যিম্মাদারী বন্টন করবেন (এর মধ্যে ৭২ নেক আমলের রিসালাও বন্টন করবেন) এরপর নামাযের প্রস্তুতি এবং জামাআত সহকারে যোহরের নামায আদায় করার পর দেওয়া সিডিউল অনুযায়ী আমল করবেন।

- নিগরান সাহেব সিডিউলগুলোর পুনরাবৃত্তি করবেন, সদস্যদের নাম ধরে ধরে প্রত্যেকের কাছ থেকে পরামর্শ নিবেন।

সিডিউলের বিস্তারিত: (যোহর থেকে আসর সিডিউলের সময়সীমা: ৪১ মিনিট)

(১) দরস: (১২ মিনিট) অবশিষ্ট নামাযের পর ফয়যানে সুন্নাত থেকে যেকোন একটি বিষয়ে দরস দিবেন, অথবা অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী অর্থাৎ যেই মৌসুম চলছে যেমন রজবুল মুরাজ্জব, শা'বানুল মুয়াজ্জম, রমযানুল মুবারক, মুহাররমুল হারাম এবং সফরুল মুযাফফর ইত্যাদি মাসের হিসাব অনুযায়ী রিসালা থেকে দরস দিবেন।

(২) নামাযের আহকাম: (১২ মিনিট) কিতাব "নামাযের আহকাম" থেকে অযু, গোসল, নামায ও জানাযার নামায, বুঝানোর ধরনে পড়ে শোনাবেন।

(৩) আযকারে নামায: (৫ মিনিট) সানা, তায়াউয, তাসমিয়া, সূরা ফাতেহা ও তাশাহুদ ইত্যাদি পুনরাবৃত্তি করাবেন।

(৪) সুন্নাত ও আদব: (৭ মিনিট) সুন্নাত ও আদব কিতাব, রিসালা ১০১ মাদানী ফুল অথবা ১৬৩ মাদানী থেকে যেকোন একটি বিষয়ে সুন্নাত শিখাবেন।

(৫) দোয়া মুখস্ত করানো: (৫ মিনিট), ঘুমানো, ঘুম থেকে জাগরণ, খাবার, পান করা ও আয়না দেখার দোয়া ইত্যাদি মুখস্ত করাবেন।

(৬) সাক্ষাত ও ইনফিরাদি কৌশিশ: (৩০ মিনিট) আসর থেকে সাক্ষাতের পূর্বে ইনফিরাদি কৌশিশের জন্য মসজিদ থেকে বাহির যাবেন সম্ভব হলে আগে থেকে সময় নির্ধারন করে নিবেন এবং নতুন নতুন ইসলামী ভাই অথবা যারা আগে আসত কিন্তু এখন আসে না তাদের সাথে সাক্ষাত করবেন, যদি কারো খুশি বা শোকের মূহুর্ত হয় তবে তাকে মুবারকবাদ অথবা সমবেদনা ও ফাতেহাখানীর ব্যবস্থা করবেন।

(৭) প্রস্তুতি ও আসরের নামায আদায়: আসরের নামাযের আগে মসজিদে গিয়ে যদি সময় থাকে তবে আরাম করে নিবেন নতুবা নামাযের প্রস্তুতি নিন এবং জামাআত সহকারে আসরের নামায আদায় করুন।

বিস্তারিত (আসর থেকে মাগরিবের সিডিউল)

(১) আসরের বয়ান: (১২ মিনিট) নামাযের পর ঘোষণা ও দোয়ার পর বয়ান করবেন।

(২) দরস ও সুন্নাত আদব: (মাগরিব পর্যন্ত) ফয়যানে সুন্নাত, বয়ানাত অথবা বয়ানাতে আত্তার ইত্যাদি থেকে দরস দিবেন। সবশেষে কিছু সুন্নাত ও আদব শিখা ও শিখানোর হালকা লাগাবেন।

(৩) মাগরিবের বয়ান (১৯ মিনিট) নামাযের পর ঘোষণা ও বাকি নামাযের পর বয়ান করবেন।

(৪) সাক্ষাত ও ইনফিরাদি কৌশিশ: (১২ মিনিট) বয়ানের পর নিজে থেকে আগে অগ্রসর হয়ে ইনফিরাদি কৌশিশ করবেন, এর মধ্যে দরস

দেওয়া ও মাদানী কাফেলায় সফর করান নিয়তকারীদের নামও লিখে নিবেন।

নোটঃ ইসলামী ভাই একদিন আল্লাহর রাস্তায় অতিবাহিত করার জন্য যেই সময় মসজিদে পৌঁছবেন ওই সময় অনুযায়ী সিডিউলের উপর আমল করবেন যেমন যোহর থেকে আসর একদিন আল্লাহর রাস্তায় সফল করতে হলে উপরে বর্ণনাকৃত সিডিউল অনুযায়ী আমল করবেন, তবে ঘোষণার পর আসরের বয়ান ১৯ মিনিট হবে। এরপর ১২ মিনিট ইনফিরাদি কৌশিশ করবেন কিন্তু যদি আসর থেকে মাগরিবের একদিন আল্লাহর রাস্তায় করতে হয় তবে আসরের পরের সিডিউল অনুসরণ করবেন।

ভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে দ্বীনি কাজঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বড় শহরের মধ্যে বসবাসকারী অন্যান্য গোষ্ঠি, বর্ণ ও বংশের মুসলমান যাদের ভাষা (Language) ও স্থানীয় ভাষার চেয়ে ভিন্ন তাদেরকে দ্বীনি পরিবেশের কাছাকাছি করা এবং তাদেরই ভাষায় তাদেরকে নেকীর দাওয়াত দেওয়া অত্যন্ত জরুরী। কেননা ইসলাম ইলমে দ্বীন অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর উপর আবশ্যক করে দিয়েছে, সে যেই গোষ্ঠি, বর্ণ ও বংশের সাথে সম্পৃক্ত হোক না কেন, শহর হোক বা গ্রামে থাকা লোকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য বর্ণনা করা হয়নি। যেমন:

রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ অর্থাৎ মুসলমান পুরুষ ও নারীর উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয।[১]

(১). ইবনে মাজাহ, ১/১৪৬, হাদিস: ২২৪।

www.dawateislami.net

প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওই সব বিষয়ে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা ফরয যেগুলোর সম্মুখীন তাকে হতে হয়। কেননা আইন হলো এটা যে, ওইসব বিষয় যা ফরয আদায়ের কারণ হয় সেগুলো অর্জন করা ফরয আর ওইসব বিষয়াদি যা ওয়াজিব আদায়ের মাধ্যম হয় সেগুলো অর্জন করা ওয়াজিব। একইভাবে রোযা সম্পর্কিত বিষয়াদির জ্ঞান অর্জন করার এবং নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে যাকাতের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা আর যদি কোন ব্যবসায়ী হয়ে থাকে তবে বেচাকেনার বিষয়ে জানারও একই বিধান এতটুকু বিষয় জানা ফরয যতটুকুতে ফরয আদায় হতে পারে এবং এতটুকু বিষয়াদি অর্জন করা ওয়াজিব যা দ্বারা ওয়াজিব আদায় হতে পারে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উম্মতের সংশোধনের জন্য ইলমে দ্বীনের প্রদীপকে উজ্জ্বল করতে এবং নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর যেসব স্থানে (Native) দ্বীনি কাজ করা প্রয়োজন ওখানে অন্যান্য গোষ্ঠির লোকেরাও নেকীর দাওয়াতের দ্বীনি কাজ করার প্রয়োজন। আপনি পৃথিবীর যেকোন দেশে চলে যান সেখানকার স্থানীয় অর্থাৎ মূল ভাষা (Main language) যেটাই হোক না কেন ওই দেশে আপনি অন্যান্য ভাষা (ইংলিশ, স্প্যানিশ, বাংলা, আরবি, সাওয়ালী, হিন্দি এবং বাংলা ভাষা-ভাষী) লোক পাবেন। সাধারণত বড় শহরে অন্যান্য জায়গা থেকে অনেক সম্প্রদায় থেকে আসা লোকদের বসবাস হয়ে থাকে। মোটকথা যদি কোন শহর বা দেশে একই রকম ভাষায় কথা বলার লোকও থাকে তারপরও ভাষার ধরন ও আঞ্চলিকতার মধ্যে পার্থক্য থাকবেই। এবং এক সম্প্রদায় থেকে লোকেরা একই জায়গায় (এলাকা/ পাড়ায়) বসবাস করে থাকে।

www.dawateislami.net

এদের মধ্যে মুসলমানও থাকে যারা কোথাও কম আবার কোথাও অধিক সংখ্যক হয়ে থাকে। মুসলমানদের বসবাস করা এলাকায় মসজিদ/ইবাদতখানাও থাকে, মুসলমানদের বসবাসও অমুসলিমদের থেকে পৃথক হয়ে থাকে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে নেকীর দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা হয়ে থাকে। এজন্য যদি তাদের মধ্য থেকে তাদের সাথে বসবাসকারী এবং তাদের ভাষায় কথা বলতে পারে ও অনুধাবন করতে পারে এমন মুবাল্লিগরা যখন নিজেদের লোকদের মধ্যে নেকীর দাওয়াতের কাজ করবে তখন সেটার প্রভাবও বেশি হবে এবং প্রকৃতির চাহিদাও এটা। যেমন বলা হয়: "اَلْجِنْسُ يَمِيْلُ اِلٰى جِنْسِهٖ প্রত্যেক বস্তু তার মূলের দিকে ধাবিত।"

এর প্রতি মানুষ খুব দ্রুত আকৃষ্ট হবে যাদের উপর সামান্য ইনফিরাদি কৌশিশ করে খুব সহজে দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া যাবে। এবং এই সম্প্রদায়ের লোকদেরকে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী উদ্দেশ্য "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে اِنْ شَآءَ اللهُ الْكَرِيْم এটা বুঝানো এবং সেই অনুযায়ী জীবত অতিবাহিত করার মানসিকতা দেওয়াও সহজ হবে।

অন্যান্য ভাষায় হালকার উপকারিতা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্যান্য ভাষাভাষী লোকদেরকে নেকীর দাওয়াত দেওয়া এবং তাদেরকে দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য অন্যান্য ভাষায় হালকার দ্বীনি কাজ অনেক উপকারী যেটার কয়েকটি উপকার রয়েছে যেমন:

- অন্যান্য ভাষায় হালকার দ্বীনি কাজ ইলমে দ্বীন প্রসারের একটি মাধ্যম। এর দ্বারা অন্যান্য গোষ্ঠির ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে বে-আমলী ও বদ আকিদা দূর হবে এবং তারা শরীয়ত পরিপন্থী বিষয়ে অবগত হবে, যেটার বরকতে তারা দ্বীনি পরিবেশের কাছাকাছি চলে আসবে।
- দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের উপর ইনফিরাদি কৌশিশ করে যদি দরস ও বয়ান শিখিয়ে দেওয়া হয় তবে এটির বরকতে সেখানে যেলি হালকার বাকি দ্বীনি কাজ যেমন দরস, এলাকায়ী দাওরা, মাদানী কাফেলা ও নেক আমল ইত্যাদি শুরু হতে পারে।
- এই দ্বীনি কাজ দাওয়াতে ইসলামীর সুখ্যাতির মাধ্যমও হবে, তাদের মধ্যে নেকীর দাওয়াত দেওয়ার দ্বারা নতুন নতুন এলাকা, জায়গা ও গোষ্ঠির মধ্যে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পয়গাম ছড়িয়ে পড়বে। যখন তারা স্বয়ং নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বীনি কাজ শুরু করে দিবে তখন আরও বেশি দ্বীনি ও সাংগঠনিক উপকারিতা অর্জিত হবে।

সাপ্তাহিক অন্যান্য ভাষায় হালকার দ্বীনি কাজের নির্দেশিকা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! অন্যান্য ভাষায় হালকা লাগানোর পদ্ধতি এবং মাদানী ফুল লক্ষ্য করি:

- প্রতিটি শহরে স্থান, দিন ও সময় নির্ধারণ করে সাপ্তাহিক অন্যান্য ভাষায় হালকা লাগাবেন, কিন্তু যেসব বড় শহরসমূহে একটির চেয়ে বেশি সম্প্রদায় (বাঙ্গালী, উর্দু, পাঞ্জাবী, ইংলিশ , আরবি ও তামিল ইত্যাদি) ভাষার লোকের বসবাস থাকবে সেখানে মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় দিনের বন্টনের ভিত্তিতে প্রতিদিন একটি অন্যান্য ভাষায় হালকা লাগাবেন।

www.dawateislami.net

- প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে সাপ্তাহিক অন্যান্য ভাষায় হালকা লাগানোর জন্য মুবাল্লিগ যেন তাদের মধ্য থেকে হয় অথবা এমন মুবাল্লিগ তালাশ করবে যে তাদের মাঝে তাদেরই ভাষায় হালকা লাগাতে পারবে।
- সাপ্তাহিক ইজতিমা স্থানীয় ভাষায় (Native language) যেমন আরবে আরবি, বাংলাদেশে বাঙ্গালী আর আমেরিকায় ইংলিশ ইত্যাদিতে হওয়া দরকার, পক্ষান্তরে অন্যান্য ভাষাভাষীদের জন্য সাপ্তাহিক অন্যান্য ভাষায় হালকার দ্বীনি করা হবে। এটার জন্য স্থানীয় অন্যান্য ভাষায় বলা শিক্ষক ও মুবাল্লিগ প্রস্তুত করবেন, যাদেরকে সাংগঠনিক কাজের দায়িত্ব দিয়ে সামনে অগ্রসর করবেন।
- যদি স্থানীয় অথবা অন্য ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে মুবাল্লিগ না থাকে তবে ভালো ভালো নিয়ত সহকারে স্থানীয় অথবা তাদের দেশীয় ভাষা শিখে নিবেন। আর যদি শরয়ী প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে তার পদ্ধতিও গ্রহণ করা হয় তবে তারা খুব দ্রুত কাছাকাছি চলে আসবে যাদেরকে দ্বীনি কাজের জন্য খুব সহজে প্রস্তুত করা যাবে।
- সাপ্তাহিক অন্যান্য ভাষায় হালকার দ্বীনি কাজ সাপ্তাহিক ইজতিমার দিন করবেন না, বরং এটা ছাড়া অন্য কোন দিনে করতে পারেন।
- স্থানীয় ভাষা ও অন্যান্য ভাষায় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ও মাকতাবাতুল মদীনার অনুবাদকৃত কিতাব ও রিসালাসমূহ, মাদানী চ্যানেলের ডাবিংকৃত অডিও ও ভিডিও ক্লিপস সংগ্রহ করে তাদের মাঝে বন্টন করতে পারেন।
- শিখা ও শিখানোর দ্বীনি হালকায় যেসব কিতাব ও রিসালা থেকে দরস ও বয়ান করা হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে যদি ফিকহে মাসয়ালা ফিকহে হানাফী অনুযায়ী লিখা থাকে তবে দ্বীনি হালকায় উপস্থিত হওয়া

আশিকানে রাসূলদের হানাফী শোরাকা ছাড়া বাকি অন্যান্য (শাফেয়ী, মালেকী এবং হাম্বলী) মাযহাবের শোরাকাও থাকে তো তাদেরকে এটা বলে দিবেন যে, এটি ফিকহে হানাফীর মাসয়ালা।

অন্যান্য ভাষায় হালকার সিডিউল ও পদ্ধতি: (সময়সীমা: ৫০ মিনিট)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্যান্য ভাষায় হালকার উপযুক্ত সময় হলো মাগরিবের পর, তবে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করা যাবে।

সিডিউলের বিস্তারিত:

(১) কুরআনে পাকের তিলাওয়াত: (সময়: ৫ মিনিট) সুকণ্ঠের অধিকারী এবং শুদ্ধ মাখরাজ সম্পন্ন ব্যক্তি নির্বাচন করবেন।

(২) নাত শরীফ: (সময় ৫ মিনিট) যদি স্ব দেশীয় ভাষায় কালাম পড়তে চায় তবে কোন সুন্নী সহীহুল আকিদা সম্পন্ন আলিমে দ্বীনকে শুনিয়ে সেটা চেক করে নিবেন যেন সেটাতে কোন ভুলভ্রান্তি থাকলে সেটা সংশোধন করা যায়।

(৩) সুন্নাতে বয়ান (সময় ৩০ মিনিট) সাপ্তাহিক ইজতিমার লিখিত বয়ান যদি স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয় তবে সেটা থেকে বিষয় (Select) নির্ধারণ করে বয়ান করবেন অথবা আমীরে আহলে সুন্নাতের লিখিত কিতাব, পুস্তিকা ইত্যাদি থেকে বয়ান করতে পারবেন। তবে যেগুলো অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী হবে। যেমন, রজবুল মুরাজ্জব, শা'বানুল মুয়াজ্জম, রমযানুল মুবারক, মুহররমুল হারাম এবং সফরুল মুযাফফর ইত্যাদির মৌসুম অনুযায়ী রিসালা থেকে করবেন।

(৪) শেষের দোয়া: (সময় ৫ মিনিট)

(৫) দরুদ ও সালাম: (সময় ৫ মিনিট)

(৬) সাক্ষাত ও ইনফিরাদি কৌশিশ: (১২ মিনিট)

বয়ানের পর নিজে থেকে অগ্রসর হয়ে সালাম ও মুসাফাহা করে ইনফিরাদি কৌশিশ করবেন, এর মধ্যে মাদানী কাফেলা সফর করার নিয়তকারীদের নাম ইত্যাদিও লিখে নিবেন।

* শেষে লঙ্গরে রযবীয়ার ব্যবস্থাও করবেন।

(৯) সাপ্তাহিক রিসালা অধ্যয়ন

টার্গেট: (প্রতিটি যেলি হালকা (sub units) রিসালা পাঠকারী/ শ্রবণকারী কমপক্ষে ১২ জন ইসলামী ভাই যেন হয়)

দরূদ শরীফের ফযিলত:

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যেই কাজের পূর্বে আল্লাহ পাকের হামদ করা হয় না এবং আমার উপর দরূদ পাঠ করা হয় না সেটাতে বরকত থাকে না।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

"সাপ্তাহিক রিসালা ও অধ্যয়ন" দ্বীনি কাজের পরিচিতি:

সাপ্তাহিক রিসালা অধ্যয়ন মুসলমানদের মধ্যে দ্বীনি বিষয়ে অনুশীলনের স্পৃহা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি দ্বীনি কাজ। প্রত্যেক সপ্তাহে আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কোন একটি রিসালা পাঠ করার ও শোনার তাকিদ দিয়ে অডিও/ ভিডিও এবং লিখিত আকারে পুস্তিকা ঘোষণা করেন এবং দোয়া দেন। সুতরাং নিজেও রিসালা পাঠ করুন বা শুনুন এবং যেলি হালকায় দিন ও সময় নির্ধারণ করে ইসলামী ভাইদেরকে সম্মিতিভাবে রিসালা শোনানোর ব্যবস্থাও করবেন, সাপ্তাহিক রিসালা প্রত্যেকের কাছে পৌঁছিয়ে দিন এবং পাঠকারী/ অধ্যয়নকারীর কার্যবিবরণীও সংগ্রহ করুন। যেসব ভাষায় সংশ্লিষ্ট রিসালা বিদ্যমান না থাকে ওখানে সংশ্লিষ্ট দেশীয়

(১). জামে সগীর, পৃ: ৩৯১, হাদিস: ৬২৮৫।

www.dawateislami.net

মুশাওয়ারাতের নিগরান রুকনে শূরা ও নাযিমুল উমুর ইন্টারন্যাশনাল অফিস ডিপার্টমেন্ট এর সাথে পরামর্শ করে বিকল্প রিসালা/ লেখনীর অধ্যয়ন/ শোনানোর ব্যবস্থা করবেন।

নিজের ভেতর সাপ্তাহিক রিসালার দ্বীনি কাজের স্পৃহা জাগ্রত করার জন্য দ্বীনি কিতাব ও রিসালা অধ্যয়নের গুরুত্ব, ফযিলত ও বুযুর্গানে দ্বীনের অধ্যয়নের স্পৃহার সম্পর্কে জানা জরুরী।

আসুন! নিজের মধ্যে কিতাব ও পুস্তিকা অধ্যয়নের স্পৃহা সৃষ্টি করার জন্য হাদিসে মুবারাকা এবং বুযুর্গানে দ্বীনের ভেতর অধ্যয়নের উপকারী তথ্যাবলী অর্জন করি।

আল্লাহ পাকের প্রিয় আখেরী নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর এক সাহাবী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর সাথে আলাপ করছিলেন ইতিমধ্যে তার উপর ওহী আসল যে, এই সাহাবীর জীবনের আর মাত্র একঘন্টা(১) অবশিষ্ট আছে। এটি আসরের সময় ছিল। রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন এই কথাটি তাকে বললেন তখন সে আরজ করল: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে এমন আমলের কথা বলুন যেটা এখন আমার জন্য বেশি উত্তম হবে।

তখন রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: “ইলমে দ্বীন অর্জনে ব্যস্ত হয়ে যাও।” সুতরাং ওই সাহাবী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ইলম শিখার মধ্যে মশগুল হয়ে গেলেন এবং মাগরিবের পূর্বেই তার ইন্তেকাল হয়ে গেল। রাবী বলেন,

(১). হযরত আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: ঘন্টা সময়ের একটি নির্দিষ্ট একটি অংশের নাম অবশ্য অন্য অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে: (১) ডাবল বারো ঘন্টার মধ্য হতে কোন একটি ঘন্টা (২) আক্ষরিক অর্থে একটি অনির্দিষ্ট সময় (৩) বর্তমান সময়। (শরহে সুনানে আবি দাউদ, ৪/৩৬৩) হযরত আল্লামা আলা উদ্দীন হাসকাফী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: ফুকাহাদের দৃষ্টিতে সাআত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সময়ের একটি অংশ নতুবা ডাবল বারো ঘন্টার মধ্য হতে কোন একটি ঘন্টা। (দুররে মুখতার, ৩/৪৯৯)

যদি ইলম অর্জনের চেয়েও উত্তম কোন বস্তু থাকত তবে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেটার নির্দেশ দিতেন।[১]

হযরত আবু দারদা এবং হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: ইলমের একটি বিষয় যেটা মানুষ শিখে সেটা আমার দৃষ্টিতে হাজার রাকাত নফল পড়ার চেয়েও অধিক পছন্দনীয় এবং রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: যখন কোন শিক্ষার্থী জ্ঞান অর্জন করার মধ্যে ইন্তেকাল করে তবে সে শহীদ।[২]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইলমের আলোতে মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকারত্ব থেকে মুক্তি মিলে। হাদিসে মুবারকায় এই প্রসঙ্গে রয়েছে যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য সফর করে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের রাস্তাসমূহ থেকে একটি রাস্তায় পরিচালিত করে, (দ্বীনি) শিক্ষার্থীদের মনখুশির জন্য ফেরেশতারা তাদের ডানা বিছিয়ে দেন এবং প্রতিটি ওই জিনিস যারা আসমান ও জমিনে রয়েছে এই পর্যন্ত যে, মাছেরাও পানির মধ্যে আলিমের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে থাকে এবং একজন আবিদের উপর আলিমের মর্যাদা হলো এমনই যেমনটি চৌদ্দ তারিখের চাঁদরাতের ফযিলত নক্ষত্রের উপর রয়েছে এবং ওলামা, আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর উত্তরসূরী।[৩]

আসুন! বুযুর্গানে দ্বীন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِم এর অধ্যয়নের স্পৃহা সম্পর্কিত কিছু ঘটনা লক্ষ্য করুন যেগুলো পড়ে দ্বীনি কিতাবাদি পাঠ করা স্পৃহা বেড়ে যায়।

---

(১). তাফসীরে কবীর, ১/৪১০।
(২). আত্তারহিব ওয়াত্তাগীব, ১/৫৪, হাদিস: ১৬।
(৩). উমদাতুল ক্বারী, ২/৫৫।

বুযুর্গানে দ্বীনের অধ্যয়নের স্পৃহা:

হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه তাঁর নিজের কিতাব অধ্যয়নের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: অধ্যয়ন করা আমার রাতদিনের কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ছোটবেলা থেকে আমার অবস্থা এমন ছিল যে, আমি এটা জানতাম না যে, খেলা করা কাকে বলে? আরাম ও আয়েশ অর্থ কি? ঘুরাঘুরি করা কাকে বলে? অনেকবার এমন হয়েছে যে অধ্যয়ন করতে করতে অর্ধরাত হয়ে গেলে তখন আমার সম্মানিত পিতা আমাকে বুঝাতেন: "বাবা! কি করছ?" এটা শোনার সাথে সাথেই আমি শুয়ে যেতাম আর উত্তর দিতাম: ঘুমিয়ে যাচ্ছি। এরপর যখন কিছু সময় অতিবাহিত হতো তখন আবার উঠে বসে যেতাম এবং এরপর থেকে অধ্যয়নে লেগে যেতাম। অনেক সময় এরকমও হতো যে, অধ্যয়নের মাঝে মাথার চুল এবং পাগড়ী শরীফ ইত্যাদি চেরাগের সাথে লেগে জ্বলে যেত কিন্তু অধ্যয়নে মগ্ন থাকার কারণে বুঝতেও পারতাম না।(১)

হযরত দ্বাহহাক বসরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর উপাধি ছিল "নাবিল", এই উপাধিটি এই কারণে হয়েছে যে, একদিন ইমাম ইবনে জুরাইজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর পাঠদান স্থলে হাদিসে মুবারকার শ্রবণ ও লিখছিলেন, এর মধ্যে সড়ক দিয়ে একটি হাতি অতিক্রম করল। সমস্ত শিক্ষার্থী দরস বাদ দিয়ে হাতি দেখতে চলে গেল কিন্তু তিনি নিজের স্থানেই বসে রইলেন, ইমাম ইবনে জুরাইজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه জিজ্ঞাসা করলেন দ্বাহহাক! তুমি হাতি দেখতে যাওনি কেন! তিনি আরজ করলেন: হুযুর! হাতি আপনার সংস্পর্শের চেয়ে বেশি মূল্যবান নয়, হাতি তো পরেও দেখতে পারব কিন্তু হুযুরের দরসের হালকা

(১). আশআতুল লুমআত অনুবাদকৃত, ১/৭১-৭৪।

www.dawateislami.net

কোথায় পাবো! এই উত্তর শুনে ইমাম জুরাইজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: اَنْتَ النَّبِيل অর্থাৎ তুমি নাবিল (অনেক মর্যাদাবান)।[১]

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর অধ্যয়নের স্পৃহা এবং মেধার অবস্থা ছোটবেলা থেকেই এমন ছিল যে, শিক্ষকের কাছ থেকে কখনো কিতাবের এক চতুর্থাংশের বেশি পড়েননি বরং শিক্ষকের কাছ থেকে এক চতুর্থাংশ পড়ার পর কিতাবের বাকি অংশ নিজে নিজে অধ্যয়ন করতেন এবং মুখস্ত করে শুনিয়ে দিতেন। একইভাবে তিনি দুই খন্ড বিশিষ্ট "আল উকুদুদ দারিয়্যা" এর মত কিতাব শুধুমাত্র একরাতে অধ্যয়ন করে নিয়েছেন।[২]

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অধ্যয়নের ধরন:

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অধ্যয়নের এই অবস্থা যে, তিনি এত মনযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন অনেকবার এমন হয়েছে যে, ঘরের ইসলামী ভাইদের মধ্য থেকে কোন এক ইসলামী ভাই কোন সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলো কিন্তু অধ্যয়নে মগ্ন থাকা কারণে তিনি বুঝতেও পারেননি যে, কেউ একজন এসেছে। আর কিছুক্ষণ পর হঠাৎ যখন তার দিকে দৃষ্টি উঠালেন তখন ইসলামী ভাই তার সমস্যার কথা বলল। তিনি না শুধুমাত্র অধ্যয়নের স্পৃহা রাখেন বরং নিজের মুরিদীন ও ভক্তিবৃন্দ এবং মুহাব্বতকারীদেরকেও দ্বীনি কিতাবদি অধ্যয়নের বিশেষ করে সিরাতুল জিনান, ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, বাহারে শরীয়ত, তামহীদুল ঈমান, কুফরিয়া কালিমাত কে বা'রে ম্যা সাওয়াল জাওয়াব,

(১). তাহযীবুত তাহযীব, ৪/৭৯।
(২). হায়াতে আলা হযরত, ১/২১৩।

www.dawateislami.net

মিনহাজুল আবেদীন এবং ইহইয়াউল উলুম ইত্যাদি অধ্যায়ন করার তাকিদ দিতে থাকেন। বরং ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের মধ্যে অধ্যয়নের আগ্রহ বৃদ্ধি করার জন্য সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারায় মাকতাবাতুল মদীনার কোন একটি রিসালার পড়ার ঘোষণাও দেন, এটাই নয় বরং লিখিত আকারে এবং অডিও ও ভিডিও এবং ভয়েসের মাধ্যমে সাপ্তাহিক রিসালা পাঠকারীদের বিশেষ দোয়াও দিয়ে থাকেন যাতে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের মধ্যে রিসালা অধ্যয়ন করার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! অধ্যয়ন করা এবং পৃষ্ঠা উল্টানো, পৃষ্ঠা গণনা করা এতে লিখিত কালো লেখার উপর দৃষ্টি দিয়ে চলে যাওয়ার নাম নয় বরং মন লাগিয়ে অধ্যয়ন করা হয় তো সেটার উপকারিতাও অনেক বেশি অর্জিত হয়ে থাকে। অধ্যয়নের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি লিখে নেওয়া অথবা হাইলাইট করার দ্বারা স্মরণ রাখাও সহজ হয়ে যায়, এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অধ্যয়ন প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকার মধ্যে আমাদের জন্য অসাধারণ শিক্ষা রয়েছে:

দ্বীনি অধ্যয়নের ১৮টি নির্দেশিকা:

হাদিসে পাক: "اَلْعِلْمُ اَفْضَلُ مِنَ الْعِبَادَةِ" এর ১৮টি হরফের সাথে সম্পর্ক রেখে ১৮টি নির্দেশিকা লক্ষ্য করুন:

(১) আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের নিয়তে অধ্যয়ন করুন।

(২) অধ্যয়ন শুরু করার আগে হামদ ও দরুদ পড়ার মাধ্যমে পড়ার অভ্যাস গড়ুন, প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যেই নেক কাজের পূর্বে আল্লাহ পাকের হামদ এবং আমার উপর দরুদ পড়া

হলো না সেটাতে বরকত থাকে না।[১] নতুবা কমপক্ষে بِسۡمِ الله শরীফ তো পড়ে নিন কেননা প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের আগে بِسۡمِ الله শরীফ পাঠ করা উচিত। (জামে সগির, পৃ: ৩৯১, হাদিস: ৬২৮৫। এই রিসালার শুরুতে দেওয়া হামদ ও দরুদ পড়ে নেওয়ার দ্বারা اِنۡ شَآءَالله উভয়টি হাদিসে পাকের উপর আমল হয়ে যাবে)

(৩) দাওয়াতে ইসলামী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা ৩২ পৃষ্ঠা সম্বলিত রিসালা "জ্বিনদের বাদশাহ" এর ২৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে "কিবলামুখী হয়ে বসার অনেক বরকত রয়েছে যেমন, ইমাম বুরহান উদ্দীন ইব্রাহিম যারনুজী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: দুইজন শিক্ষার্থী ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য বিদেশ গেল, দুই বছর পর্যন্ত পাঠদান নিতে রইল, যখন দেশে ফিরে আসল তখন তাদের মধ্যে একজন ফকীহ (অর্থাৎ দক্ষ আলিম) হয়ে গিয়েছিল অথচ দ্বিতীয়জন ইলম থেকে বঞ্চিত ছিল। ওই শহরের ওলামায়ে কেরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِم এই বিষয়ে খুবই গবেষণা করল, উভয়ের জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি, সবক মুখস্ত করা এবং বসার ধরন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করা হলো তো একটি বিষয় সামনে আসল সেটা ছিল যে, বান্দা ফকীহ হয়ে ফিরে আসছে তার অভ্যাস এটা ছিল যে, সে সবক মুখস্ত করার সময় কিবলামুখী বসত আর দ্বিতীয়জন যে খালিহাতে ফিরে এসেছে সে কিবলার দিকে পিঠ করে বসার অভ্যস্ত ছিল, সুতরাং সমস্ত ওলামায়ে কেরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِم এই বিষয়ে একমত হলেন যে, এই সৌভাগ্য কিবলার দিকে মুখ করে বসার বরকতে ফকীহ হয়েছে কেননা বসার সময় কাবা শরীফের দিকে মুখ রাখা সুন্নাত।[২]

---

(১). জামে সগির, পৃ: ৩৯১, হাদিস: ৬২৮৫।
(২). তা'লিমুল মুয়াল্লিম তরিকুল ইলম, পৃ: ১১৪।

www.dawateislami.net

(৪) সকালের সময় অধ্যয়ন করা অনেক বেশি উপকারি কেননা সাধারণত তখন ঘুমের ভাব থাকে না আর মস্তিষ্ক বেশি কাজ করে।

(৫) হৈ চৈ থেকে দূরে নির্জনে জায়গায় বসে অধ্যয়ন করুন।

(৬) যদি তাড়াহুড়া অথবা টেনশন অবস্থায় অধ্যয়ন করেন যেমন কেউ আপনাকে ডাকছে আর আপনি পড়তেই রয়েছেন অথবা আপনার ইস্তিঞ্জার প্রয়োজন পড়েছে কিন্তু লাগাতার অধ্যয়ন করেই যাচ্ছেন, এমন সময় আপনার মাথা কাজ করবে না এবং ভুল বুঝার সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে।

(৭) এমন যেকোন পদ্ধতি যার দ্বারা চোখের উপর জোর পড়ে যেমন অনেক বেশি ম্লান বা অনেক বেশি আলো অথবা হাঁটতে হাঁটতে বা চলন্ত গাড়িতে অথবা শুয়ে শুয়ে অথবা কিতাবের উপর ঝুকে পড়ে অধ্যয়ন করাও চোখের জন্য কষ্টদায়ক। বরং কিতাবের উপর ঝুকে পড়ে অধ্যয়ন করা এবং লিখার দ্বারা চোখের ক্ষতিসাধনের পাশাপাশি কোমর ও ফুসফুসের রোগও হতে পারে।

(৮) চেষ্টা করুন যে, আলো যেন উপর থেকেই আসে, পেছনের দিক থেকে আসলেও কোন সমস্যা নেই তবে লেখার উপর যেন ছায়া না পড়ে কিন্তু সামনের দিক থেকে আসাটা চোখের জন্য ক্ষতিকারক।

(৯) অধ্যয়ন করার সময় মস্তিষ্ক ও স্বাস্থ্য উভয় সতেজ থাকা চাই।

(১০) অধ্যয়নের সময় প্রয়োজন সাপেক্ষে হাতে কলম রাখা উচিত যে, যেখানে আপনার কোন বিষয় পছন্দ হবে অথবা এমন বাক্য বা মাসআলা সামনে আসে যেটার পরে আপনার কাজে আসতে পারে, নিজের ব্যক্তিগত কিতাব হলে সেটা আন্ডারলাইন করতে পারবেন।

(১১) কিতাবের শুরুতে সাধারণত এক বা দুইটি পৃষ্ঠা খালি থাকে, সেগুলোর উপর সনাক্তিকরণ লিখতে থাকুন অর্থাৎ ইশারাসূচক কিছু

www.dawateislami.net

লিখে সামনে পৃষ্ঠা নম্বর লিখে নিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাকতাবাতুল মদীনার অনেক কিতাবের শুরুতে সনাক্তিকরণের পৃষ্ঠা লাগানো হয়ে থাকে।

(১২) কঠিন শব্দাবলীর উপরও সনাক্তিকরণ লাগিয়ে নিন এবং কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিতে জিজ্ঞাসা করুন।

(১৩) শুধুমাত্র চক্ষু দিয়ে নয় বরং মুখ দিয়েও পাঠ করুন কেননা এইভাবে মনে রাখা বেশি সহজ।

(১৪) মাঝে মাঝে চোখ ও ঘাড়ের ব্যায়াম করুন কেননা দীর্ঘক্ষণ ধরে এক জায়গায় টানা দেখতে থাকার কারণে চক্ষু ধরে যায় আর অনেক সময় ঘাড়ও ব্যথা হয়ে যায়। এটার পদ্ধতি হলো এটা যে, চোখকে ডানে ও বামে এবং উপর ও নিচে ঘুরান। এইভাবে ঘাড়ও ধীরে ধীরে নাড়া দিন।

(১৫) এইভাবে কিছুক্ষণ অধ্যয়ন করার পর দরুদ শরীফ পাঠ করা শুরু করে দিন এবং যখন চক্ষু ইত্যাদিতে প্রশান্তি অনুভব করবেন তখন পুনরায় অধ্যয়ন করা শুরু করে দিন।

(১৬) একবার অধ্যয়ন করার দ্বারা বিষয়গুলো মুখস্ত হয়ে যাওয়া খুব কঠিন কেননা বর্তমান সময়ে হজম শক্তিও দুর্বল আর স্মরণশক্তিও দুর্বল! সুতরাং দ্বীনি কিতাবাদি ও রিসালা বার বার অধ্যয়ন করুন।

(১৭) বর্ণিত আছে: اَلسَّبَقُ حَرْفٌ وَالتَّكْرَارُ اَلْفٌ অর্থাৎ সবক একটি হরফ হলেও পুনরাবৃত্তি এক হাজারবার হওয়া উচিত।

(১৮) যেসব কল্যাণের বিষয়াদি পাঠ করেছেন সাওয়াবের নিয়তে অপরকেও বলতে থাকুন, এইভাবে اِنْ شَآءَ الله আপনারও মুখস্ত হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সাপ্তাহিক রিসালা অধ্যয়ন দ্বীনি কাজের উপকারিতা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে সুন্নাতের উপর পরিচালিত করতে, নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাতে, ইলমে দ্বীন শিখা, শিখানোর এবং খুব বেশি বেশি নেকী অর্জন করার সাপ্তাহিক রিসালা অধ্যয়নের দ্বীনি কাজ করার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়ুন কেননা এই দ্বীনি কাজটি করার অনেক ফযিলত ও উপকারিতা রয়েছে:

- সাপ্তাহিক রিসালা পড়া/ পড়ানো, শোনা/ শোনানোর দ্বারা ইলমে দ্বীন অর্জন হয়ে থাকে যেটা আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য উত্তম মাধ্যম।
- যেলি হালকায় সম্মিলিতভাবে রিসালা পাঠ করে/রিসালা পাঠ করে শুনিয়ে অথবা ইনফিরাদি কৌশিশ করে রিসালা পাঠ করার বরকতে না শুধুমাত্র জ্ঞান বৃদ্ধি পায় বরং নতুন নতুন ইসলামী ভাইদের মধ্যেও অধ্যয়নের স্পৃহা সৃষ্টি হয়ে থাকে।
- সাপ্তাহিক রিসালা অধ্যয়নের দ্বীনি কাজ নেকীর দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়ারও একটি মাধ্যম কেননা এটার বরকতে নতুন নতুন ইসলামী ভাইও এর দ্বারা দ্বীনি পরিবেশে কাছাকাছি চলে আসবে, হতে পারে অনেক ইসলামী ভাই সাপ্তাহিক রিসালা পাঠ করে গুনাহ থেকে তাওবা করে সুন্নাতের জীবন অতিবাহিত করার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়বে।
- এই দ্বীনি কাজের দ্বারা দ্বীনি কিতাবাদি অধ্যয়নের স্পৃহা সৃষ্টি হবে, যেটার দ্বারা বদ আকিদা, দ্বীন থেকে দূরত্ব ও মূর্খতার অবসান ঘটবে।

www.dawateislami.net

রিসালা অধ্যয়নের মাদানী বাহারঃ

কলকতা (হিন্দ) এর ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হলো, সে সুন্নাতে ভরা জীবন থেকে অনেক দূরে এবং ফ্যাশনধারী যুবক ছিল, একরাত ঘরের দিকে আসার সময় পাগড়ী শরীফের কিছু বাহার দেখতে পেলাম, কাছে গেলাম তো বুঝতে পারলাম যে, বোম্বাই থেকে দাওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলা এসেছে যার কারণে এখানে সুন্নাতে ভরা ইজতিমা হচ্ছে। তার মনে আসল যে, এসব লোক দীর্ঘ সফর করে আমাদের শহর কলকাতায় এসেছে, তাদের কথা শোনা উচিত, সুতরাং সে ইজতিমায় অংশগ্রহণ করল। শেষে ওইসব ইসলামী ভাইয়েরা মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা বন্টন করা শুরু করে দিল, সৌভাগ্যক্রমে একটি রিসালা তার হাতেও আসল, যেটার উপর লিখা ছিল "ভয়ানক উট" ঘরে এসে সে চিন্তা করল যে, এই রিসালাটি কাল পড়ব এবং রিসালা রেখে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিতে শুরু করল, ঘুমানোর পূর্বে এইভাবে রিসালা "ভয়ানক উট" এর যখন পৃষ্ঠা উল্টাল তখন দৃষ্টি এই ইবারতের উপর পড়ল যে "শয়তান লাখো অলসতা দিক এই রিসালাটি অবশ্যই পাঠ করুন اِنْ شَآءَ الله আপনার ভেতর মাদানী পরিবর্তন আসবে।" "এই বাক্যটি তার জন্য চমৎকার কাজ দিল, সে চিন্তা করল" আসলেই শয়তান আমাকে এই রিসালাটি পড়তে দিবে না! কাল কে দেখবে! নেকীর কাজে দেরী করা ঠিক না, এটা এখনই পড়ে নেওয়া দরকার" এটা ভেবে সে রিসালা পাঠ করা শুরু করে দিল, যখন সে "ভয়ানক উট" রিসালাটি পড়ল তখন সেটাতে কাফিরদের পক্ষ থেকে রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর হওয়া জুলুমের আলোচনা পড়ে চোখে পানি চলে আসল, ঘুমও চলে গেল এবং অনেক্ষণ এইভাবে কান্না করতে রইল। এরপর রাতারাতি এই ইচ্ছাপোষণ করল যে, সকালে

www.dawateislami.net

হাতোহাত মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। যখন সকালে মা-বাবার খেদমতে মাদানী কাফেলায় যাওয়ার অনুমতি চাইল তখন তারা খুশিমনে তাকে অনুমতি দিয়ে দিল আর সে তিনদিনের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেল। মাদানী কাফেলা তাকে পরিবর্তন করে দিয়েছে যে, যখন সে কাফেলা থেকে ফিরে এসে নামাযী হয়ে, মাথায় পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে, শরীর মাদানী পোশাক দ্বারা সজ্জিত করে ফিরে আসল। তার মা-বাবা যখন তার এই পরিবর্তন দেখল তখন তারা সীমাহীন খুশি হলো এবং অনেক দোয়া দ্বারা ধন্য করল, নিকট আত্মীয়রাও তার উপর খুশি হলো এখন সে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে সুন্নাতের সাড়া জাগানোর সৌভাগ্য অর্জন করছে।

সাপ্তাহিক রিসালা অধ্যয়ন দ্বীনি কাজের জন্য নির্দেশিকা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! সাপ্তাহিক রিসালা অধ্যয়নের দ্বীনি কাজের পদ্ধতি লক্ষ্য করুন। যেলি হালকার দ্বীনি কাজটিকে যদি মাদানী মারকাযের পদ্ধতি অনুযায়ী করা হয় সেটার বরকতে বেশি ফয়েয ও বরকত অর্জন হওয়ার আশা রয়েছে।

- মাদানী মারকাযের পক্ষ থেকে প্রত্যেক ইসলামী ভাইকে সাপ্তাহিক রিসালা পড়ার/ শোনার তাকিদ দেওয়া হয়।
- এছাড়াও প্রত্যেক যেলি হালকায় প্রতি সাপ্তাহে সম্মিলিতভাবে স্থান নির্ধারণ করে ইসলামী ভাইদেরকে রিসালা পাঠ করে অথবা অডিও ও ভিডিও রিসালা শুনাবেন, প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের ঘরে এবং ঘরের মাহরিমদের একত্রিত করেও সাপ্তাহিক রিসালা পাঠ করে শোনাবেন।

www.dawateislami.net

- নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক সপ্তাহে যেলি হালকার সকল ইসলামী ভাইকে রিসালা ফরওয়ার্ড করুন এবং বিগত সপ্তাহের রিসালা পাঠ করার/ শোনার কার্যবিবরণীও সবার সকল ইসলামী (চাই সে ইসলামী ভাই একাকী রিসালা পড়ুক বা সম্মিলিত ভাবে রিসালা অধ্যয়নের দ্বীনি কাজে অংশগ্রহণ করুক না কেন) এর কাছ থেকে সংগ্রহ করুন এবং যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দিন।
- সাপ্তাহিক ইজতিমাতেও সাপ্তাহিক রিসালার ঘোষণা হয়ে থাকে। সুতরাং ইজতিমার পর মাকতাবাতুল মদীনার স্টল থেকে স্বয়ং নিজেও রিসালা সংগ্রহ করুন এবং নিজের ইসলামী ভাইদেরকেও রিসালা সংগ্রহ করতে উৎসাহিত করুন, যাদের পক্ষ থেকে সম্ভব হবে হাদিয়ার বিনিময়ে ক্রয় করে বন্টনও করুন বা করানোর চেষ্টা করুন।
- সম্মিলিতভাবে রিসালা শোনানো অবস্থায় আগাম স্থান ও সময় নির্ধারণ করুন এবং সকলকে আসার দাওয়াত দিন যে, অমুক সময়ে (যেমন আসর থেকে মাগরিবের নামাযের পর) মদীনা মসজিদ/ ইবাদতখানা অথবা অমুক ইসলামী ভাইয়ের বৈঠকখানায় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা পড়ে/ অডিও শুনোনো হবে। এখন অপেক্ষা করা ব্যতীত একজনই ইসলামী ভাই হোক, নির্ধারিত সময়ে রিসালা পাঠ করা/ শোনার ব্যবস্থা করুন।
- রিসালা পড়া/ শোনার পূর্বে সংক্ষিপ্ত তিলাওয়াত ও নাত হওয়া চাই।
- মসজিদ/ ইবাদতখানা ব্যতীত (অর্থাৎ কোন ইসলামী ভাইয়ের ঘরের বারান্দায়) স্থান পরিবর্তন করে করেও রিসালা শোনানো যেতে পারে, এইভাবে নতুন নতুন ইসলামী ভাই এর দ্বারা উপকৃত হবে।

- রিসালা সম্পূর্ণ শুনে নেওয়ার পর নিজে থেকে আগে গিয়ে সালাম ও মুসাফাহা করুন এবং নতুন নতুন ইসলামী ভাইদের উপর ইনফিরাদি কৌশিশ করে তাদেরকে সাপ্তাহিক ইজতিমা, মাদানী কাফেলা ইত্যাদি দ্বীনি কাজের জন্য প্রস্তুত করুন।
- শেষে মেহেমানদারী (চা, বিস্কুট ইত্যাদি) ও থাকা উচিত, যদি এর মাঝে মাকতাবাতুল মদীনার পকেট সাইজ অথবা বড় সাইজের রিসালা বিদ্যমান থাকে তবে পড়ার উৎসাহের সাথে উপহার হিসেবে পেশ করা যেতে পারে।
- সম্মিলিতভাবে রিসালা শ্রবণ করার পর সালাতু সালামের তিন পঙক্তি এবং মজলিসের শেষে দোয়াও করাবেন।
- সম্মিলিতভাবে অডিও রিসালা শোনানোর জন্য উপযুক্ত সাউন্ডেরও ব্যবস্থা করবেন। যাতে যতগুলো লোক উপস্থিত রয়েছে তাদের প্রত্যেকের নিকট সহজে আওয়াজ পৌঁছে যায়।
- অন্যান্য দ্বীনি কাজ যেমন মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান চালু করার পরও (এই দ্বীন কাজের সিডিউলে যেন সমস্যা না হয় এবং ইসলামী ভাইয়েরা যেন খুব সহজে অংশগ্রহণ করতে পারে) রিসালা পাঠ করে শোনানো যেতে পারে এইভাবে মাদানী কাফেলাতেও দাওয়াত দিয়ে রিসালা পাঠ করে শুনিয়ে দিন।
- সম্মিলিতভাবে রিসালা শোনানো অবস্থায় নির্ধারিত সময়ের দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখবেন, অংশগ্রহণকারীদেরও সময়মতো পৌঁছানোর মানসিকতা দিবেন, যখন সবাই চলে আসবে তখন রিসালা পড়ে/ অডিও শুনিয়ে দিবেন।

www.dawateislami.net

- বড় ইজতিমা (যেমন জুমা মুবারক ইত্যাদির ইজতিমা এতে) রিসালা পাঠ করে শোনানো অবস্থায় কার্যবিবরণী হিসেবে বিবেচ্য হবে না, কেননা এমন ইজতিমাসমূহে সঠিক কার্যবিববরণী সংগ্রহ করা সম্ভব হয়না কেননা শুরুর দিকে সংখ্যা কম হয় তবে বয়ানের শেষের দিকে সংখ্যা বেড়ে যায় এই অবস্থায় কে কতটুকু শুনেছে সেটা গণনা করা সম্ভব নয়।
- সম্মিলিতভাবে রিসালা শ্রবণকারীকে নিজের মরহুম আত্মীয়দের ঈসালে সাওয়াবের নিয়ত কিতাব ও রিসালা (ফয়যানে সুন্নাত, নামাযের আহকাম ও অন্যান্য ছোট বড় কিতাবাদি, রিসালা এবং পাম্পলেট ইত্যাদি) মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করে বন্টন করার মানসিকতা দিবেন।
- সাপ্তাহিক ইজতিমায় নতুন রিসালা ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথে দ্রুত মাকতাবাতুল মদীনা থেকে রিসালা সংগ্রহ করে বন্টন করার ব্যবস্থা করবেন।
- যদি মাকতাবাতুল মদীনার স্টলে রিসালা মওজুদ না থাকে তবে দেরী না করে আইটি ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে দেওয়া ওয়েব Read & liten Islamic book থেকে (যেটা গুগলের play store থেকে ডাউনলোড করে ইনস্টল করতে পারবেন) অথবা দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে আপনার পছন্দের ভাষায় রিসালা ডাউনলোড করে নিজের মোবাইলে থাকা সকল নাম্বার (ওয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম ও ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি) গ্রুফে ফরওয়ার্ড করে দিন।

- আপনার পছন্দের ভাষায় রিসালা না থাকলে নিজের দেশের নিগরানের সাথে যোগাযোগ করে আপনার পছন্দের/ চাহিদা অনুযায়ী রিসালা সংগ্রহ করে পড়া/ শোনার জন্য প্রচার করতে পারেন।
- চলতি সপ্তাহ থেকে প্রতি বুধবার সাপ্তাহিক রিসালা পড়া/ শোনার কার্যবিবরণী সংগ্রহ করার জন্য ফলোআপ করবেন এবং বৃহস্পতিবার মাগরিব পর্যন্ত কার্যবিবরণী পরিপূর্ণ প্রস্তুত করে নিজের নিগরানকে পাঠিয়ে দিবেন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১০) সাপ্তাহিক এলাকায়ী দাওরা

টার্গেট: (প্রত্যেক সপ্তাহে যেলি হালকা (sub unit) এলাকায়ে দাওরা করা ব্যক্তির সংখ্যা কমপক্ষে যেন ৪জন ইসলামী ভাই হয়)

দরুদ শরীফের ফযিলত:

আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ হতে বর্ণিত যে, প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার বাইরে তাশরিফ আনলেন তখন আমিও তাঁর পিছু নিলাম। রাসূল صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি বাগানে প্রবেশ করলেন আর সিজদায় পড়ে গেলেন। সিজদা এত দীর্ঘ করলেন যে, আমার ভয় হলো আল্লাহ পাক রাসূল صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রুহ মুবারক কবজ করে নিয়েছেন হয়ত। সুতরাং আমি কাছে গিয়ে খুব গভীরভাবে দেখতে লাগলাম। যখন তিনি মাথা উঠালেন তখন বললেন: হে আব্দুর রহমান! কী হলো! আমি আমার ভয়ের কথা বললাম তো তিনি বললেন: জিবরাঈল আমীন আমাকে বলল: আপনাকে কি এই কথাটি খুশি করবে না যে আল্লাহ পাক বলেছেন, যে আপনার উপর দরুদে পাক পাঠ করবে আমি তার উপর রহমত অবতীর্ণ করব আর যে আপনার উপর সালাম প্রেরণ করবে তার উপর নিরাপত্তা অবতীর্ণ করব।[১]

نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد   کہیں دُرُود کے پہلے کہیں سلام کے بعد
نبی ہیں سارے نبی پر شہِ اَنام کے بعد   کہ دانہ دانہ ہے تسبیح کا اِمام کے بعد

(১). মুসনদ ইমাম আহমদ, মুসনদ আব্দুর রহমান বিন আউফ, ১/৪০৬, হাদিস: ১৬৬২।

নবী কা নাম হ্যা হার জা খোদা কে নাম বাদ
কাহিঁ দরুদ কে পেহলে কাহিঁ সালাম কে বাদ
নবী হ্যা সারে নবী পর শাহে আনাম কে বাদ
কেহ দানা দানা হ্যা তাসবীহ কা ইমাম কে বাদ(১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

"সাপ্তাহিক এলাকায়ী দাওরা" দ্বীনি কাজের পরিচিতি:

প্রতিদিন অথবা সপ্তাহে দুইদিন অথবা একদিন মসজিদের চারপাশের ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে গিয়ে ঘরসমূহে, দোকানসমূহে এবং রাস্তায় থাকা লোকদেরকে এবং আসা-যাওয়া করা লোকদেরকে আশিকানে রাসূল নেকীর দাওয়াত পেশ করে থাকে, এটাকে "এলাকায়ী দাওরা" বলা হয়। এলাকায়ী দাওরার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত অথবা মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত এবং ব্যবসায়িক জায়গায় যোহর থেকে আসরের আগ পর্যন্ত করা উপকারী।

সিডিউল: আসরের বয়ান ১২ মিনিট এরপর এলাকায়ী দাওরার জন্য যিম্মাদারী বন্টন, বাইরে গিয়ে এলাকায় দাওরা (এর মধ্যে মসজিদে দরস অব্যাহত রাখবেন), মাগরিবের নামাযের পর বয়ান ১৯ মিনিট, এরপর ইনফিরাদি কৌশিশ ১২ মিনিট।

(১). ফারশ পর আরশ, লেখক: মুহাদ্দিসে আযম হিন্দ, পৃ: ৬২।

নেকীর দাওয়াতের ফযিলত:

সূরা আলে ইমরান পারা: ৪ আয়াত নাম্বার ১০৪ ইরশাদ করেন:

وَلۡتَكُنۡ مِّنۡكُمۡ اُمَّةٌ يَّدۡعُوۡنَ اِلَى الۡخَيۡرِ وَيَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡكَرِ ؕ وَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ﴿۱۰۴﴾

(পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১০৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর তোমাদের মধ্যে একটা দল এমন হওয়া উচিত, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান জানাবে, ভালো কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ থেকে নিষেধ করবে। আর এরাই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছে।

হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ "তাফসীরে নঈমী" তে এই আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় বলেন: হে মুসলমানরা! তোমাদের সকলকে একটি দল হওয়া দরকার অথবা এমন সংগঠন থাকা উচিত অথবা এমন একটি দলবদ্ধ থাকা প্রয়োজন যেটা সমস্ত পথভ্রষ্ট লোকদেরকে কল্যাণের (নেকীর) দাওয়াত দিবে, কাফিরদেরকে ঈমানের, ফাসিকদেরকে তাকওয়ার, উদাসিনদের জাগ্রত হওয়ার, মূর্খদেরকে ইলম ও মারিফাতের, রাগীদেরকে ইশকের স্বাদের, ঘুমন্তদেরকে জাগ্রত হওয়ার আর ভালো কথার, উত্তম আকিদার, সৎকাজের কথা, লেখনীর মাধ্যমে, আমলীভাবে, সামর্থ অনুযায়ী, নম্রতার সাথে (এবং শাসক তার অধিনস্তদেরকে) কঠোরভাবে হুকুম দিবে এবং মন্দ কাজ, মন্দ আকিদা, মন্দ কার্যাদি, মন্দ চিন্তাধারা থেকে মানুষকে (স্ব স্ব অবস্থান অনুযায়ী) মুখের কথা দ্বারা, অন্তর থেকে, আমল ও লেখনী দ্বারা এবং তলোওয়ার দ্বারা বাধা প্রদান করবে। আরও বলেন:

প্রত্যেক মুসলমান মুবাল্লিগঃ

সমস্ত মুসলমান মুবাল্লিগ, সবার উপরই ফরজ হলো মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা।[১] আরেকটু সামনে গিয়ে হযরত কিবলা মুফতি সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাঁর তাফসীরে নঈমীতে বুখারী শরীফের এই হাদিসে পাকটি বর্ণনা করেন যে, মানুষের কল্যাণে কাজ করতে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন যেমনঃ بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে পৌঁছিয়ে দাও যদিওবা সেটি একটি মাত্র বাক্য হয়।[২]

کرم سے "نیکی کی دعوت" کا خوب جذبہ دے
دوں دھوم سنّتِ محبوب کی مچا یاربّ

করম সে "নেকী কী দাওয়াত" কা খুব জযবা দে
দুঁ ধূম সুন্নাতে মাহবুব কী মাচা ইয়া রব[৩]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেকীর দাওয়াতের উপকারিতাঃ

হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আরও বলেনঃ "ইসলামে তাবলীগ তথা ইসলামের বাণী প্রচার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত কেননা সমস্ত ইবাদতের উপকারিতা শুধু নিজের সত্তার হয়ে থাকে কিন্তু তাবলীগের উপকার অপরজনও ভোগ করে।" অবশ্য (শুধুমাত্র

---
(১). তাফসীরে নঈমী, ৪/৭২।
(২). বুখারী, ২/৪৬২, হাদিসঃ ৩৪৬১।
(৩). ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃঃ ৭৭।

নিজের উপকার হয় এমন আমলের) এর তুলনায় (এমন আমল যা অপরকেও উপকৃত করে সেটা) উত্তম। যেমন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের ব্যাপারে বলব না যারা আম্বিয়া عَلَيۡهِمُ السَّلَام নন আর না শহীদ কিন্তু কিয়ামতের দিন আম্বিয়া عَلَيۡهِمُ السَّلَام এবং শুহদায়ে কেরাম তাদের পদমর্যাদা দেখে ঈর্ষা করবে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তাদেরকে দান করা মর্যাদার কারণে, তারা নূরের মিম্বরের উপর উপবিষ্ট থাকবেন। সাহাবায়ে কেরামগণ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُم বললেন: তারা কারা? রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: তারা হলো ওইসব লোক যারা আল্লাহ পাকের বান্দাদেরকে আল্লাহর মাহবুব (তথা প্রিয়) বানিয়ে দেয় আর আল্লাহ পাকের ভালোবাসা আল্লাহর বান্দাদের (হৃদয়ে) প্রবেশ করিয়ে দেয়। আর তারা পৃথিবীতে (মানুষকে) উপদেশ দেয়। জিজ্ঞাসা করা হলো: তারা কিভাবে মানুষদেরকে আল্লাহ পাকের প্রিয় বানিয়ে দেয়? বললেন: তারা মানুষকে আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় কথাবার্তার নির্দেশ দেয় এবং অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিষেধ করে, ব্যস যখন লোক তাদের অনুসরণ করবে তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে তাঁর প্রিয়ভাজন বানিয়ে নিবেন।[১]

বাজারে নেকীর দাওয়াত:

একবার হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বাজারে গেলেন আর বাজারে লোকদেরকে বললেন যে, তোমরা এখানে আর মসজিদে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মীরাস বন্টন করা হচ্ছে এটা শুনে লোকজন বাজার ছেড়ে মসজিদে ছুটে গেল এবং মসজিদ থেকে বের হয়ে হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কে বললেন আমরা তো মীরাস বন্টন হতে দেখিনি। তিনি

(১). শুয়াবুল ঈমান, ১/৩৬৭, হাদিস: ৪০৯।

প্রশ্ন করলেন: তাহলে তোমরা ওখানে কী দেখেছ? তারা বলল: আমরা কিছু লোককে দেখলাম যারা, নামায, কুরআনে পাকের তিলাওয়াত এবং ইলমে দ্বীনের শিক্ষা দিতে দেখেছি। বললেন: এটাই হলো রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মীরাস।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বাজারে থাকা লোকদেরকেও না শুধু নেকীর দাওয়াত দিয়েছেন বরং তাদেরকে মসজিদে অব্যাহত থাকা দরস ও বয়ানের দিকে ধাবিত করেছেন যে, তারা যেন মসজিদে চলে আসে এবং ইলমে দ্বীন অর্জন করে। অতঃপর ওইসব লোক কত সৌভাগ্যবান যারা বাজারের লোকদেরকে নেকীর দাওয়াত দিয়ে মসজিদে নিয়ে আসে যে, তারা সাহাবীর তরিকার উপর আমল করছে, আমাদেরও এমন মুবাল্লিগদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর সুন্নাতের সুবাস এবং নেকীর দাওয়াতকে সারা দুনিয়ায় পৌঁছিয়ে দেওয়ার মহান স্পৃহা নিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে মদীনা শরীফের মাটির ওসিলা দিয়ে এই দোয়া করেছেন:

میں مُبلِّغ بنوں سُنّتوں کا، خوب چرچا کروں سُنّتوں کا

یا خُدا! دَرس دوں سُنّتوں کا، ہو کرم! بہرِ خاکِ مدینہ

ম্যা মুবাল্লিগ বনো সুন্নাতো কা, খুব চর্চা করো সুন্নাতো কা

ইয়া খোদা! দরস দুঁ সুন্নাতো কা, হো করম! বেহরে খাকে মদীনা[২]

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

---

(১). মু'জামু আউসাত, ১/৩৯০, হাদিস: ১৪২৯।
(২). ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃ: ১৮৯।

www.dawateislami.net

এলাকায়ী দাওরার মূল উদ্দেশ্য:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমানে অবস্থা খুব দ্রুততার সাথে অবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, একদিকে বে-আমলীর স্রোত তার ধ্বংযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে বদ-আকিদার ভয়ানক তুফানের বরবাদীর ভয়ংকর দৃশ্য উপস্থাপন করছে। এহেন অবস্থায় নেকীর দাওয়াতের গুরুত্ব আরও বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে, দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে যেলি হালকার ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো এলাকায়ী দাওরা যার উদ্দেশ্য হলো নেকীর দাওয়াতকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া এবং মন্দ কার্যাদি থেকে নিষেধ করা যেন প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় উম্মত গুনাহের সাগর থেকে বের হয়ে নেকীর রাস্তায় চলে আসতে পারে। অবশ্যই যেসব এলাকা/ সমাজে নেকীর দাওয়াত দেওয়ার ও মন্দ কাজ থেকে প্রদান করার ধারাবাহিকতা চলতে থাকে সেখানে নেকীর দিকে আকর্ষণ বাড়তে থাকে, মসজিদে নামাযীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও সমাজ থেকে মন্দ বিষয়াদি কমতে থাকে।

"সাপ্তাহিক এলাকায়ী দাওরা" এর উপকরিতা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এলাকায়ী দাওরা এমন একটি দ্বীনি কাজ যার উদ্দেশ্যই হলো নেকীর দাওয়াত দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ বলেন, হে লোকেরা! কল্যাণের নির্দেশ দাও এবং মন্দ বিষয় থেকে নিষেধ করো তোমাদের জীবন সুন্দর কাটবে।[১]

(১). তাফসীরে কবীর, ৩/৩১৬।

আসুন! এলাকায়ী দাওরার মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত দেওয়ার ফযিলত ও উপকারিতা জেনে নিই:

- সাপ্তাহিক এলাকায়ী দাওরার দ্বীনি কাজ সম্পর্কিত হাদিসে মুবারকায় বর্ণনাকৃত اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرْ (অর্থাৎ নেকীর দাওয়াত দেওয়া ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা) এর ফযিলত অর্জন করার সৌভাগ্য অর্জন হয়ে থাকে।
- এলাকায়ী দাওরা ইলমে দ্বীন প্রসার করারও একটি মাধ্যম, সেটা এভাবে যে, যেই লোক নেকীর দাওয়াত শুনে দাওয়াতকারী ইসলামী ভাইয়ের সাথে মসজিদে চলে আসে তবে তার মসজিদে অব্যাহত থাকা মাদানী হালকা ও আদব শিখা এবং মাগরিবের নামাযের পর অনুষ্ঠিতব্য সুন্নাতে ভরা বয়ান থেকে ইলমে দ্বীন অর্জন করার সুযোগ হয়।
- দাওয়াতে ইসলামী হলো মসজিদ ভরা সংগঠন, যার একটি দিক হলো সাপ্তাহিক এলাকায়ী দাওরা যার বরকতে না শুধুমাত্র আমাদের মসজিদে নামাযীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বরং মসজিদসমূহ আবাদ হবে এবং সেগুলোর ঐতিহ্যও ফিরে আসবে।
- নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সালাম দেওয়ার সুন্নাতটি সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগও মিলে থাকে, নিশ্চয় সালামের বরকতে সম্মুখস্ত ব্যক্তির হৃদয়ে দাওয়াতে ইসলামী ওয়ালাদের ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।
- অনেক সময় সাপ্তাহিক এলাকায়ী দাওরা করার সময় মানুষের পক্ষ থেকে এমন বাক্যও শুনতে হয় যা শুনতে অনেক খারাপ লাগে তখন ধৈর্য ও নম্রতার মাধ্যমে উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ করে সাওয়াব অর্জনের সুযোগও মিলবে।

www.dawateislami.net

- এই দ্বীনি কাজটি দাওয়াতে ইসলামীকে প্রসার করার একটি মাধ্যমও যার বরকতে অনেক লোক দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে পরিচিত হয়।
- সাপ্তাহিক এলাকায়ী দাওরার মাধ্যমে না শুধুমাত্র মাদানী উদ্দেশ্য (অর্থাৎ আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।) অর্জনে সফলতা মিলবে বরং এর দ্বারা যেলি হালকায় অন্যান্য দ্বীনি কাজও মযবুত হবে।
- দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী প্রত্যেক সপ্তাহ নিয়মতান্ত্রিকভাবে এলাকায়ী দাওরা করার দ্বারা মাদানী কাফেলার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সহায়তা মিলবে।

যেমনটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: দাওয়াতে ইসলামীর টিকে থাকা হলো মাদানী কাফেলার মধ্যে আর মাদানী কাফেলা টিকে থাকবে এলাকায়ী দাওরার মাধ্যমে বরং তিনি এইভাবে বলেছেন: এলাকায়ী দাওরা মাদানী কাফেলাকে চালানোর একটি মেশিন।[১]

এলাকায়ী দাওরার বরকতে একজন অমুসলিম ইসলাম কবুল করেছে:

করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের চিঠি (letter) এর সারাংশ হলো, তাদের কাফেলা সুন্নাতের খেদমতের জন্য কেমারিতে পৌঁছে, মাদানী কাফেলার শেষ দিন ছিল আর আশিকানে রাসূল নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে দেওয়ার জন্য এলাকায়ী দাওরা নেকীর দাওয়াতে মশগুল ছিলেন, এলাকায়ী দাওরার মাঝে একজন পান ওয়ালাকে নেকীর দাওয়াত দিলেন, নেকীর দাওয়াত দিয়ে আশিকানে রাসূল চলে যেতে লাগলেন, তখনো

(১). নেককার হওয়া ও বানানোর পদ্ধতি, পৃ: ৩২০।

www.dawateislami.net

কয়েক কদম অগ্রসর হয়েছিলেন মাত্র পান ওয়ালা ডাক দিয়ে আশিকানে রাসূলদের আবার পেছনে ডাকলেন, মাদানী কাফেলার আশিকানে রাসূল অবাক হয়ে গেলেন যে, না জানি এমন কী হয়েছে যে পান ওয়ালা মামা আমাদেরকে ডাকছে? আশিকানে রাসূল যখন পেছনে আসলেন তখন পান ওয়ালা মামা এই বিষয়টি প্রকাশ করলেন যে, যখন আপনারা নেকীর দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন পাশে একজন অমুসলিমও দাঁড়িয়ে ছিল, সে নেকীর দাওয়াতের প্রতি প্রভাবিত হয়ে দ্বীনে ইসলামে প্রবেশ করতে চাইছে। এটা শোনামাত্র মাদানী কাফেলার ইসলামী ভাইয়েরা তাকে কালিমা পড়িয়ে ইসলামের সুবাসিত বাগানে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। اَلْحَمْدُلِلّٰه এলাকায়ী দাওরার বরকতে একজন অমুসলিম ঈমানের দৌলত দ্বারা ধন্য হয়ে দ্বীন ইসলামের প্রাথমিক বিষয়াদি ও আহকাম শিখার জন্য ৩০দিনের জন্য মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেল।

মাদানী মারকাযের দেওয়া পদ্ধতির উপর আমল করার বরকত:

একবার এক ইসলামী ভাই কোন এক এলাকায় সাপ্তাহিক এলাকায়ী দাওরার জন্য গেলেন। ওই এলাকার যিম্মাদার ইসলামী ভাইয়েরা বলল, এখান থেকে না মাদানী কাফেলা প্রস্তুত হয় আর না এলাকায়ী দাওরা সফল হয়। কিন্তু যখন ইসলামী ভাই ওখানে গিয়ে মাদানী মারকাযের পদ্ধতি অনুযায়ী এলাকায়ী দাওরা করা শুরু করলেন তখন اَلْحَمْدُلِلّٰه মাদানী মারকায থেকে দেওয়া পদ্ধতির বরকতে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত যথেষ্ট ইসলামী ভাই হাতোহাত মসজিদে চলে আসলো। মাগরিবের নামাযের পর বয়ান হলো আর اَلْحَمْدُلِلّٰه হাতোহাত মাদানী কাফেলা প্রস্তুত হয়ে আল্লাহর রাস্তায় সফর করতে রওনা হয়ে গেলেন।[১]

(১). নেককার হওয়া ও বানানোর পদ্ধতি, পৃ: ৩২০।

“এলাকায়ী দাওরা” এর নির্দেশিকা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! সাপ্তাহিক এলাকায়ী দাওরার পদ্ধতি লক্ষ্য করি:

- যেলি হালকার সাংগঠনিক পদ্ধতি অনুযায়ী সাপ্তাহে কমপক্ষে একদিন এবং আমীরে কাফেলা মাদানী কাফেলায় প্রতিদিন এলাকায়ী দাওরা করবেন।
- সাপ্তাহিক এলাকায়ী দাওরার সর্বোত্তম সময় হলো আসর থেকে মাগরিব আর রমযানুল মুবারকে যোহরের নামাযের পূর্বে। অতএব ওই ওয়াক্তের নামায মনোনীত করুন যার মধ্যে মানুষ প্রশান্তির সাথে বয়ান শুনতে পারবে।
- সাপ্তাহিক এলাকায়ী দাওরার সমস্ত ইসলামী ভাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করুন। এটার শুরু, আসরের নামাযের ২৬ মিনিট আগে করবেন এবং মাগরিবের বয়ানের পর ইনফিরাদি কৌশিশ করবেন।
- এলাকায়ী দাওরার যিম্মাদার আসরের আযানের আগে জমা হওয়া ইসলামী ভাইদের মধ্যে মাদানী মারকাযের পদ্ধতি অনুযায়ী অর্থাৎ দায়ী, খায়রখা (স্বেচ্ছাসেবী) ও মসজিদের দরস ইত্যাদির দায়িত্ব বন্টন করবেন।
- এলাকায়ী দাওরার মধ্যে যেন কমপক্ষে ৪জনের চেয়ে বেশি ৭জন ইসলামী ভাই যেন থাকে। মসজিদে অবস্থানকারীদের সংখ্যা যেন কমপক্ষে দুইজন এবং বাহিরে যাওয়া ইসলামী ভাইদের সংখা যেন কমপক্ষে দুইজন হয়।

www.dawateislami.net

- এলাকায়ী দাওরাতে মসজিদে ফয়যানে সুন্নাতের দরস মেহরাব থেকে সরে গিয়ে একদিকে বসে দিবেন যেন পরবর্তীতে আসা নামাযীদের কষ্ট না হয়, দরস বুঝানোর ধরনে দিবেন।
- যেখানে মসজিদের চারপাশে বসতী বেশি থাকবে সেখানে প্রতি সপ্তাহে আলাদা আলাদা দিকে গিয়ে সাপ্তাহিক এলাকায়ী দাওরা করবেন।
- যেখানে মুসলমানদের বসবাস তো রয়েছে কিন্তু কোন মসজিদ নেই সেখানে কোন ইসলামী ভাইয়ের ঘরের মধ্যে লোকদের জমা করবেন আর ঘরের চারপাশে এলাকায়ী দাওরা করে ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে নেকীর দাওয়াত দিবেন।
- চাকরিরত ইসলামী ভাইয়েরা তাদের ঘরের চারপাশে আর যদি স্টুডেন্ট হয় তবে হোষ্টেলে সাপ্তাহিক এলাকায়ী দাওরা করবে। এলাকায়ী দাওরার পর যেন বয়ানও করে।
- যেসব এলাকায় বর্ণনাকৃত পদ্ধতি অনুযায়ী এলাকায়ী দাওরা করা সম্ভব নয় সেখানে দুইজন করে ইসলামী ভাই মিলে ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে গিয়ে এবং রাস্তায় চলাচলকারী মুসলমানদেরকে নেকীর দাওয়াত পেশ করবে।
- যেসব এলাকায় মুসলিম আর অমুসলিম একসাথে বসবাস করে সেখানে আগে মুসলমানদের ঘরে এবং দোকান সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন, এরপর তাদের কাছে গিয়ে নেকীর দাওয়াত দিবেন।
- এলাকায়ী দাওরার মধ্যে কোন প্রকার বৈষম্য করবেন না, যে যেই দেশের হোক না কেন যেমন (আরবীয়ান, আফ্রিকান, বাঙ্গালী, পাকিস্তানী অথবা ইন্ডিয়ানি ইত্যাদি) সকলকে নেকীর দাওয়াত দিবেন।

- নেকীর দাওয়াতের কাজ এই পদ্ধতিতে করবেন যে, আমাদের এলাকা/ শহরের ঘরে ঘরে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পয়গাম যেন পৌঁছে যায়। এজন্য নিজের যেলি হালকায় সাপ্তাহিক এলাকায়ী দাওরা, যেলি হালকার চারপাশে একদিন আল্লাহর রাস্তায় এবং দূরের শহর/ এলাকায় মাদানী সফর করাবেন।

সাপ্তাহিক এলাকায়ী দাওরায় যিম্মাদারী বন্টন ও কাজঃ

সাপ্তাহিক এলাকায়ী দাওরায় এক ইসলামী ভাই নিগরান, একজন রেহনুমা, একজন দায়ী ও একজন অথবা দুইজন খায়রখা (স্বেচ্ছাসেবী) হবে।

- নিগরানের কাজ হলো এটা যে, সাপ্তাহিক এলাকায়ী দাওরার পূর্বে মসজিদের দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে দোয়া করাবে এবং রেহনুমা ইসলামী ভাই মাদানী কাফেলা ওয়ালাদেরকে মসজিদের কাছাকাছি ঘর, দোকান ইত্যাদি এলাকার স্থানীয় ইসলামী ভাইদের কাছে নিয়ে যাবে এবং সালাম ও মুসাফাহার পর বিনয়ের সাথে আরজ করবে যে, আমরা -----মসজিদে এসেছি, আমরা কিছু বলতে চাইছি, আপনি সাওয়াবের নিয়তে একটু শুনবেন।
- যদি তারা বসা থাকে অথবা কোন কাজে ব্যস্ত থাকে তবে দাঁড়িয়ে শ্রবণ করার অনুরোধ করবেন, এইভাবে করলে তাদের মনযোগ থাকবে।
- রেহনুমা ইসলামী ভাই লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সাথে সাথেই দায়ী ইসলামী ভাই বিনয়ের সাথে নেকীর দাওয়াত দিবে, সে সেময় দায়ী নিজের অসহায়ত্ব এবং মনকে পরিবর্তনকারী আল্লাহর দিকে মনোযোগী হবেন কেননা এটাই হলো সফলতার চাবিকাঠি।

www.dawateislami.net

۞ স্বেচ্ছাসেবী ইসলামী ভাইয়ের কাজ হলো যেসব ইসলামী ভাইয়েরা কিছুটা দূরত্বে রয়েছে তাদেরকে কাছাকাছি করে দিবে এবং দায়ীর দাওয়াত শুনে হাতোহাত মসজিদে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া ব্যক্তিদেরকে নিজের সাথে করে মসজিদে নিয়ে যাবে, বয়ানে বসিয়ে দিয়ে চলে এসে সাপ্তাহিক এলাকায়ী দাওরায় অংশগ্রহণ করবে।(১)

সাপ্তাহিক এলাকায়ী দাওরার পদ্ধতি:

সাপ্তাহিক এলাকায়ী দাওরার দায়িত্ব আসরের আযানের ২৬ মিনিট আগে একত্রিত হওয়া ইসলামী ভাইদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করে দিবেন। (মাদানী কাফেলায় এই যিম্মাদারীগুলো সকালে মাদানী মাশওয়ারার হালকার মধ্যেই বন্টন করে দিবেন।)

এই যিম্মাদারীর মধ্যে রয়েছে: ۞ আসরের এলান ۞ আসরের পর বয়ান (১২ মিনিট) ۞ মসজিদের স্বেচ্ছাসেবী ۞ আসর থেকে মাগরিবের দরস ۞ আসর থেকে মাগরিব মসজিদে হওয়া দরসে অংশগ্রহণকারী ইসলামী ভাই ۞ মাগরিবের এলান ۞ মাগরিবের বয়ান (২৫ মিনিট মাদানী কাফেলার সিডিউলে প্রথমে এবং দ্বিতীয়দিন প্রায় ১২ মিনিট এবং শেষদিন ২৬ মিনিট) অন্তর্ভুক্ত।

যিম্মাদারী বন্টন হয়ে যাওয়ার পর স্বাস্থ্যের অবস্থা (ইস্তিঞ্জা, অযু ইত্যাদি) সেরে সকল ইসলামী ভাই প্রথম কাতারে তাকবীরে উলার সাথে জামাআত সহকারে আসরের নামায আদায় করবেন।

আসরের এলানকারী এবং আসরের বয়ানকারী ইসলামী ভাই ইকাতমত বলা ব্যক্তির পাশে নামায করবেন। যখনই ইমাম সাহেব

(১). নেককার হওয়ার ও বানানোর পদ্ধতি, পৃ: ৩২২।

সালামের ফিরাবেন তো নির্ধারিত ইসলামী ভাই দ্রুত ইমাম সাহেবের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে এইভাবে এলান করবেন।

নোট: (আসরের এলানে নিজের পক্ষ থেকে কোন প্রকার কম-বেশি করবেন না)

আসরের এলান:

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم، اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا رَسُوۡلَ اللّٰہ

আপনাদের এলাকায় নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর জন্য আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন দয়া করে! দোয়ার পর বসুন আর প্রচুর নেকী হাসিল করুন।

দোয়ার পর নির্ধারিত ইসলামী ভাই ১২ মিনিট বয়ান করবেন, যার মধ্যে নেকীর দাওয়াতের ফযিলত বয়ান করা হবে। এরপর (নিচে দেয়া পদ্ধতি অনুযায়ী) সাপ্তাহিক এলাকায়ী দাওরায় অংশগ্রহণ করার তাকিদ দিবেন।[১]

এলাকায়ী দাওরার অনুপ্রেরণা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখনই দোয়ার পর اِنۡ شَآءَ اللّٰہ الۡکَرِیۡم মসজিদের বাহিরে গিয়ে দোকান, ঘর ইত্যাদিতে নেকী দাওয়াত দেওয়া হবে যদি আপনারাও আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেন তবে اِنۡ شَآءَ اللّٰہ আপনারাও অসংখ্য নেকী পাবেন। হাদিসে পাকের সারাংশ হলো: যে কদম আল্লাহর রাস্তায় ধূলোমলিন হবে সেটাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।[২]

(১). নেককার হওয়া ও বানানোর পদ্ধতি, পৃ: ৩২৬ থেকে ৩২৭।
(২). বুখারী, ২/২৫৭, হাদিস: ২৮১১।

www.dawateislami.net

যেহেতু নেকীর দাওয়াত প্রদানকারীদের সঙ্গ দেওয়াও একটি মহান নেকী, সুতরাং আপনারাও আমাদের সাথে এই নেকীর কাজে সহায়তা করুন এবং এলাকায়ী দাওরায় অংশগ্রহণ করুন।

এরপর এইভাবে বলুন: এলাকায়ী দাওরায় অংশগ্রহণ করা ইসলামী ভাইয়েরা আমার ডান দিকে চলে আসুন। যখন কিছু ইসলামী ভাই ডান দিকে চলে যাবে তখন বয়ানকারী ইসলামী ভাই বাকি ইসলামী ভাইদেরকে এইভবে বলবেন:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কাছাকাছি এসে বসুন, اِنْ شَآءَ الله এখানে মসজিদেও বয়ান জারী থাকবে। মসজিদে বসেও অসংখ্য নেকী অর্জন করতে পারেন। সুতরাং আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যেই গোত্র আল্লাহ পাকের কিতাব তথা কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াতের জন্য আল্লাহর ঘরসমূহ থেকে কোন একটি ঘরে জমা হয় তখন একে অপরের সাথে পাঠ অনুশীলন করে তখন তাদের উপর সাকিনা (তথা প্রশান্তি) অবতীর্ণ হয়, আল্লাহ পাকের রহমত তাদেরকে আবৃত করে নেয়, ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে ফেলে আর আল্লাহ পাক তাদের আলোচনা ফেরেশতাদের সামনে করেন।[১]

এরপর দোয়ার পর আসর থেকে মাগরিবে বয়ান করার জন্য নির্ধারিত ইসলামী ভাই বসে ইসলামী ভাইদেরকে আরও কাছাকাছি করে বয়ান শুরু করে দিবেন। যদি আগে থেকে যিম্মাদারী বন্টন না থাকে তবে যেই ইসলামী ভাইয়ের এলাকায়ী দাওরা করনোর যিম্মাদারী রয়েছে তিনি ডান দিকে আসা ইসলামী ভাইদের মধ্যে যিম্মাদারী বন্টন করবেন এবং এলাকায়ে দাওরার ফযিলত ও আদব বলবেন।[২]

---

(১). মুসলিম, পৃ: ১১১০, হাদিস: ৬৮৫৩।
(২). নেককার হওয়ার ও বানানোর পদ্ধতি, পৃ: ৩২৭।

www.dawateislami.net

অতঃপর এলাকায়ী দাওরায় অংশগ্রহণকারী ইসলামী ভাইদেরকে নিগরান, এলাকায়ী দাওরা করার আদব বুঝাবেন, এবং মসজিদের দরজায় দোয়া করে দৃষ্টিকে নত রেখে রাস্তার একপাশে, দুই দুইজন ইসলামী ভাই সারি বেধে হাঁটবেন, রেহনুমা ইসলামী ভাই আগে গিয়ে সালাম দিবেন আর এইভাবে বলবেন: আমরা মসজিদ থেকে এসেছি কিছু আরজ করব আপনি কষ্ট করে একটু শুনবেন। এখন দায়ী (সম্ভব হলে কান্না করে করে) নেকীর দাওয়াত পেশ করবেন।

এলাকায়ী দাওরার আদবঃ

- মসজিদ থেকে বাহিরে দোয়ার পর ইসলামী ভাই দুইজন করে, সারি বেধে হাঁটবে।
- দায়ী আর রেহনুমা আগে থাকবে।
- পরস্পর আলাপ করবেন না।
- চেষ্টা করবেন রাস্তার একপাশে হাঁটবেন।
- যথাসম্ভব দৃষ্টিকে নিচু রেখে হাঁটবেন এবং এদিক সেদিক দেখা থেকে বেঁচে থাকবেন।
- পৃথক পৃথক হওয়ার পরিবর্তে সকল ইসলামী ভাই একসাথে থাকবেন।
- হাতে তাসবীহ আর মুখে দরুদ ও সালাম জারী রাখবেন, দরুদে পাকের বরকতে اِنْ شَآءَالله নেকীর দাওয়াতের প্রভাব সৃষ্টি হবে।
- যদি কারো সাথে তার পরিচিত ব্যক্তির দেখা হয় তবে সে তার সাথে সালাম ও মুসাফাহা করে চলে যাবে অথবা তাকেও সাথে নিয়ে যাবে।
- যখন কারো দরজায় করাঘাত করবেন তখন ঘরের পুরুষদের ডেকে এনে একপাশে দাঁড়িয়ে নেকীর দাওয়াত দিবেন।

www.dawateislami.net

- যখন কাউকে নেকীর দাওয়াত দিবেন তখন কোনো ইসলামী ভাই মাঝখানে বলবেন না বরং সকল ইসলামী ভাই নিরবতার সাথে দৃষ্টিকে নত রেখে শুনবেন।
- চলে আসার সময় ইস্তিগফার পাঠ করে আসবেন।
- মাগরিবের আযানের ১০ মিনিট আগে মসজিদে চলে এসে জারী থাকা দরসে অংশগ্রহণ করবেন।[১]

নেকীর দাওয়াতের আগেকার দোয়াঃ

বয়ানের আদব বর্ণনা করার পর সকল ইসলামী ভাই এলাকায়ী দাওরার জন্য রওনা করবেন। নেকীর দাওয়াতের জন্য যাওয়ার সময় নিগরান ইসলামী ভাই মসজিদ থেকে বাহিরের দরজায় পাশে এই দোয়াটি করবেন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيِّيْن

হে রব্বে মুস্তফা! আমাদের এবং সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদীর মাগফিরাত দান করো। হে আল্লাহ! আমরা নেকীর দাওয়াত দেওয়ার জন্য এলাকায়ী দাওরার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি। এই দ্বীনি কাজে তুমি আমাদেরকে সাহায্য দান করো এবং আমাদের মন লাগিয়ে দাও। হে আল্লাহ পাক! আমাদের হৃদয়ে একনিষ্ঠতা দান করো এবং আমাদের কথার মধ্যে প্রভাব দান করো। হে আল্লাহ পাক! এই এলাকার মুসলমানদেরকেও আমাদের সাথে দ্বীনি কাজ করার তাওফিক দান করো। হে আল্লাহ! আমাদেরকে এবং এই এলাকার বাচ্চাদেরকেও নামাযী ও প্রকৃত আশিকে রাসূল বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ! চারিদিকে যেন সুন্নাতের বাহার চলে আসে। হে আল্লাহ! তোমাকে

(১). নেককার হওয়ার ও বানানোর পদ্ধতি, পৃঃ ৩২৩।

www.dawateislami.net

তোমার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসিলা দিচ্ছি আমাদের এই জীর্ণশীর্ণ দোয়াগুলো কবুল করো।[১] اٰمِين بِجاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নেকীর দাওয়াত (সংক্ষিপ্ত)

আমরা আল্লাহ পাকের গুনাহগার বান্দা আর তাঁর প্রিয় আখেরী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নগন্য গোলাম, নিশ্চয় আমাদের জীবন অনেক সংক্ষিপ্ত, আমরা প্রতিটি মূহুর্তে মৃত্যুর কাছাকাছি হচ্ছি। আমাদের অতিশীঘ্রই কবরে নামিয়ে দেওয়া হবে। মুক্তি আল্লাহ পাকের হুকুম পালন এবং রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমলের মধ্যেই রয়েছে।

আশিকানে রাসূলের সুন্নাতে ভরা দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলা...শহর থেকে আপনারদের এলাকার...মসজিদে এসেছে। আমরা নেকীর দাওয়াতের জন্য উপস্থিত হয়েছি, মসজিদেও এখন দরস জারী রয়েছে, দরসে অংশগ্রহণের জন্য মেহেরবানী করে আমাদের সাথে চলুন, আমরা আপনাকে নিতে এসেছি, আসুন! চলে আসুন...(যদি সে যেতে রাজি না হয় তবে বলবেন যে) আপনি এখন যদি আসতে না পারেন তবে মাগরিবের নামায ওখানে আদায় করুন। নামাযের পর اِنْ شَآءَ الله সুন্নাতে ভরা বয়ান হবে। আপনার নিকট অনুরোধ থাকবে অবশ্যই বয়ান শুনবেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ও আপনাকে উভয় জাহানের কল্যাণ নসীব করুক। আমিন-

দায়ী ইসলামী ভাই (অর্থাৎ নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী) এর মধ্যে নিজের অসহায়ত্ব এবং হৃদয়সমূহের পরিবর্তনকারী আল্লাহ পাকের দিকে

(১). নেককার হওয়ার ও বানানোর পদ্ধতি, পৃ: ৩২৩।

মনোযোগ রাখবে, সকল ইসলামী ভাই নিরবতার সাথে শুনবে। হাতোহাত মসজিদে আসার জন্য প্রস্তুত ইসলামী ভাইদেরকে স্বেচ্ছাসেবী ইসলামী ভাই (ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সাথে কথা বলে) মসজিদ পর্যন্ত দিয়ে আসবে।

যদি কেউও যেতে রাজি না হয় তবে মানুষের ব্যাপারে কুধারণা করার পরিবর্তে সেটাকে নিজেদের একনিষ্ঠতার কমতি মনে করে ইস্তগফার করুন এবং নিজের প্রচেষ্টা মযবুত করুন। যদি কোন অপছন্দনীয় ঘটনার সম্মুখীন হন যেমন কেউ ধমক দিল ইত্যাদি তবে ধৈর্যধারণ করবেন। এলাকায়ী দাওরায় কোথাও চা ইত্যাদির দাওয়াত গ্রহণ করা উচিত নয়। মাগরিবের আযানের কিছুক্ষণ আগেই মসজিদে পৌঁছে যাবেন এবং আসর থেকে মাগরিবে হওয়া দরসে অংশগ্রহণ করবেন, আসার সময় মসজিদের দরজায় নিগরান আবারও সবাইকে নিয়ে দোয়া করবেন।

নেকীর দাওয়াত থেকে আসার পর দোয়াঃ

নেকীর দাওয়াত থেকে ফিরে আসার সময় নিগরান ইসলামী ভাই মসজিদের বাইরে দরজার কাছে এই দোয়াটি করবেন:

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖن

হে রব্বে মুস্তফা! আমাদের ও উম্মতে মুহাম্মদীর মাগফিরাত দান করুন। হে মাওলায়ে কারীম! তোমার দেওয়া তাওফিকে আমরা এলাকায়ী দাওরা করে এখানে মুসলমান ভাইদেরকে নেকীর দাওয়াত দিয়েছি, হে আল্লাহ পাক! আমাদের এই নগন্য চেষ্টাকে কবুল করুন। এর মধ্যে আমাদের যেই উদাসিনতা হয়েছে তা আপনার অনুগ্রহে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমরা স্বীকার করছি যে, আমারা নেকীর দাওয়াত দেওয়ার হক আদায় করতে পারিনি। হে আল্লাহ পাক! ভবিষ্যতে আমাদেরকে

www.dawateislami.net

একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতার সাথে নেকীর দাওয়াত দেওয়ার তাওফিক দান করুন। হে আল্লাহ পাক! আমাদেরকে আমলদার বানিয়ে দাও এবং আমাদের যেসব ইসলাম ভাই আমল থেকে দূরে তাদের সংশোধনের জন্য আমাদেরকে মেহনত ও প্রচেষ্টা করার তাওফিক দান করুন। হে আল্লাহ পাক! এই এলাকার শিশু থেকে কিশোর সবাইকে নামাযী ও একনিষ্ঠ আশিকে রাসূল বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ পাক! চারিদিকে যেন সুন্নাতের বাহার চলে আসে, হে আল্লাহ পাক! তোমাকে তোমার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসিলা দিচ্ছি আমাদের এই জীর্ণশীর্ণ দোয়াগুলো কবুল করুন।(১) اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাগরিবের ঘোষণা:

(মাগরিবের নামাযের) ফরযসমূহের পর এক ইসলামী ভাই এইভাবে ঘোষণা করবেন:

بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا رَسُوۡلَ الله

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাকি নামাযের পর اِنۡ شَآءَ اللهُ الۡكَرِيۡم সুন্নাতে ভরা বয়ান হবে সকলে বসুন আর প্রচুর নেকী হাসিল করুন।

দ্বিতীয় দোয়ার পর একজন ইসলামী ভাই বয়ান করবেন (সময়সীমা: ২৫ মিনিট)।

মুবাল্লিগ এই চারটি ভিত্তির উপর দৃষ্টি রেখে সমাজের চাহিদা অনুযায়ীই বয়ান করবেন: (১) ইসলামী বিধান, (২) সুন্নাতের অনুসরণ, (৩) নেকীর দাওয়াত, (৪) সদাচারণ।

---

(১). নেককার হওয়ার ও বানানোর পদ্ধতি, পৃ: ৩২৫।

www.dawateislami.net

❀ শেষে মাদানী কাফেলার বরকত বর্ণনা করে ভরপুর উৎসাহ প্রদান করবেন, প্রস্তুত হওয়া ইসলামী ভাইদের নামও লিখে নিবেন, স্বেচ্ছাসেবী চলে যাওয়া ব্যক্তিদেরকে বয়ান শোনার জন্য উৎসাহিত করবেন। বয়ানের পর ইনফিরাদি কৌশিশ করবেন (১২ মিনিট)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১১) মাদানী কাফেলা

টার্গেট: (প্রতিটি যেলি হালকায় ৩দিনের একটি মাদানী কাফেলা সফর করবে, সফরকারী কমপক্ষে ৭জন ইসলামী ভাই থাকবে)

দরুদ শরীফের ফযিলত:

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন, আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّلْقَى اللهَ عَزَّوَجَلَّ غَدًا رَاضِيًا فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ অর্থাৎ যার এটা পছন্দ হয় যে কাল (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ পাকের সাথে এই অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তিনি তার উপর রাজি থাকুক তবে তার উচিত আমার উপর অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করা।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে দরুদ ও সালাম! প্রতীয়মান হলো যদি আমরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং তাঁর দরবারে সফল হতে চাই তবে ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সাথে নবীয়ে পাক হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সত্তার উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করাটা নিজেদের প্রতিদিনের ওযিফা বানিয়ে নিই।

وہ سَلامَت رہا قِیامَت میں ۔۔۔ پڑھ لئے دل سے جس نے چار سلام
اس جوابِ سَلام کے صَدقے ۔۔۔ تا قیامت ہوں بے شُمار سلام

---

(১). মুসনদিল ফেরদৌস, বাবুল মীম, ২/২৮৪, হাদিস: ৬০৮৩।

ওহ সালামত রহা কিয়ামত মে
পড় লিয়ে দিল ছে জিস নে চার সালাম
উস জাওয়াবে সালাম কে সদকে
তা কিয়ামত হো বে শুমার সালাম[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

"মাদানী কাফেলা" দ্বীনি কাজের পরিচিতি:

প্রতিমাসে নিজের যেলি হালকা (Sub unit) থেকে ৩দিনের মাদানী কাফেলা সফর করানোর জন্য কমপক্ষে একজন ইসলামী ভাইকে মাদানী কাফেলার দাওয়াত দিবেন এবং নিয়তকারীদের নাম ও যোগাযোগ নাম্বার সংগ্রহ করবেন। কমপক্ষে ৭জন ইসলামী ভাইকে আল্লাহর রাস্তায় সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফরের জন্য প্রস্তুত করাবেন।

দোয়ায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه:

হে আল্লাহ পাক! প্রতি মাসে ৩দিন, প্রতি ১২মাসে একমাস এবং জীবনে ১২ মাসের জন্য তোমার রাস্তায় সফর করার আগ্রহীদেরকে এবং তাদের সদকায় আমাকেও বিনা হিসাবে ক্ষমা দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহর রাস্তায় সফর করার বিধান:

আল্লাহ পাক পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১২২ এ ইরশাদ করেন:

(১). যওকে নাত, পৃ: ১৭১।

www.dawateislami.net

وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْۤا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ﴿۱۲۲﴾

(পারা ১১, সূরা: তাওবা, আয়াত: ১২২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর মুসলমানদের থেকে এটাতো হতেই পারে না যে, সবই একসাথে বের হবে; সুতরাং কেন এমন হলো না যে, তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটা দল বের হতো, যারা ধর্মের জ্ঞান অর্জন করতো এবং ফিরে এসে নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতো; এ আশায় যে, তারা সতর্ক হবে।

এই আয়াতে মুবারাকার ব্যাখ্যায় তাফসীরে সিরাতুল জিনানে রয়েছে (وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ) "আর মুসলমানদের থেকে এটাতো হতেই পারে না" অর্থাৎ ইলম অর্জন করার জন্য প্রত্যেক মুসলমানের তার নিজের দেশ থেকে বের হওয়া ঠিক নয় কেননা এইভাবে কঠিন সমস্যা হবে তো যখন সকলে যেতে পারবে না তখন বড় জামাআত থেকে একটি ছোট জামাআত যেটা বের হওয়াটা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। তারা বের হবে এজন্য যে, যাতে তারা দ্বীনের বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে এবং সেটা অর্জনের জন্য মেহনত করে এবং এর দ্বারা যেন তাদের উদ্দেশ্য হয় ফিরে এসে নিজের সম্প্রদায়কে ওয়াজ ও নসীহত করে যেন ওই সম্প্রদায়ের লোক ওই বিষয় থেকে বেঁচে থাকে যেগুলো থেকে বেঁচে থাকা তাদের জন্য আবশ্যক।[১]

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا হতে বর্ণিত, আরব গোত্রের মধ্য হতে প্রতিটি গোত্র থেকে একটি দল রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে গিয়ে উপস্থিত হতো আর তারা রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(১). মাদারিক, পারা: ১, সূরা: তাওবা, আয়াত: ১২২, পৃ: ৪৫৯।

www.dawateislami.net

এর নিকট দ্বীনি মাসয়ালা ও দক্ষতা অর্জন করতো এবং নিজেদের জন্য ও নিজেদের গোত্রের জন্য বিধান জিজ্ঞাসা করতো। প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগত হওয়ার নির্দেশ দিতেন এবং নামায ও যাকাত ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার জন্য তাদেরকে তাদের গোত্রের জন্য নিযুক্ত করতেন। যখন ওইসব লোক নিজেদের গোত্রে পৌঁছাতো তখন গোত্রের মধ্যে ঘোষণা করে দিতো যে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা আমাদের দলভুক্ত আর লোকদেরকে খোদাভীতি প্রদর্শন করতো এবং দ্বীনের বিরোধিতা করার বিষয়ে ভয় প্রদর্শন করতো।[১] এটি রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুমহান মুযিজা যে, একদম অশিক্ষিত লোকদেরকে কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বীনি আহকামের আলিম ও গোত্রের পথ প্রদর্শক বানিয়ে দিলেন।

আয়াত: وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ দ্বারা প্রতীয়মান হওয়া মাসায়িল হলো:

এই আয়াত দ্বারা ৩টি মাসায়িল প্রতীয়মান হলো:

(১) ইলমে দ্বীন অর্জন করা ফরয। এটার ব্যাখ্যা হলো এটা যে, যেই জিনিস বান্দার উপর ফরয ও ওয়াজিব আর যেটা তার জন্য নিষেধ ও হারাম এবং যে বিষয়ের সম্মুখীন হয় সেগুলো শিখা ফরযে আইন আর এর চেয়ে বেশি ইলম অর্জন করা ফরযে কিফায়া।

হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ইলম শিখা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।[২]

(১). তাফসীরে খাযিন, পারা: ১১, সূরা: তাওবা, আয়াতের পাদটীকা: ১২২, ২/২৯৫।
(২). ইবনে মাজাহ, ১/১৪৬, হাদিস: ২২৪।

www.dawateislami.net

ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ইলম শিখা নফল নামাযের চেয়ে উত্তম।[১]

(২) ইলম অর্জন করার জন্য সফরের প্রয়োজন হলে সফর করুন। জ্ঞান অন্বেষণের জন্য সফর করার হুকম হাদিস শরীফে রয়েছে: হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের রাস্তায় চলে আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন।[২]

(৩) ফিকাহ সর্বোত্তম জ্ঞানসমূহের একটি। হাদিস শরীফে রয়েছে: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: আল্লাহ পাক যার কল্যাণ কামনা করেন তাকে দ্বীনের ফকীহ বানিয়ে দেন। আমি বন্টনকারী আর আল্লাহ পাক হলেন দাতা।[৩]

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا হতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: একজন ফকীহ শয়তানের জন্য হাজারো আবিদের চেয়ে বেশি কঠিন।[৪]

ফিকহ বলতে ধর্মীয় বিধিবিধানের জ্ঞানকে বোঝায়, এবং আইনশাস্ত্র শব্দটি এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

নেকীর পথে নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের মধ্যে "নেকীর দাওয়াত" ছড়িয়ে দেওয়া খুব জরুরী। আফসোস শতকোটি আফসোস! বর্তমানে

(১). তাফসীরে খাযিন, ২/২৯৭।
(২). তিরমিযী, ৪/২৯৪, হাদিস: ২৬৫৫।
(৩). বুখারী, ১/৪৩, হাদিস: ৭১।
(৪). তিরমিযী, ৪/৩১২, হাদিস: ২৬৯০।

মুসলমানদের অনেক বড় একটি সংখ্যা আমলহীনতার শিকার, নেকী করা নফসের জন্য অনেক কষ্টকর আর গুনাহ করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে, মসজিদের শূন্যতা এবং ঘুরাফেরা করার স্থানসমূহ জাঁকজমক, দ্বীনের দরদী লোকদের অশ্রুসিক্ত করে। ইন্টারনেটের অপব্যবহারকারীরা মূলত নিজেদের চোখ থেকে লজ্জা তুলে নিয়েছে, প্রয়োজনীয়তা পূরণ ও সুবিধা লাভের অতিরিক্ত প্রচেষ্টা বহু সংখ্যক মুসলমানকে পরকালের চিন্তা থেকে সম্পূর্ণরূপে উদাসিন করে দিয়েছে। গালমন্দ করা, অপবাদ দেয়া, কুধারণা করা, গিবত করা, চোগলী করা, মানুষের দোষত্রুটি জানার পেছনে লেগে থাকা, মানুষের দোষ বের করা, মিথ্যা বলা, মিথ্যা ওয়াদা করা, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা, শরয়ী বিনা অনুমতিতে কাউকে কষ্ট দেওয়া, কর্জ আদায়ে বিলম্ব করা, কোন জিনিস নির্ধারিত সময়ের জন্য নিয়ে ফিরিয়ে দিতে দেরী করা, মুসলমানদেরকে মন্দ উপাধি দ্বারা ডাকা, কারো জিনিস সে অপছন্দ করা সত্ত্বেও তার অনুমতি ব্যতীত ব্যবহার করা, মদ পান করা, জুয়া খেলা, চুরি করা, ব্যভিচার করা, সিনেমা-নাটক দেখা, গান-বাজনা শোনা, সুদ ও ঘুষের লেনদেন করা, মা-বাবার অবাধ্যতা করা এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়া, আমানতের খেয়ানত করা, মহিলারা পুরুষের আর পুরুষেরা মহিলাদের সাথে সাদৃশ্যতা (অর্থাৎ আকৃতি ধারণ) করা, গর্ব, অহংকার, হিংসা, রিয়াকারী, নিজের হৃদয়ে কোন মুসলমানের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ রাখা, শামাতাত (অর্থাৎ মুসলমানদের রোগ, কষ্ট ও ক্ষতিতে খুশি হওয়া), রাগ আসলে শরীয়তের সীমা অতিক্রম করা, গুনাহের লোভ, আত্মগৌরব, কৃপণতা, স্বার্থপরতার ইত্যাদি বিষয়গুলো আমাদের সমাজে খুবই সাহসিকতার সাথে করা হচ্ছে।

হে সুন্নাতের প্রতি দরদী আশিকানে রাসূল! একটু ভাবুন! গুনাহের জালে ফেসে লোকদেরকে কে বের করবে? চরিত্রহীনতার দিকে পতিত হওয়া লোকদেরকে আদর্শের দিকে কে নিয়ে আসবে? জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজে যারা মগ্ন রয়েছে তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মত আমলে কে লিপ্ত করবে? নিশ্চয় আমাদের একে অপরের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।

মাদানী কাফেলায় সফরের উপকারিতা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাদানী কাফেলায় সফর করাকে জীবনের অভ্যাস বানিয়ে নিন খুব বেশি বেশি নেকী দাওয়াতের প্রসার করুন, গুনাহগারদেরকে নেকীর রাস্তায় নিয়ে আসুন এবং আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه যিনি আমাদেরকে মাদানী উদ্দেশ্য দিয়েছে যে "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে, اِنْ شَآءَ الله" এটা পূরণের জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়ুন নিশ্চয় নিজের সংশোধনের জন্য "৭২ নেক আমলের" উপর আমল করে এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলার মুসাফির হতে হবে। আসুন! মাদানী কাফেলায় সফর করার উপকারিতা লক্ষ্য করি:

- اَلْحَمْدُ لِله মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতে ফরয ও ওয়াজিব এবং সুন্নাত ও মুস্তাহাবের জ্ঞান শিখার সুযোগ মিলে।
- মাদানী কাফেলায় সফরকারী ইসলামী ভাইদের তাকবীরে উলার সাথে সময়মতো ফরয নামায আদায় ও নফল নামায যেমন, তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত ও আওয়াবিন পড়ার সৌভাগ্যও নসীব হয়।

www.dawateislami.net

❁ মাদানী কাফেলায় সফর করার মাধ্যমে না শুধুমাত্র নেকীর উপর স্থায়ীত্ব নসীব হয় বরং নেকী বৃদ্ধিও পায়, এমনকি যখন মাদানী কাফেলার মুসাফির অপরকে নেকীর দাওয়াত পেশ করে তখন যত লোক ওই দাওয়াকে লাব্বাইক বলে তার উপর আমল করবে তাদের প্রত্যেকের আমলের সমান সাওয়াব সেই দাওয়াতকারীও পাবে।

❁ اَلْحَمْدُ لِلّٰه আল্লাহর রাস্তায় সফরকারীদের দোয়াও কবুল হয়ে থাকে। যেমনটি আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তিনটি দোয়া এমন রয়েছে যেগুলো কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই: (১) মযলুমের দোয়া (২) মুসাফিরের দোয়া এবং (৩) মা-বাবার জন্য সন্তানের দোয়া।[১]

❁ মাদানী কাফেলায় ইসলামী ভাইয়েরা ভালো সংস্পর্শ পেয়ে থাকে, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সংশোধন হয়ে থাকে এবং হৃদয় গুনাহ থেকে বেঁচে নেকীর দিকে ধাবিত হয়।

❁ মাদানী মারকাযের দেওয়া সিডিউল (Schedule) অনুযায়ী প্রত্যেক ইসলামী ভাইয়ের জীবনে একবার ১২ মাস, প্রতি ১২মাসে একমাস এবং জীবনভর প্রতিমাসে কমপক্ষে ৩দিন মাদানী কাফেলায় সফর করাকে অভ্যাস বানিয়ে নেওয়া উচিত, اِنْ شَآءَالله এর বরকতে সুন্নাতের অনুসারী হওয়ার, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমান হেফাযতের জন্য মেহনত করার মানসিকতা হবে।

❁ اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী কাফেলায় আমলের পর্যবেক্ষণের সুযোগও মিলে থাকে যার দ্বারা গুনাহের উপর লজ্জাবোধ ও নেকী করার স্পৃহা সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং অহেতুক কথাবার্তা, অযথা আলাপ, রাগ, অহংকার ও অধৈর্যের স্বভাব থেকে মুক্তি মিলে থাকে যা দ্বারা হৃদয় কোমল হয়ে থাকে।

---

(১). তিরমিযী, ৩/৩৬২, হাদিস: ১৯১২।

- মাদানী কাফেলা মসজিদের আবাদ করার মাধ্যমও কেননা যেসব লোক মসজিদে আসে না যখন তাদের কাছে মাদানী কাফেলার মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত পৌঁছে তখন আশা করা যায় যে, তারা মসজিদে আসা ও নামায পড়া শুরু করে দিবে যা দ্বারা মসজিদে নামাযীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং মসজিদও আবাদ হবে।
- মাদানী কাফেলায় সফরকারী ইসলামী ভাইদের আমলীভাবে যেলি হালকায় দ্বীনি কাজ করার সুযোগ মিলে থাকে যার কারণে যেলি হালকার দ্বীনি কাজ মযবুত হয়ে থাকে। যেমন যদি কোন এলাকায় ধারাবাহিকতার সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করে থাকে তো ওখানে ফজরের নামাযের জন্য জাগরণকারী, দরস, মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান, ফজরের পরে তাফসীর শোনানোর হালকা, এলাকায়ী দাওরা, সাপ্তাহিক ইজতিমা, সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা ও অন্যান্য দ্বীনি কাজ মযবুত হতে থাকবে।
- মাদানী কাফেলায় সফরকারীদের এলাকায়ী দাওরা ও ইনফিরাদি কৌশিশের আদব শিখার পাশাপাশি আমলীভাবেও সুযোগ মিলে থাকে।
- মাদানী কাফেলায় সফরকারী ইসলামী ভাইদের উপর খুশি হয়ে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: মাদানী কাফেলায় সফরকারীরা আমার প্রিয়ভাজন এবং আমার হৃদয়ে তাদের খুব স্থান রয়েছে।[১] আমি মাদানী কাফেলা ওয়ালা, আমি মাদানী কাফেলাকে ভালোবাসি।[২] এছাড়া মাদানী কাফেলায় সফরকারী ইসলামী ভাইদেরকে দোয়ায়ে মদীনা ও দোয়ায়ে জান্নাত দ্বারা ধন্য করে থাকেন:

---

(১). মাদানী মুযাকারা, ১৩ রমযান ১৪৩৬ হিঃ মোতাবেক ৩০ জুন ২০১৫ খ্রিঃ।
(২). মাদানী মুযাকারা, ৮ যিলহজ্ব, ১৪৩৫ হিঃ মোতাবেক ৩ অক্টোবর ২০১৪ খ্রিঃ।

سفر جو کرے قافلوں میں مسلسل　　　میں دیتا ہوں اُس کو دُعائے مدینہ

সফর জো করে কাফেলোঁ মে মুসালসাল
মে দেতা হুঁ উস কো দোয়ায়ে মদীনা[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　❀❀❀　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদ আবাদ হয়ে গেল:

এক ইসলামী ভাইয়েরা বর্ণনা: সুন্নাতের মাদানী তরবিয়্যতের জন্য দাওয়াতে ইসলামী ওয়ালাদের পক্ষ থেকে আশিকানে রাসূলের ১২দিনের মাদানী কাফেলা করাচী থেকে পাঞ্জাবের একটি শহরে গেলো। মসজিদের দরজায় তালা লাগানো ছিল, যখন চাবি সংগ্রহ করলাম, দরজা খুলে দেখলাম প্রত্যেকটা জিনিস ধূলোবালিতে ভরা ছিল, এমন মনে হলো যে অনেকদিন ধরে মসজিদ বন্ধ পড়ে ছিল। اَلْحَمْدُ لِله আমরা সবাই মিলে পরিষ্কার করলাম, এলাকায়ী দাওরা করে শহরের লোকদেরকে নেকীর দাওয়াত দিয়ে মসজিদে আসার অনুরোধ করলাম। আফসোস! আমাদের একনিষ্ঠতার কমতির কারণে একজন ব্যক্তিও আমাদের সাথে আসল না, কিন্তু আমরা সাহস হারায়নি, আল্লাহ পাকের নাম নিয়ে পাশেই একটি খেলার মাঠে গেলাম আর ভয়ে ভয়ে খেলায় মশগুল থাকা যুবকদেরকে খেদমতে নেকীর দাওয়াত পেশ করলাম। তাদের হৃদয় গলে গেল, কিছু যুবক হাতোহাত আমাদের সাথে চলে আসল, মসজিদে এসে আমাদের সাথে নামায পড়া ও সুন্নাতে ভরা বয়ান শোনার সৌভাগ্য অর্জন করল, আমাদের অনুরোধে তারা ওই মসজিদটি আবাদ করার নিয়ত করল। এই

(১). ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃ: ৩৬৯।

দৃশ্য দেখে ওখানে থাকা ৭০ বছর বয়সী এক বুযুর্গ অশ্রুসিক্ত হয়ে বলতে লাগলেন: আমি তো লোকদের বলতাম যে মসজিদ আবাদ করো কিন্তু কে শুনে আমার কথা? اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজ আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলার বরকতে আমাদের মসজিদ আবাদ হয়ে গেল।(১)

যেলি হালকা (Sub unit) থেকে মাদানী কাফেলা প্রস্তুত করার পদ্ধতি:

মাদানী কাফেলা প্রস্তুত করার জন্য নিচে দেওয়া বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখলে কম সময়ের মধ্যে বেশি ইসলামী ভাই কাফেলার জন্য প্রস্তুত হবে।

- প্রত্যেকের উচিত যে, হিকমতে আমলী দ্বারা প্রত্যেকের নিকট মাদানী কাফেলার দাওয়াত পৌঁছানোর চেষ্টা করা। দরস, বয়ান, এলাকায়ী দাওরা ও সাপ্তাহিক ইজতিমা ইত্যাদি দ্বীনি কাজের পর সামনে অগ্রসর হয়ে সালাম ও মুসাফাহা করে ইনফিরাদি কৌশিশ করবেন এবং নিয়তকারীদের নামও লিখবেন।
- যখন, যেখানে যার সাথেই সাক্ষাত হয়েছে তাকে কাফেলার দাওয়াত অবশ্যই দিবেন। প্রসিদ্ধ বাণী: "اِذَا كُرِّرَ تَقَرَّرَ অর্থাৎ যখন কোন কথা বার বার বলা হয় তো সেটা হৃদয়ে বসে যায়।" মাদানী কাফেলার বার বার দাওয়াতও অপরকে এই মনোভাবটি দিবে যে, আমাকেও মাদানী কাফেলার মুসাফির হতে হবে।
- যখন কোন নতুন ইসলামী ভাইকে দাওয়াত দিবেন তখন প্রাথমিক পর্যাযে তাকে মাদানী কাফেলা সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দিবেন এবং

(১). রসায়িলে দাওয়াতে ইসলামী, ওয়াকফে মদীনা, পৃ: ২৬১ সামান্য পরিবর্তন সহকারে।

www.dawateislami.net

আল্লাহর রাস্তায় সফর করার ফযিলত বলবেন, কিছু না কিছু উৎসাহমূলক কথা যদি মুখস্ত থাকে তবে মাদানী কাফেলার দাওয়াত দেওয়া সহজ হবে। (কিতাব "নেককার হওয়ার ও বানানোর পদ্ধতি" থেকে সহায়তা নিতে পারেন)

- মাদানী কাফেলা প্রস্তুত করার মাঝে সাহস না হারিয়ে লাগাতার ইনফিরাদি কৌশিশ অব্যাহত রাখবেন।
- মাদানী কাফেলা প্রস্তুত করার জন্য আমলী পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি সত্যমনে আল্লাহ পাকের দরবারেও দোয়া করতে থাকুন। এবং যখন ঘর থেকে মাদানী কাফেলার জন্য বের হবেন তখন মা-বাবার দ্বারা দোয়া করাবেন এবং অযু অবস্থায়ও থাকবেন। এর দ্বারা আপনার উপর আত্মবিশ্বাসও বাড়বে।
- দাওয়াত দেওয়ার সময় যদি কোন ইসলামী ভাই তার পেরেশানীর কথা বলে তবে তাকে সমবেদনা জানাবেন আর যদি সম্ভব হয় তবে সমস্যার সমাধান পেশ করুন যেমন রুহানী চিকিৎসা করান অথবা দোয়া বলে দিন। এরপর মাদানী কাফেলার বরকতে মুসিবত থেকে মুক্তি পাওয়া ব্যক্তিদের ঘটনা বলে আল্লাহর রাস্তায় সফর করার প্রতি উৎসাহিত করুন।
- যদি কারো মাদানী কাফেলায় সফর করার অনুমতির সমস্যা হয় তবে তার ঘরে গিয়ে অথবা ফোনে তার সম্মানিত পিতা/ বড় ভাইয়ের কাছ থেকে অনুমতি চাইবেন। প্রয়োজন সাপেক্ষে নিগরান সাংগঠনিক যিম্মাদার অথবা কোন ব্যক্তি যেমন ইমাম ও খতিব সাহেব অন্যান্যদেরও সাহায্য নিতে পারেন।

- মাদানী কাফেলায় রওনা করার কমপক্ষে ৭দিন আগে এটা খুব বেশি প্রচার করবেন। প্রত্যেক ইসলামী ভাই উৎসাহস্বরূপ অন্যদেরকে বলবেন যে, আমি اِنْ شَآءَ الله অমুক তারিখে মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করছি, আপনাকেও দাওয়াত দিচ্ছি, আপনিও নিয়ত করুন।
- মাদানী কাফেলার সফর করার দাওয়াত দিতে গিয়ে আম্বিয়ায়ে কেরাম, সাহাবায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের আত্মত্যাগ সমূহের ঘটনাবলী বলবেন এবং আল্লাহর রাস্তায় সফর করার ক্ষেত্রে আসা বাধা দূর করার পদ্ধতিও বলবেন। (যদি দ্বীনি পরিবেশ ওয়ালা হয় তবে অবশ্যই আমীরে আহলে সুন্নাতের ত্যাগের ঘটনাবলীও শোনাতে পারেন)
- মাদানী কাফেলার তারিখ নির্দিষ্ট হওয়া উচিত, যেলি হালকার ইসলামী ভাইদের নিকট গিয়ে ইনফিরাদি কৌশিশ করবেন, তাদের নিয়তসমূহ (মাদানী কাফেলা প্যাডে) লিখে নিবেন, যেলি মাদানী কাফেলা যিম্মাদারের কাছে যেলি হালকায় (সমস্ত যিম্মাদার ও মুহাব্বতকারী) ইসলামী ভাইদের তালিকা থাকা চাই, তদানুযায়ী ইনফিরাদি কৌশিশ করবেন, নিয়তকারীদের স্মরণও করিয়ে দিতে থাকবেন।
- মনে রাখবেন! মাদানী কাফেলাতে ৭ থেকে ১২জন ইসলামী ভাই থাকা চাই, যার মধ্যে সফরকারীদের বয়স কমপক্ষে যেন ২২ বছর হয়।

মাদানী কাফেলায় সফর করার পদ্ধতিঃ

সফরের আগের নিয়তসমূহঃ

(১) যদি শরয়ী পরিমাণ সফর হয় তবে সফরের আগে ঘরে দুই রাকাত নফল পড়ে নিব যদি মাকরুহ ওয়াক্ত না হয় (২) সকলের সাথে

মিলে যানবাহনের দোয়া, সতর্কতামূলক তাওবা ও ঈমান নবায়ন এবং গুনাহ থেকে তাওবা করব (৩) আমীরে কাফেলার আনুগত্য ও মাদানী কাফেলার জাদুওয়াল (Schedule) এর অনুসরণ করব (৪) মুখ, চোখ ও পেটের কুফলে মদীনা লাগাবো (৫) প্রতিটি ক্ষেত্রে নেক আমলের উপর আমল জারী রাখব (৬) অযু, নামায ও কুরআনুল কারীমে যেসব ভুলভ্রান্তি রয়েছে সেগুলো আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শে থেকে শুদ্ধ করব। (যারা জানে তারা এই নিয়ত করবে যে, আমি শিখাবো) (৭) সুন্নাত ও দোয়া শিখবো ও শিখাবো (৮) পাঁচ ওয়াক্তের নামায মসজিদের প্রথম কাতারে তাকবীরে উলার সাথে জামাআত সহকারে আদায় করব (৯) তাহাজ্জুদ, চাশত, ইশরাক ও আওয়াবিনের নফলসমূহ এবং সালাতুত তাওবা পড়ব (১০) ফজরের নামাযের জন্য মুসলমানদেরকে ঘুম থেকে জাগ্রত করব (১১) সুযোগ হলে দরস দিব এবং সুন্নাতে ভরা বয়ান করব (১২) মুসলমানদের সাথে উৎফুল্ল মনে সাক্ষাত করে তাদেরকে ইনফিরাদি কৌশিশ করব এবং মাদানী কাফেলায় হাতোহাত সফরের জন্য প্রস্তুত করব (১৩) নিজের জন্য, পরিবারের জন্য এবং সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য কল্যাণের দোয়া করব (১৪) সব সময় সাথে থাকার ক্ষেত্রে হক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়, সুতরাং ফিরে আসার সময় সবার কাছে এক এক করে বিনয়ের সাথে ক্ষমা চাইবো। (১৫) শরয়ী সফর থেকে ফিরে আসার পর ঘরের লোকদের জন্য উপহার নিয়ে আসবো। (১৬) (সফর যদি শরয়ী হয় তবে) মসজিদে এসে মাকরুহ ওয়াক্ত না থাকলে সফর থেকে চলে আসার দুই রাকাত নফল আদায় করব এবং পরিস্থিতি সাপেক্ষে ভালো ভালো নিয়ত করতে থাকবো।

মাদানী কাফেলার সংক্ষিপ্ত জাদুওয়াল (Schedule):

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুন্নাতের তরবিয়্যতের মাদানী কাফেলায় সফরের উপকারিতা পরিপূর্ণভাবে আমরা তখন অর্জন করতে পারব যখন ঘর থেকে বের হওয়া থেকে নিয়ে ফিরে আসার পর্যন্ত (অর্থাৎ মাদানী তরবিয়্যতের সমস্ত বিষয়াদি, দরস ও বয়ান, খাওয়া-পান করা, ঘুমানো-জাগরণের সুন্নাত ও আদব ইত্যাদি) আমাদের সফর মাদানী মারকাযের দেওয়া পদ্ধতি এবং মাদানী কাফেলার জাদুওয়াল অনুযায়ী হবে।

মাদানী কাফেলায় সফর করার সংক্ষিপ্ত জাদুওয়াল পেশ করা হলো:

(১) জাদুওয়াল, ঘোষণার পুনরাবৃত্তি এবং মাদানী মাশওয়ারার হালকা (৯: ৩০ থেকে ৯: ৫৬) এই হালকায় তিলাওয়াত ও নাত ৫ মিনিট এবং ২১ মিনিট জাদুওয়াল এবং এলানের পুনরাবৃত্তি এবং মাশওয়ারার হালকা লাগাবেন। (যদি ৩দিনের মাদানী কাফেলা হয় তবে জাদুওয়ালের পুনরাবৃত্তি আমীরে কাফেলা নিজে করবেন, শোরাকাদের কাছ থেকে শুধুমাত্র এক একটি কাজের পরামর্শ নিবেন।)

(২) মাদানী উদ্দেশ্যেও বয়ান (৯: ৫৬ থেকে ১০: ৩৭) (৪১ মিনিট) এই হালকায় প্রাথমিক পর্যায়ে ২৬ মিনিট শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা থেকে বয়ান এবং শেষে ১৫ মিনিটে যেলি হালকার ১২ দ্বীনি কাজের মধ্য হতে কোন একটি দ্বীনি কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করবেন।

(৩) একাকী ইবাদতের হালকা (১০: ৩৭ থেকে ১০: ৫৬) (১৯ মিনিট) এই হালকায় তিলাওয়াতে কুরআন, যিকরুল্লাহ, দরুদ শরীফ, ৪০ রুহানী চিকিৎসা, অসুস্থ আবিদ, ব্যাঙের উপর বিচ্ছু "রিসালা থেকে ওয়াযিফার ব্যবস্থা করবেন। এতে অধ্যয়নও করতে পারেন।

www.dawateislami.net

(৪) সংক্ষিপ্ত নেকীর দাওয়াত (১০: ৫৬ থেকে ১১: ০৮) (১২ মিনিট) এতে সংক্ষিপ্ত নেকীর দাওয়াত মুখস্ত করাবেন, যদি এটি কারো মুখস্ত থাকে তবে ইনফিরাদি কৌশিশের উৎসাহমূলক বাক্যগুলো মুখস্ত করাবেন।

(৫) ইনফিরাদি কৌশিশের পদ্ধতি হলো (১১: ০৮ থেকে ১১: ২০) (১২ মিনিট) আমীরে কাফেলা, ইনফিরাদি কৌশিশের পদ্ধতি শিখাবেন এবং আমলীভাবে করে দেখাবেন এবং যেসব ইসলামী ভাইদের আগের হালকায় মুখস্ত হয়নি তাদেরকে এই হালকাতেও মুখস্ত করাবেন।

(৬) ইনফিরাদি কৌশিশের হালকা: (১১: ২০ থেকে ১২: ০০) (৪০ মিনিট) এতে ইসলামী ভাই বাহিরে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে ইনফিরাদি কৌশিশ করবেন এবং ইসলামী ভাইদেরকে হাতোহাত মসজিদে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবেন, এর মধ্যে কিছু ইসলামী ভাই মসজিদে যেলি হালকার দ্বীনি কাজের ক্ষেত্রে একে অপরের উপর ইনফিরাদি কৌশিশ করার মানসিকতা বানাবেন। এর মধ্যে প্রভাব সম্পন্ন ব্যক্তিত্বগণ যেমন ওলামা, মাশায়িখ ইত্যাদিও সাথে সাক্ষাত করে দাওয়াতে ইসলামী ও সেটার বিভাগসমূহের সাথে পরিচয় করিয়ে মাদানী কাফেলায় সফর করার দাওয়াত পেশ করবেন।

(৭) সুন্নাত ও আদব শিখার হালকা (১২: ০০ থেকে ১২: ৩০) (৩০ মিনিট) এই হালকায় আমীরে কাফেলা সদস্যদেরকে সুন্নাত ও আদব শিখাবেন, ৩দিন, ১২ দিন ও একমাসের মাদানী কাফেলায় সুন্নাত ও আদব শিখার ব্যবস্থা আলাদা আলাদা হবে।[১]

---

(১).এটার বিস্তারিত "নেককার হওয়ার ও বানানোর পদ্ধতি" কিতাব থেকে ১৫৪ পৃষ্ঠা থেকে ১৫৭ পৃষ্ঠায় লক্ষ্য করুন।

www.dawateislami.net

(৮) খাবারের বিরতি ও চৌক দরস (১২: ৩০) খাবার আহার করবেন এবং যোহরের ১২ মিনিট আগে (৭ মিনিট) ফয়যানে সুন্নাত থেকে চৌক দরস দিবেন। দরসের পর যোহরের নামাযের দাওয়াত দিয়ে সদস্যদেরকে নিজের সাথে মসজিদে নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন। যেসব ইসলামী ভাই পাশ্ববর্তী মসজিদে যোহরের দরসে জন্য যাবে তারা চৌক দরসের পর রওনা হয়ে যাবেন।

(৯) যোহরের পর দরস (৭ মিনিট) ফয়যানে সুন্নাত থেকে দরস দিবেন।

(১০) নামাযের আহকাম (৩০ মিনিট) এই হালকায় ৩দিন, ১২দিন এবং ১ মাসের মাদানী কাফেলায় শিখার ব্যবস্থা আলাদা আলাদা হবে। (এটার বিস্তারিত “নেককার হওয়ার ও বানানোর পদ্ধতি” কিতাবের ১৬০ থেকে ১৭০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

(১১) দরস ও বয়ান শিখার হালকা (১৯ মিনিট) এই হালকায় আমীরে কাফেলা, শোরাকাদের মধ্যে যারা দরস দিতে পারে না, তাদেরকে দরস আর যারা বয়ান করতে পারে না তাদেরকে বয়ান করা শিখাবেন।

(১২) দোয়ার হালকা (১৯ মিনিট) গরমকালে এই হালকা এই সময় আর শীতকালে এশার পর হবে।

(১৩) আরামের বিরতি: হালকার পর আসর পর্যন্ত আরামের বিরতি।

(১৪) আসরের পর এলান ও বয়ান (১২ মিনিট) নেকীর দাওয়াতের ফযিলতের উপর বয়ান করবেন। (আসরের বয়ানসমূহ “নেক বাননে ও বানানে কে তরীকে” এর ৩২৮ পৃষ্ঠায় লক্ষ্য করুন)

(১৫) এলাকায়ী দাওরা: এলাকায়ী দাওরার আসরের পর করবেন।

www.dawateislami.net

(১৬) আসর থেকে মাগরিবের দরস: এই হালকায় ফয়যানে সুন্নাত (প্রথম খন্ড) এবং বয়ানাতে আত্তারীয়া থেকে দরস দিবেন। শেষে কয়েক মিনিট সুন্নাত ও আদব শিখা ও শিখানোর হালকা লাগাতে হবে।

(১৭) মাগরিবের পর এলান ও বয়ান: মাগরিবের পর কোন ভালো মুবাল্লিগ দ্বারা বয়ান করাবেন, এরপর ইনফিরাদি কৌশিশ (১২ মিনিট) করবেন। প্রথমদিন মাদানী কাফেলার নিয়ত এবং আল্লাহর রাস্তায় সফর করার গুরুত্ব এবং নিয়তের ফযিলতের উপর বয়ান করবেন। দ্বিতীয়দিন নাম লিখানোর উৎসাহ দিবেন এবং নাম লিখিয়ে নিবেন আর তৃতীয়দিন বুযুর্গানে দ্বীন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দ্বীনের খাতিরে দেওয়া ত্যাগের কথা আলোচনা করে সফরের প্রতি উৎসাহ প্রদান করুন এবং দ্রুত সফরের ব্যবস্থা করবেন। (মাগরিবের বয়ানসমূহ "নেক বাননে ও বানানে কে তরীকে" কিতাবের ৩৭৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

(১৮) খাবারের বিরতি: বয়ানের পর সাক্ষাত ও খাবার খাবেন।

(১৯) এশার পর দরস (৭ মিনিট) ফয়যানে সুন্নাত (সংশোধিত/আমীরে আহলে সুন্নাতের অন্যান্য কিতাব ও রিসালা থেকে দরস দিবেন। (বিস্তারিত জানার জন্য রিসালা অধ্যয়ন করুন)

(২০) হালকা পুনরাবৃত্তি: সারাদিন যা কিছু শিখেছে, আমীরে কাফেলা স্বয়ং নিজেই সেগুলো পুনরাবৃত্তি করাবেন আর যদি খুশিমনে বলতে চায় তবে জিজ্ঞাসা করবেন এবং প্রয়োজনে উৎসাহ দিবেন।

(২১) ঘুমানোর পূর্বের এবং জাগ্রত হওয়ার পরের কার্যক্রম সম্মিলিতভাবে নেক আমল রিসালা পূরণ করা, সালাতুত তাওবা পড়া, সূরা মূলকের তিলাওয়াত শোনার পর বিশ্রামের বিরতি হবে এবং সুবহে সাদিক থেকে (১৯ মিনিট) আগে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদের নামায আদায়

করবেন। যেই ইসলামী ভাই পাশের কোন মসজিদে ফয়যানে সুন্নাতের দরস দেয়ার জন্য যাবে সে ফজরের আযানের আগে রওনা হয়ে যাবে।

(২২) ফজরের নামাযের জন্য জাগ্রত করা: ফজরের আযানের পর লোকদেরকে নামাযের জন্য জাগিয়ে দিবেন।

(২৩) ফজরের পর এলান ও বয়ান (৭ মিনিট থেকে ১২ মিনিট) এই বিষয়াদি যিকরুল্লাহ, বিসমিল্লাহ শরীফ, তিলাওয়াতে কুরআন ও দরুদ শরীফের ফযিলতের মধ্য হতে কোন একটি বয়ান করবেন।

(২৪) তাফসীর শোনা ও শোনানোর হালকা: আমীরে কাফেলা ফজরের বয়ানের পর শোরাকাদেরকে হালকা আকারে বসিয়ে ৩ আয়াত তিলাওয়াত সহকারে কানযুল ঈমানের অনুবাদ ও তাফসীরে সিরাতুল জিনান, খাযায়িনুল ইরফান, নূরুল ইরফান ও ফয়যানে সুন্নাত থেকে ধারাবাহিক চার পৃষ্ঠা শোনানোর পর শোরাকাদের সাথে মিলে শাজারা শরীফ পাঠ করবেন।

(২৫) ইশরাক ও চাশত: সূর্য উদয়ের পর ইশরাক ও চাশতের নামায পড়ার ব্যবস্থা করবেন।

(২৬) শেষের ১০টি সূরা মুখস্ত করানো বা মাদরাসাতুল মদীনা বালেগানের হালকা: ৩ দিনের মাদানী কাফেলায় শোরাকাদেরকে ১০টি সূরার মধ্য হতে যেকোন একটি সূরা মুখস্ত করাবেন, ১২ দিন এবং ১মাসের মাদানী কাফেলায় মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান লাগাবেন, যেটাতে মাদানী কায়েদা পড়াবেন।

(২৭) ইশরাক ও চাশতের পর বিশ্রামের বিরতি: নাস্তা ৯:০০ টায় এবং ৯:৩০ থেকে দ্বিতীয়বার মাদানী হালকা শুরু করবেন।

মাদানী কাফেলায় জাদুওয়ালের পুনরাবৃত্তির পদ্ধতি:

اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী মাশওয়ারার হালকা জারী রয়েছে, اِنْ شَآءَ الله সাড়ে ১২টা পর্যন্ত শিখা ও শিখানোর আমল জারী থাকবে। এরপর সুন্নাত অনুযায়ী বসে খাবার খাবেন, (মাহে রমযানুল মুবারকে এই স্থানে খাবারের আলোচনা করবেন না) এরপর দৃষ্টিকে নত রেখে, মুসলমানদের সালাম দিয়ে দিয়ে কোন জনবহুল জায়গায় জনসাধারণের হকের দিকে খেয়াল রেখে চৌক দরস দিবেন।

যোহরের নামাযের জন্য খুব দ্রুত প্রস্তুত হয়ে মসজিদের প্রথম কাতারে তাকবীরে উলার সাথে জামাআত সহকারে যোহরের নামায আদায় করবেন। যোহরের নামাযের পর দরস দেয়া বা শোনার সৌভাগ্য অর্জন করবেন। এরপর اِنْ شَآءَ الله শিখা শিখানোর হালকা জারি থাকবে। এরপর কিছুক্ষণ আরামের বিরতি হবে, এরপর আসরের আযানের পূর্বে প্রস্তুত হয়ে মসজিদের প্রথম কাতারে তাকবীরে উলার সাথে জামাআত সহকারে আসরের নামায আদায় করবেন। নামাযের পর এক ইসলামী ভাই এলান করবেন। এরপর اِنْ شَآءَ الله বয়ান হবে। বয়ানের পর এলাকায়ী দাওরা (মসজিদের বাহিরে গিয়ে লোকদেরকে নেকীর দাওয়াত দেওয়ার) সৌভাগ্য অর্জন করার জন্য বাহিরে যাবেন। এর মধ্যে মসজিদেও দরসের ধারাবাহিকতা জারী রাখবেন, মাগরিবের আযানের অন্তত দশ মিনিট আগে পুনরায় মসজিদে চলে আসবেন এবং অযু, ইস্তিঞ্জা শেষ করে আযান ও ইকামতের সময় নিরব থেকে উত্তর প্রদান করবেন এবং তাকবীরে উলার সাথে জামাআত সহকারে মাগরিবের নামায আদায় করবেন। (বৃহস্পতিবার মাগরিব থেকে ইশরাক ও চাশতের মাদানী কাফেলার সিডিউলও সাপ্তাহিক

www.dawateislami.net

ইজতিমায় অংশগ্রহণ এবং রাতে ইতিকাফ হবে) নামাযের পর একজন ইসলামী ভাই এলান করবেন এরপর اِنْ شَآءَالله বয়ান হবে। বয়ানের পর (১২ মিনিট) ইনফিরাদি কৌশিশ করার সৌভাগ্য অর্জন করবেন, এরপর সুন্নাত অনুযায়ী বসে খাবার খাবেন, এরপর এশার আযানের পূর্বে নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে মসজিদেও প্রথম কাতারে গিয়ে সুন্নাতে কবলিয়া আদায় করবেন এবং তাকবীরে উলার সাথে এশার জামাআত আদায় করবেন, নামাযের পর দরস হবে, দরসের পর সূরা মূলকের তিলাওয়াত করবেন, এরপর কিছু ইসলামী ভাই (১২ মিনিট) এর বাহিরে গিয়ে ইসলামী ভাইদের উপর ইনফিরাদি কৌশিশের সৌভাগ্য অর্জন করবেন এবং এরপর اِنْ شَآءَالله মাদানী হালকা হবে। এরপর পুনরাবৃত্তির হালকা হবে এরপর সালাতুত তাওবার নফল আদায় করা হবে, এরপর সকল ইসলামী ভাই আমলের পর্যবেক্ষণ করার সৌভাগ্য অর্জন করে সুন্নাতী বস্ত্র শিয়রে রেখে ঘুমানোর সময়ের ওয়াযিফা পাঠ করে ঘুমিয়ে পড়বেন।

উপযুক্ত সময়ে ইচ্ছুক ইসলামী ভাইদেরকে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য জাগিয়ে দেয়া হবে, সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাই তাহাজ্জুদের নামায আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করবেন এরপর যিকির ও দরুদে মশগুল হয়ে যাবেন। ফজরের আযানের পর সকল ইসলামী ভাই সদায়ে মদীনার সৌভাগ্য অর্জন করার জন্য মসজিদের বাহিরে চলে যাবেন। ফজরের জামাআতের পর থেকে অন্তত দশ মিনিট আগে চলে এসে সুন্নাতে কবলিয়া আদায় করার পর প্রথম কাতারে তাকবীরে উলার সাথে ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করবেন, নামাযের পর একজন ইসলামী ভাই এলান করবেন, এরপর বয়ান হবে, এরপর اِنْ شَآءَالله শিখা ও শিখানোর আমল জারী থাকবে। এরপর সকল ইসলামী ভাই ইশরাক ও চাশতের

নফল আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করবেন। এরপর আরামের বিরতি হবে। ৮:৪৫ এ সকল ইসলামী ভাইকে ঘুম থেকে জাগ্রত করবেন। সকল ইসলামী ভাই ইস্তিঞ্জা ও অযু শেষ করে ৯:০০ টায় নাস্তা করবে এবং اِنْ شَآءَالله সাড়ে নয়টায় পুনরায় এইভাবে মাশওয়ারার হালকা শুরু হয়ে যাবে।

জাদুওয়ালের পুনরাবৃত্তি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল:

আমীরে কাফেলার উচিত যেদিন জাদুওয়াল হবে ওইদিন অনুযায়ী জাদুওয়ালের পুনরাবৃত্তি করবে, এমন যেন না হয় যে জাদুওয়াল শুরু হচ্ছে যোহর থেকে আর পুনরাবৃত্তি ৯: ০০ টায় শুরু করবে আর যদি বিদায় মাগরিবের সময় অথবা এশার সময় হয় অথবা অন্য যেকোন সময় হয় তাহলে ততটুকু জাদুওয়ালের পুনরাবৃত্তি করবেন সামনে আগাবেন না। বিশেষ করে শেষের দিন আমীরে কাফেলার উচিত জাদুওয়ালের পুনরাবৃত্তি করার পর শোরাকাদেরকে বিদায়ি জাদুওয়ালও এই ধরনে বলে দেওয়া: আহ! আজ আমাদের, মাদানী কাফেলার শেষদিন এবং اِنْ شَآءَالله আমাদের কাফেলা দারুস সুন্নাহতে গিয়ে শেষ হবে, যেখানে আমরা আমাদের কাফেলার কার্যবিবরণী পেশ করব। এরপর اِنْ شَآءَالله স্ব স্ব ঘরে চলে যাব।

কাফেলা থেকে কাফেলা প্রস্তুত করার পদ্ধতি:

۞ মাদানী কাফেলার সফলতা তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে:

(১) যেখানে মাদানী কাফেলা যাবে সেখান থেকে আরও একটি মাদানী কাফেলা সফর করাবেন। (২) মাদানী কাফেলায় সফরকারীদের মধ্য হতে প্রত্যেকের একটা মানসিকতা এটা যেন হয় যে, আমাকে কমপক্ষে ৩দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। (৩) মাদানী

www.dawateislami.net

কাফেলা ওয়ালারা যখন নিজ এলাকায় যাবেন তখন দ্বীনি কাজের সাড়া জাগিয়ে দিবেন।

- দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজের প্রাণ হলো মাদানী কাফেলা আর মাদানী কাফেলার জান হলো সাক্ষাত অর্থাৎ ইনফিরাদি কৌশিশ আর ইনফিরাদি কৌশিশের প্রাণ হলো মিশুকতা এসব বিষয়গুলো সব সময় মাথায় রাখবেন।
- ৩ দিন মাদানী কাফেলায় প্রথম দিন বিভিন্ন ইসলামী ভাইয়ের উপর ইনফিরাদি কৌশিশ করে তাদেরকে মাদানী কাফেলার মুসাফির হওয়ার ভরপুর উৎসাহ ও নিয়ত করানোর পর তাদের নামও লিখে নিবেন। এরপর দ্বিতীয়দিন ঘরে গিয়ে সাক্ষাত করে ইসলামী ভাইদেরকে মাদানী কাফেলায় সফরের জন্য প্রস্তুত করবেন। এর মধ্যে মাদানী কাফেলার শোরাকাদের মধ্য হতে কোন মুবাল্লিগ মানসিকভাবে সফরের জন্য প্রস্তুত থাকবেন এরপর যখনই দ্বিতীয় কাফেলার জন্য ব্যবস্থা হয় তখন নতুনভাবে প্রস্তুত হওয়া ইসলামী ভাইদের হাতোহাত দারুস সুন্নাহতে অথবা নিকটস্থ মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা পাঠিয়ে দিবেন।
- প্রথমদিন রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের বিষয়ে বয়ান করবেন যেন মানুষের মাথায় সুন্নাতের গুরুত্ব বসে যায়। দ্বিতীয়দিন উত্তম চরিত্রের বিষয়ে বয়ান করবেন এবং তৃতীয়দিন খোদাভীতি ও ইশকে রাসূল বিষয়ে বয়ান করবেন।

উত্তম চরিত্রের বয়ান দ্বারা চারিত্রিক শিক্ষা হবে, খোদাভীতির বয়ান দ্বারা হৃদয়ের নম্রতা নসীব হবে, ইশকে রাসূলের বয়ানে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসা সৃষ্টি হবে আর আল্লাহর রাস্তায় সফর করানো সহজ হবে।

- যেই মসজিদে মাদানী কাফেলা অবস্থান করবে, সেটার যিম্মাদার (নিগরান যেলি হালকার মুশাওয়ারাত) এর সাথে মিলে নামাযী ব্যক্তিদেরকে অথবা অন্যান্য লোকদেরকে ইসলামী ভাইদের ব্যস্ততা সম্পর্কে জেনে নিবে এবং ওই মসজিদে মাদানী কাফেলা করানোর ব্যাপারে ভরপুর সহযোগিতা করার আবেদনও করবে।
- ইনফিরাদি কৌশিশের সিডিউল (Schedule) এর মধ্যে ২জন ইসলামী ভাই মসজিদের ইমাম ও ওলামা মাশায়েখের খেদমতে উপস্থিত হবেন এবং তাদেরকে দাওয়াতে ইসলামী মাদানী কাজ ও মাদানী কাফেলায় বরকতের জন্য দোয়ার আবেদন করার সাথে খুবই সুন্দর ভঙ্গিমায় মাদানী কাফেলায় সফর করার আবেদনও করবেন।
- যদি মাদানী কাফেলা কোন গ্রাম/ বসতী/ শহরে হয় তবে ইনফিরাদি কৌশিশের জাদুওয়ালে ওখানকার প্রভাব সম্পন্ন ব্যক্তির ঘরে/ অফিস ইত্যাদি গিয়েও নেকীর দাওয়াত দিবেন যদি তারা সফরের জন্য রাজি হয়ে যায় তো اِنْ شَآءَ الله ওখান থেকেও কাফেলা খুব সহজে প্রস্তুত হয়ে যাবে, ওই লোকদেরকে খুবই আন্তরিকতার সাথে আগে মসজিদে আসার দাওয়াত দিবেন এরপর তাদেরকে মাদানী কাফেলার গুরুত্ব বলে মাদানী কাফেলায় সফর করার জন্য প্রস্তুত করবেন।
- নতুন ইসলামী ভাইদেরকে ইলমে দ্বীন, সুন্নাত শিখা/ শিখানোর গুরুত্ব বোঝানোর সাথে সাথে আল্লাহর রাস্তায় সফর করার ফযিলত ও বরকত এবং দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী বাহার বলে উৎসাহ প্রদান করবেন। এবং পুরাতন ইসলামী ভাইদেরকে কাফেলার গুরুত্ব ও মূল্য বলে সফর করার জন্য প্রস্তুত করবেন।

- দাওয়াত প্রদানকারী যত বেশি আমলদার হবে, তার নেকীর দাওয়াত তত বেশি প্রভাব সম্পন্ন হবে।
- যারা সফরের জন্য প্রস্তুত হয়েছে, ভালো ভালো নিয়ত সহকারে তাদের জন্য মেহমানদারীর ব্যবস্থা করবেন যেমন, বিস্কুট অথবা ফ্রুট ইত্যাদি পেশ করুন। এর দ্বারা তাদের হৃদয়ে দ্বীনের ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে এবং শয়তান তাদেরকে সফর করা থেকে বাধা প্রদান করতে ব্যর্থ হবে।
- কোন ইসলামী ভাইয়ের মাদানী কাফেলায় সফর করার নিয়ত করার উপর যথেষ্ট হবেন না বরং ধারাবাহিক যোগাযোগ রাখুন, যতক্ষণ আল্লাহর রাস্তায় সুন্নাতে ভরা সফর করে নিবে না বরং সফরের পরেও যোগাযোগ অব্যাহত রাখবেন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১২) নেক আমল

টার্গেট: (প্রতিটি যেলি হালকায় ৫টি করে রিসালা বন্টন করার টার্গেট)

দরুদ শরীফের ফযিলত:

একবার আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি আজ রাতে এক আশ্চর্যকর স্বপ্ন দেখেছি, আমি দেখলাম যে, আমার এক উম্মত পুলসিরাত পার হতে গিয়ে কখনো হেঁটে যাচ্ছে তো কখনো পড়ে যাচ্ছে আবার কখনো ঝুলে যাচ্ছে, এরপর হঠাৎ তার কাছে আমার উপর পড়া দরুদ উপস্থিত হলো, যে তার হাত ধরে তাকে পুলসিরাতে দাঁড় করিয়ে দিল এমনকি সে পুলসিরাত পার করে নিল।[১]

مُشکِل جو سَر پہ آپڑی، تیرے ہی نام سے ٹلی
مُشکِل کُشا ہے تیرا نام، تجھ پر دُرُود اور سَلام

মুশকিল জো সারপা আপড়ী, তেরে হী নাম সে টলী
মুশকিল কুশা হ্যা তেরা নাম, তুঝ পর দরুদ আওর সালাম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

"নেক আমল" দ্বীনি কাজের পরিচিতি:

মাসিক "নেক আমল" হলো দ্বীনি যেলি হালকার ইসলামী ভাইদেরকে নেক বানানোর উপায়। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে

(১). নাওদিরুল উসুল, ৬/৫৩।

সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই ফিতনা ফাসাদের যুগে নেকী করার ও গুনাহ থেকে বাঁচার পদ্ধতি সম্বলিত শরীয়ত ও তরীকতের সমন্বয়ে গঠিত ইসলামী ভাইদের জন্য "৭২ নেক আমল" আর ইসলামী বোনদের জন্য "৬৩ নেক আমল" প্রশ্ন আকারে দান করেছেন। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের আমলের পর্যবেক্ষণের জন্য "৭২ নেক আমল" এর রিসালা পূরণ করবেন অথবা নেক আমল Application এর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করে নেবেন আর প্রতিমাসের ইংরেজী প্রথম দশ তারিখে নিজের যিম্মাদেরকে জমা করাবেন এবং প্রতিমাসে কিছু না কিছু "৭২ নেক আমল" এর রিসালা ক্রয় করে অপরকেও এর উপর আমল করার উৎসাহ দিয়ে উপহার হিসেবে পেশ করুন। (বিস্তারিত জানার জন্য "জান্নাত গে তলবগারোঁ কি লিয়ে মাদানী গুলদস্তা" কিতাবটি অধ্যয়ন করুন।)

নিজের আমলের পর্যবেক্ষণের বিধান:

আল্লাহ পাক পারা ২৮, সূরা হাশর আয়াত নাম্বার ১৮ তে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۸﴾

(পারা ২৮, সূরা, হাশর, আয়াত: ১৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো, এবং প্রত্যেকের দেখা উচিত যে, আগামীকালের জন্য সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে, এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে অবহিত আছেন।

মুফাসসিরে কুরআন হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: এক মূহুর্তের চিন্তা অধিক যিকির থেকে উত্তম তবে চিন্তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ভাবনা। রবের আযমত, রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বৈশিষ্ট্যসমূহ, (নিজের গুনাহের কথা স্মরণ করা, এতে অন্তর্ভুক্ত, এটাই হলো মুরাকাবার মূল।

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা رَضِيَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: যে দুনিয়াতে নিজের হিসাব করবে তার জন্য আখিরাতের হিসাব সহজ হবে। সুতরাং যখন করবে তখন চিন্তা করবে যে, আল্লাহ পাক আমার গুনাহ দেখছেন।(১)

আল্লাহ পাকের প্রিয় আখেরী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: অনুশোচনা ও আফসোস ছাড়া কেউ মারা যাবে না, যদি গুনাহগার হয় তবে তার অনুশোচনা এই কারণে হবে যে, ভালো আমল কেন করেনি? আর যদি নেককার হয় তবে আফসোস করবে যে আরও বেশি কেন নেক আমল করেনি? (২)

কিয়ামতের দিন আমলের হিসাব:

মিনহাজুল আবেদীনে রয়েছে: একদিন ও একরাতে ২৪ ঘন্টা হয়ে থাকে আর কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বান্দার সামনে প্রতিটি দিনের বিনিময়ে একসাথে ২৪টি আলমারি রেখে দেওয়া হবে। যখন সেগুলো থেকে একটি আলমারি খোলা হবে যেটা বান্দার নেকীর নূর দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে যা সে ওই সময় করেছিলো তো সে এত পরিমাণ খুশি হবে যে, যদি তার এই খুশি

(১). নূরুল ইরফান, পারা: ২৮, সূরা: হাশর, আয়াতের ব্যাখ্যা: ১৮, পৃ: ৮৭৪ থেকে ৮৭৫।
(২). তাফসীরে কুরতুবী, পারা: ১৮, আত তাগাবুন, আয়াতের পাদটীকা: ৯, অংশ: ২, ৯/১০৫।

www.dawateislami.net

সমস্ত জাহান্নামীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয় তবে তারা বিস্ময়তার কারণে নিজেদের কষ্টের কথা ভুলে যাবে আর যদি বান্দা কোন সময়ে নেকী করার পরিবর্তে গুনাহে লিপ্ত থাকে তবে যখন সে আলমারি খুলবে তখন নূরের স্থলে এত পরিমাণ অন্ধকারত্ব ও দূর্গন্ধ ছড়াবে যেটা দেখে বান্দা এত পরিমাণ ভয় ও অপদস্তা অনুভব করবে, যদি সেগুলো সমস্ত জান্নাতীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয় তবে তাদের নেয়ামতসমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে। একইভাবে কেউ এমন আলমারি খুলবে যেটা খালি থাকবে আর তাতে এমন কোন বস্তু থাকবে না যা বান্দার জন্য খুশি বা চিন্তার কারণ হবে সত্যিকার্থে সেটা ওই মূহুর্ত হবে যেটাতে সে দুনিয়াতে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে অথবা (আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে) উদাসিনতার শিকার ছিল অথবা কোন নেক আমলই করতে পারেনি, সুতরাং ওই আলমারি খালি হওয়ার কারণে সে অনেক আফসোস করবে আর সে ওই ব্যক্তির মত আফসোস করবে যার লাভ করার অনেক সুযোগ মিলেছে কিন্তু সে সেগুলো নষ্ট করে ওই প্রচুর লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।[১]

غافِل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے مُنادی
قدرت نے گھڑی عُمر کی اِک اور گھٹادی

গাফিল তুঝে ঘড়িয়াল ইয়ে দেতা হ্যা মুনাদী
কুদরত নে ঘড়ী ওমর কী এক আওর ঘঠাদী

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১). মুখতসর মিনহাজুল কাসিদীন, পৃ: ৪৩৩।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রচেষ্টা থাকা উচিত যে, আমাদের ২৪টা ঘন্টা (Hours) এর মধ্যে যেন কোন একটি মূহুর্তও যেন এমন না কাটে যা নেক আমল থেকে খালি হয়। সব সময় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার এবং নেক আমল করার জন্য প্রস্তুত থাকি যাতে কিয়ামতের দিন অপদস্তুতার সম্মুখীন হতে না হয় এবং আফসোস করতে না হয়। যদি আমরা এমনটি না করি তবে যেমনিভাবে উচ্চ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হতে পারি তদ্রুপ অপরকে ওই মর্যাদার আসনে আশীন দেখে অনুশোচনার স্বীকারও হতে পারি। এজন্য বান্দার উচিত সে যেন দুনিয়ার মধ্যেই মাঝে মাঝে নিজের আমলের হিসাব করতে থাকে যেমনটি আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলতেন কোথায় লোকেরা! নিজের আমলে হিসাব করে নাও এর পূর্বে যে (কিয়ামত চলে আসে আর) সেগুলোর হিসাব নেওয়া হবে।[১]

تُو بے حساب بخش دے عطّارِ زار کو
تجھ کو نبی کا واسطہ یا ربِّ مُصطفٰے

তু বে হিসাব বখশ দে আত্তারে যার কো
তুঝ কো নবী কা ওয়াস্তা ইয়া রব্বে মুস্তফা[২]

এক বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ প্রতিদিন নিজের আমলের হিসাব করতেন আর যখন রাত আসত তখন নিজের পায়ের উপর চাবুক মেরে বলতেন: বলো! আজ তুমি "কী কী

(১). ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন, ৫/১২৮।
(২). ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃ: ১৩৩।

করেছ?[১] এটাই নয় শুধু বরং অপর এক রেওয়ায়েতের মধ্যে এই পর্যন্তও রয়েছে যে, হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর নিকট একটি রেজিষ্টার (খাতা) ছিল, যেটাতে তিনি তার সপ্তাহের আমলসমূহ লিখতেন, এরপর প্রত্যেক জুমার দিন নিজের আমলের হিসাব করতেন আর যেই আমলকে (নিজের চিন্তাধারায়) আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য পেতেন না তখন নিজে নিজেকে চাবুক মারতেন আর বলতেন: তুমি এই কাজটি কেন করেছ?[২]

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

“আমলের পর্যবেক্ষণ মানে কি?

নিজের অতীতের আমলের পর্যবেক্ষণ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটা যে, মানুষ পরকালীন বিষয়ে নিজের জীবনের হিসাব করবে, অতঃপর যে কাজ তার পরকালের জন্য ক্ষতিকর সাব্যস্ত হতে পারে সেগুলো সংশোধন করার চেষ্টায় লেগে পড়বে এবং যেসব বিষয় পরকালীন জীবনের জন্য উপকারী মনে হবে সেগুলো আরও উত্তম বানানোর চেষ্টা করবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রত্যেক ব্যক্তির উপর আবশ্যক হলো যে, যখন কোন কাজের ইচ্ছা পোষণ বা আমলীভাবে চেষ্টা করতে চাই তখন নিজের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টার আগে সেই ব্যাপারে যেন চিন্তাভাবনা করে এবং কিছুক্ষণ সময় নেয় এই পর্যন্ত যে, জ্ঞানের নূরের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই কাজ আল্লাহ পাকের জন্য যেন সেটা করে নিতে পারে অথবা প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করার জন্য হলে সেটা থেকে বেঁচে থাকতে পারে এবং

(১). ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন, ৫/১৩৭।
(২). দুররাতুন নাসিহীন, পৃ: ২৫৩।

হৃদয়কেও সেটার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা থেকে বাধা প্রদান করা যায় কেননা বাতিল কাজে লিপ্ত হওয়ার আগে নফসের পর্যবেক্ষণ না করা হলে তার মধ্যে আগ্রহ বেড়ে যায় আর আগ্রহ ইচ্ছার জন্ম দেয় আর ইচ্ছা আমলের কারণ হয় আর বাতিল আমল বরবাদী আর আল্লাহ পাক দূরত্বের কারণ হয়ে থাকে। এজন্য হৃদয়ে আসা কুমন্ত্রণাকে শুরুতেই গোড়া থেকে উপড়ে ফেলা উচিত কেননা এটি অন্যান্য বিষয়ে সেটার অনুসরণে নির্দেশিকা হয়ে থাকে।

মনে রাখবেন! নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করার সময় তিন ধরনের কাজের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত: (১) যা আমরা আগে করে নিয়েছি, (২) যা করছি আর, (৩) যা ভবিষ্যতে করতে চাই।

অতঃপর এর মধ্যে প্রতিটি কাজ নেকী আর গুনাহের উপর নির্ভরশীল হবে অথবা সেই কাজটি মুবাহ (জায়িয) হবে অতএব প্রতিটি কাজের ব্যাপারে আমরা নিজের নফসের দুই ধরনের বিবেচনা করতে পারি:

(১) এই কাজটি কেন করেছি বা করছি? (২) এই কাজটি কিভাবে করেছি বা কিভাবে করব?

উপরোক্ত প্রকারভেদের ফলে যেহেতু আমাদেরকে অনেক সময় অনেক আমলের পর্যবেক্ষণ করতে হবে যা অনেক কঠিন। সুতরাং এই বিষয়ে হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে একটি খাতা থাকা দরকার যেটার উপর ধ্বংসে নিপতিতকারী কাজ এবং মুক্তিদানকারী সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে, এমনকি গুনাহ ও নেক আমলেরও উল্লেখ থাকবে এবং প্রতিদিন সেটার সাহায্যে নিজের আমলের হিসাব করবে। সুতরাং আমাদেরকে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আমলের দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক আর বাৎসরিক একটি তালিকা বানাতে হবে অতঃপর

www.dawateislami.net

সেটাতে ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পরামর্শ অনুযায়ী চিহ্ন লাগানো উচিত।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দানকৃত নেক আমল রিসালা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটি বাস্তবতা যে, প্রত্যেকে এমন তালিকা বানানোর যোগ্যতা রাখে না যা তার দুনিয়া ও আখিরাতকে উত্তম বানানোর বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং আমাদের উচিত যে, আমরা যেন বর্তমান যুগের মহান রুহানী ব্যক্তিত্ব শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দানকৃত “৭২ নেক আমল” অনুযায়ী আমলা করা। “নেক আমল প্রত্যেক স্তরের লোকের সংশোধনের জন্য উপকারী যার বিস্তারিত নিচে দেয়া হলো:

নেক আমল রিসালার পরিচিতি:

ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২ নেক আমল রিসালা! ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩ নেক আমলের রিসালা! মাদরাসাতুল মদীনা (বালক/ বালিকা) এর জন্য ৪০ নেক আমলের রিসালা! জামেয়াতুল মদীনা (বালক) এর ৯২ নেক আমলের রিসালা! জামেয়াতুল মদীনা (মহিলা) শাখার জন্য ৮৩ নেক আমলের রিসালা! বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য ২৭ নেক আমলের রিসালা! কয়েদীদের সংশোধনের জন্য ৫২ নেক আমলের রিসালা! ওমরা গমনকারীদের জন্য ১৯ নেক আমলের রিসালা! হজ্বে গমনকারীদের জন্য ১৯ নেক আমলের রিসালা।

দোয়ায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه:

নেক আমলের উপর আমলকারীকে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه দোয়া দিয়ে ধন্য করে বলেন:

(১) হে রব্বে মুস্তফা! যে তোমার সন্তুষ্টির জন্য নেক আমল অনুযায়ী আমল করে, তাকে এর পূর্বে মৃত্যু দিও না যতক্ষণ না সে মদীনা দেখে নেয়।

(২) হে আল্লাহ পাক! যে কেউ সত্যমনে নেক আমলের উপর আমল করে, প্রতিদিন নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করে রিসালা পূরণ কর এবং প্রত্যেক ইংরেজী মাসের প্রথম তারিখে নিজের যিম্মাদারের নিকট জমা করায়, তাকে এর পূর্বে মৃত্যু দিও না যতক্ষণ না সে কালিমা পড়ে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

"নেক আমল" দ্বীনি কাজের উদ্দেশ্য:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেলি হালকার ১২ দ্বীনি কাজের মধ্য হতে একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি কাজ হলো প্রশ্ন আকারে "৭২ নেক আমল" এর রিসালা। যেটার উদ্দেশ্য হলো গুনাহের হিসাব করা, কবর ও হাশরের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা এবং নিজের ভালো ও মন্দ কাজের বিষয়ে বিবেচনা করে প্রতিদিন সময় নির্ধারণ করে নেক আমলের রিসালায় দেওয়া প্রশ্নগুলোর খালিঘর পূরণ করা। এটার বরকতে সুন্নাতের অনুসরণ, গুনাহের প্রতি ঘৃণা আর ঈমান হেফাযতের জন্য মেহনত করার মানসিকতা হবে, اِنۡ شَآءَ اللّٰه।

“নেক আমল” দ্বীনি কাজের উপকারিতা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিয়মিত প্রতিদিন নিজের আমলের হিসাব নিয়ে নেক আমলের রিসালা পূরণ করার এবং মাসের শেষ তারিখে নিজের নিগরানকে জমা করানোর অনেক উপকারিতা রয়েছে, যার মধ্যে কিছু উপকারিতা পেশ করা হলো:

- নেক আমলের রিসালার উপর আমল আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম কেননা এর বরকতে শরয়ী আহকামের উপর আমল করা ও সুন্নাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার স্পৃহা জাগ্রত হয়।
- প্রতিদিন নেক আমলের রিসালা পূরণ করার বরকতে ফরয ও ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবের প্রতি যত্নশীলতা নসীব হয় এমনকি মুবাহ কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার দ্বারা প্রচুর সাওয়াবের ভান্ডারও অর্জিত হয়ে থাকে।
- ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো শিখা/ শিখানোর মানসিকতা হয় আর চরিত্রের মধ্যেও উন্নতি ঘটে, অতএব বান্দা অহেতুক ও অযথা কার্যাদি থেকে বেঁচে যায়।
- নেক আমলের উপর আমল করার দ্বারা চোখ, কান ও মুখ বরং প্রতিটি অঙ্গের কুফলে মদীনা নসীব হয়ে থাকে যা দ্বারা কম কথা বলা, দৃষ্টিকে নত রাখা এবং ক্ষুধা থেকে কম খাওয়ার অভ্যাস গড়ে থাকে। (“কুফলে মদীনা” দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে বলা একটি পরিভাষা। যেকোন অঙ্গকে গুনাহ ও অহেতুক বিষয় থেকে বাঁচিয়ে রাখাকে “কুফলে মদীনা” বলা হয়ে থাকে।)

- নেক আমলের রিসালার মধ্যে অনেক প্রশ্ন এমন রয়েছে, যেগুলোর বরকতে ওই গুনাহ থেকে স্বয়ং নিজেকে বাঁচানোর মানসিকতা পাওয়া যায় যেগুলোর দিকে সাধারণত আমাদের ধ্যান থাকে না যেমন গোপন কথার হেফাযত করা, অপবাদ দেওয়া থেকে বেঁচে থাকা, অন্যান্য অভ্যন্তরীণ রোগ যেমন স্বার্থপরতা, লৌকিকতা, মিথ্যা, গীবত এবং চোগলী ইত্যাদি থেকে নিজেকে সুরক্ষা রাখা।
- কিছু প্রশ্ন দ্বীনি কার্যাদির সাথে সম্পৃক্ত, যেগুলোর দ্বারা যেলি হালকার দ্বীনি কার্যাদির শক্তি যোগে যেমন প্রতিদিন দরস দেওয়া বা শোনা, ইসলামী ভাইদের মাদরাসাতুল মদীনা বালেগানে পড়া বা পড়ানো, কমপক্ষে দুইজন ইসলামী ভাইয়ের উপর ইনফিরাদি কৌশিশ করা, সাপ্তাহিক ইজতিমায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করা, পুরো রাত ইতিকাফ করা, মাদানী কাফেলায় সফর করার উৎসাহ প্রদান করা এবং প্রতিদিন নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করে নেক আমলের রিসালা পূরণ করে নিজের যিম্মাদারকে প্রত্যেক মাসের প্রথম (1st) তারিখে জমা করানো ইত্যাদি।
- নেক আমল রিসালায় দ্বীনি পরিবেশের সাথে দৃঢ়তার সাথে সম্পৃক্ততা হওয়ার জন্যও প্রশ্ন রয়েছে যেমন দ্বীনি কার্যাদি শেষ করে এশার নামাযের পর থেকে দুই ঘন্টার ভেতরে নিজের ঘরে পৌঁছা, কোন একজন বা কয়েকজনের সাথে (ব্যক্তিগত) বন্ধুত্ব করা থেকে বেঁচে থাকা, মারকাযি মজলিসে শূরা, অন্যান্য বিভাগ ও নিজের নিগরানের আনুগত্য করা, কারো সাথে মতবিরোধ হলে অন্যের কাছে প্রকাশ না করা, যারা আগে আসত কিন্তু এখন আসে না এমন ইসলামী ভাইদেরকে দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য চেষ্টা করা এবং উচ্চারণ শুদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করা ইত্যাদি।

“নেক আমল” রিসালার উপর আমল করার দ্বারা নামাযের প্রতি যত্নশীলতা নসীব হলো:

নিউ করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরকম যে, এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেব যিনি দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, তিনি ইনফিরাদি কৌশিশ করে তার বড় ভাইকে একটি নেক আমল রিসালা উপহার দিলেন, তিনি সেটা ঘরে নিয়ে আসলেন আর পড়ে দেখলেন তো অবাক হয়ে গেলেন যে, এই সংক্ষিপ্ত একটি পুস্তিকার মধ্যে একজন মুসলমানের জীবনে পরিচালনার এতগুলো বিষয় দেওয়া হয়েছে। নেক আমলের রিসালা পাওয়ার বরকতে اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه তার নামাযের আগ্রহ নসীব হলো এবং নামাযীও হয়ে গেল, দাঁড়ি মুবারকও সাজিয়ে নিল এবং নেক আমলের রিসালাও পূরণ করা শুরু করল।

“নেক আমল” দ্বীনি কাজের পদ্ধতি:

নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ের উপর আমল নেক আমলের দ্বীনি কাজের জন্য অত্যন্ত উপকারী। আসুন! নেক আমলের দ্বীনি কাজের পদ্ধতি লক্ষ্য করুন:

- যেলি পর্যায় (Sub-Unit) এ যেলি যিম্মাদার আমল সংশোধন বিভাগ নির্ধারণ করবে যিনি যেলি (Sub unit) তে নেক আমল দ্বীনি কাজের জন্য চেষ্টা করবে। প্রতিদিন ইনফিরাদি/ সম্মিলিতভাবে আমলের পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে নেক আমলের রিসালা পূরণ করা/ করানো চেষ্টা করা এবং নেক আমলের রিসালা বন্টন করার, করানোর জন্যও চেষ্টা করতে হবে।

www.dawateislami.net

- এবং মুসলমানদের কাছে গিয়ে নেক আমল রিসালা অথবা নেক আমল অ্যাপের পরিচিতি করিয়ে উপহারস্বরূপ পেশ করবে অথবা মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করিয়ে দিবেন এবং প্রতিদিন আমলের পর্যবেক্ষণ করে রিসালা পূরণ করার মানসিকতা দিবেন।
- যাদেরকে নেক আমল রিসালা দিবেন সেগুলো তাদের কাছ থেকে আদায়ও করবেন, এবং নেক আমল রিসালা অনুযায়ী আমলকারীদেরকে উৎসাহিতও করবেন, তাদেরকে নেক আমল রিসালা উপহার হিসেবে পেশ করবেন। যারা জমা করায়নি তাদেরকে জমা করানোর জন্য উৎসাহ প্রদান করবেন।
- শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: যারা নিচে দেওয়া চারটি কাজ নিয়মিতভাবে করে তারা আমার "মাহবুব" (তথা প্রিয়ভাজন):

  (১) প্রতিদিন কমপক্ষে ১২বার লিখে কথাবার্তা বলা (২) প্রতিদিন কমপক্ষে ১২বার ইশারায় কথাবার্তা বলা (৩) প্রতিদিন কমপক্ষে ১২বার সামনের ব্যক্তি চেহারায় দৃষ্টি না দিয়ে কথা বলা (৪) প্রতিমাসে কমপক্ষে ৬৩টি নেক আমলের উপর আমল করা।
- প্রত্যেক ইংরেজী মাসের প্রথম সোমবার শরীফকে কুফলে মদীনা দিবস (রবিবার মাগরিবের পর থেকে সোমবান মাগরিব পর্যন্ত) আর কুফলে মদীনা দিবস (তিনদিন অথবা তারচেয়ে বেশি) পালন করবেন। আর প্রত্যেক ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনকে পালন করার তাকিদ দিবেন। এতে মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা "নিশ্চুপ শাহজাদা" একবার পড়তে অথবা শুনতে হয়।

www.dawateislami.net

নোট: কুফলে মদীনা “দাওয়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক পরিভাষা, যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দৃষ্টির হেফাযত করা এবং অহেতুক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকা অর্থাৎ কথাবার্তার মাঝে দৃষ্টিকে নত রেখে এবং প্রয়োজনীয় কথাও কম শব্দে/ ইশারায় অথবা লিখে বলাকে “কুফলে মদীনা” বলা হয়।

- এছাড়াও যেলি হালকায় ফয়যানে মিসওয়াক, নফল রোযা, ক্ষুধা থেকে কম খাওয়া, আইয়্যামে বীয (অর্থাৎ প্রত্যেক আরবি মাসের তেরো, চৌদ্দ, পনের তারিখে) এর রোযা এবং সাহরি ইজতিমারও ব্যবস্থা করবেন।
- যিম্মাদার ইংরেজী মাসের শেষ সপ্তাহে নেক আমলের রিসালা ইংরেজী মাসের প্রথম তারিখে জমা করানোর মানসিকতা দেওয়া শুরু করে দিবেন, নতুন মাসের রিসালা বন্টন করার জন্য নিজের পকেট থেকে খরচ করে ৫টি রিসালা বন্টন করবেন এবং অন্যান্যদেরকেও ইনফিরাদি কৌশিশ করে নিজেদের মরহুম আত্মীয়দের ঈসালে সাওয়াবের জন্য রিসালা বন্টন করার মানসিকতা দিবেন।
  কোন নামাযের পর অথবা একটি সময় নির্ধারণ করে যেলি হালকা (Sub unit) এর ইসলামী ভাইদেরকে এককভাবে অথবা সম্মিলিতভাবেও পর্যবেক্ষণ করাবেন।

এককভাবে আমলের পর্যবেক্ষণ করার পদ্ধতি:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভালো ভালো নিয়ত সহকারে নেক আমলের রিসালা পূরণ করুন, নেক আমলের রিসালায় প্রত্যেক আমলের ৩০ দিনের খালি ঘর দেওয়া হয়েছে, প্রতিদিন একটি সময় নির্ধারণ করে

নেক আমলের হিসাব করে খালিঘরগুলো পূরণ করুন, যেই নেক আমলের উপর আমল হয়েছে সেই নেক আমলের নিচে দেওয়া খালিঘরগুলোতে ঠিক মার্ক (✓) দিন আর যেসব আমল করা হয়নি সেগুলোত (০) বসিয়ে দিন।

রিসালা পূরণ করার সময় এইভাবে মানসিকতা তৈরী করুন! আজ যেই নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য হয়েছে, সেগুলোর জন্য আল্লাহ পাকের হামদ (তথা শোকরিয়া) আদায় করা এবং যেসব নেক আমলের উপর আমল করা হয়নি সেগুলোর জন্য আফসোস আর ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করুন। اِنْ شَآءَاللّٰه ধীরে ধীরে আমল বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে গুনাহের প্রতি ঘৃণাও চলে আসবে।

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণ করার পদ্ধতি:

সম্মিলিতভাবে নেক আমলের পর্যবেক্ষণ করে রিসালা পূরণকারী ইসলামী ভাইদের উচিত যে, তারা যেন সবার আগে এইভাবে বলে:

আসুন! নেক আমলের রিসালা পূরণ করার পূর্বে “ভালো ভালো নিয়ত” করে নিই: ۞ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য স্বয়ং নিজেও নেক আমলের রিসালা থেকে আজ নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ (অর্থাৎ হিসাব) করব এবং অপরকেও সেটার তাকিদ দিব। ۞ যেই নেক আমলের উপর আমল হয়েছে সেগুলোর জন্য আল্লাহ পাকের হামদ (অর্থাৎ শুকরিয়া) আদায় করব। ۞ যেসব নেক আমলের উপর আমল হয়নি সেগুলোর জন্য আফসোস এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করব। ۞ গুনাহ থেকে রক্ষাকারী কোন নেক আমলের উপর খোদা না করুক আমল হয়নি তো তাওবা ও ইস্তিগফার করার সাথে সাথে ভবিষ্যতেও না করার ওয়াদা করব। ۞ অপ্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন অমুক অমুক অথবা এতটি নেক আমলের উপর আমল হয়েছে) প্রকাশ করব না। ۞ যেসব নেক আমল পরবর্তীতে আমল করা যেতে পারে (যেমন আজ ৩১৩বার দরুদ শরীফ পড়িনি)

www.dawateislami.net

তো পরে অথবা কাল আমল করে নিব। ۞ নেক আমলের রিসালা পূরণ করার মূল উদ্দেশ্য (যেমন খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক উন্নতি এবং দ্বীন কাজের মধ্যে উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করব। ۞ কালকেও নেক আমলের রিসালা পূরণ করার জন্য আমলের পর্যবেক্ষণ করব। ۞ শুধু নামে মাত্র নয় বরং গভীর চিন্তাভাবনা করার সাথে সাথে নেক আমলের রিসালা পূরণ করব।

এরপর এইভাবে বলবেন: আজ যেই নেক আমল করার সৌভাগ্য হয়েছে, নিচে দেওয়া খালিঘরে ঠিক (✓) চিহ্ন আর আমল না হওয়া অবস্থায় (০) লাগাবেন।

বি: দ্র: নিজেরই নেক আমলের রিসালার উপর দৃষ্টি রেখে পর্যবেক্ষণ করুন: এখন একটি একটি নেক আমল সংক্ষিপ্ত আকারে পড়া হবে আর নেক আমলের রিসালা পূরণ করা হবে! যেমন

۞ ভালো ভালো নিয়ত করেছেন? ۞ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করেছেন? ۞ নামাযের আগে নামাযের দাওয়াত দিয়েছেন? ۞ সূরা মূলক পড়েছেন বা শুনেছেন? ۞ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, তাসবীহে ফাতেমা ও সূরা ইখলাস পড়েছেন? ۞ কমপক্ষে তিন আয়াত অনুবাদ ও তাফসীরসহ পড়েছেন? ۞ শাজারা থেকে কিছু না কিছু ওয়াযিফা পড়েছেন? ۞ কমপক্ষে ৩১৩বার দরুদ শরীফ পড়েছেন? ۞ চক্ষুকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছেন? ۞ কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইভাবে প্রতিদিন নেক আমলের পর্যবেক্ষণ করার পর কুফলে মদীনা কার্যবিবরণী পূরণ করবেন।

কুফলে মদীনা কার্যবিবরণী:

(১) লিখে কথাবার্তা, (২) ইশারায় কথাবার্তা, (৩) দৃষ্টি দেওয়া ব্যতীত কথা বলা।

www.dawateislami.net

✿ সাপ্তাহিক ইজতিমার দিন সাপ্তাহিক নেক আমলের পর্যবেক্ষণও করে নিন এবং ইংরেজী মাসের শেষ তারিখে মাসিক নেক আমলের খালিঘরও পূরণ করিয়ে নিবেন।

নেক আমল বৃদ্ধির জন্য ধারাবাহিকতা অবলম্বন করা:

যদি কেউ তাকওয়ার খাতিরে কম খাওয়ার অভ্যাস করতে চায় তাহলে একদিনে কম খাওয়া শুরু করবে না বরং একদিন পর একদিন করে কম খাবে তো اِنْ شَآءَ الله ধীরে ধীরে কম খাওয়ার অভ্যাস হয়ে যাবে। সুতরাং আমাদের উচিত ধাপে ধাপে আমল করা শুরু করবেন তো নেক আমল বৃদ্ধি পাবে, اِنْ شَآءَ الله এইভাবে এমন একটি সময় আসবে যেদিন আমরা সমস্ত নেক আমলের উপর আমলকারী হয়ে যাবো। কিন্তু মনে রাখবেন! ফরয ও ওয়াজিব ইত্যাদি শরয়ী আহকামের উপর আমল করা জরুরী।

৭২ নেক আমল এক নজরে:

এই ৭২ নেক আমলসমূহকে যদি বিষয় ভিত্তিক ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয় তবে এইভাবে হবে: ✿ ১৩ নেক আমল ইবাদত প্রসঙ্গে ✿ ১০টি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সম্পর্কিত ✿ ১১টি চারিত্রিক বিষয়ে। ✿ ১০টি সাংগঠনিক দ্বীনি কাজ সম্পর্কিত। ✿ ৯টি অধ্যয়ন সম্পর্কিত। ✿ ৬টি কুফলে মদীনা সম্পর্কি আর ✿ ৩টি মুস্তাহাব সম্পর্কিত।

৭২ নেক আমলের দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক বন্টন: ✿ দৈনিক ৫৬টি নেক আমল। ✿ সাপ্তাহিক ১০টি নেক আমল। ✿ মাসিক ৩টি নেক আমল। ✿ বাৎসরিক একটি নেক আমল। এইভাবে ৭২ নেক আমলের রিসালায় ধারাবাহিকভাবে পাবেন।

তথ্যসূত্র

কুরআন মাজীদ	আল্লাহ পাকের কালাম	***
কিতাবের নাম	**লেখক/রচয়িতা/ওফাত**	**প্রকাশনী**
কানযুল ঈমান	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪৩২ হি:
তাফসীরে কুরতুবী	আল্লামা আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আনসারী কুরতুবী, ওফাত ৬৭১ হি:	দারুল ফিকর বৈরুত
তাফসীরে খাযিন	আল্লামা আলা উদ্দীন আলী বিন মুহাম্মদ বাগদাদী, ওফাত ৭৪১ হি:	আল মাত্ববাআতুল মায়মুনা মিসর ১৩১৭ হি:
তাফসীরে কবীর	ইমাম ফখর উদ্দীন মুহাম্মদ বিন ওমর বিন হোসাইন রাযী, ওফাত ৬০৬ হি:	দারু ইহইয়াউত তুরাছুল আরবী বৈরুত ১৪২০
তাফসীরে মাদারিক	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আহমদ বিন মাহমুদ নাসাফী, ওফাত ৭১০ হি:	দারুল মারিফা বৈরুত
তাফসীরে নঈমী	হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী, ওফাত ১৩৯১ হি:	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন লাহোর
তাফসীরে নূরুল ইরফান	হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী, ওফাত ১৩৯১ হি:	পীর ভাই কোম্পানী লাহোর
তাফসীরে সিরাতুল জিনান	মুফতি আবু সালেহ মুহাম্মদ কাসিম আত্তারী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪৩৪ হি:
বুখারী	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ঈসমাইল বুখারী, ওফাত ২৫৬ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত ১৪১৯ হি:
মুসলিম	ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম বিন হিজাজ কুশাইরী, ওফাত ২৬১ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত ১৪২৭ হি:
তিরমিযী	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী, ওফাত ২৭৯ হি:	দারুল ফিকর ১৪১৪ হি:
আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআত বিজিস্তানী, ওফাত ২৭৫ হি:	দারু ইহইয়াউত তুরাছুল আরবী বৈরুত ১৪২১ হি:
সুনানে ইবনে মাজাহ	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ, ওফাত ২৭৩ হি:	দারুল ফিকর বৈরুত ১৪২০ হি:
সুনানে নাসায়ী	ইমাম আবু আব্দুর রহমান বিন হাম্বল, ওফাত ২৪১ হি:	দারুল ফিকর বৈরুত, ১৪১৪ হি:
মুসনদে ইমাম আহমদ	ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল, ওফাত ২৪১ হি:	দারুল ফিকর বৈরুত ১৪১৪ হি:

কিতাবের নাম	লেখক/রচয়িতা/ওফাত	প্রকাশানী
আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব	যাকি উদ্দীন আব্দুল াইযম বিন আব্দুল কাভী, ওফাত ২৪১ হি:	দারুল ফিকর বৈরুত ১৪১৪ হি:
নাওয়াদিরুল উসুল	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আলী হাকিম তিরমিযী, ওফাত ২৮৫ হি:	দারু ইহইয়াউত তুরাছুল আরবী বৈরুত ১৪২২ হি:
মু'জামু কবীর	ইমাম আবুল কাসিম সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী, ওফাত ৩৬০ হি:	দারু ইহইয়াউত তুরাছুল আরবী ১৪২২ হি:
মুসনাদুল ফেরদৌস	শেরোইয়া বিন শেহরাদার বিন শোরিয়া আদ দাইলামী, ওফাত ৫০৯ হি:	দারুল ফিকর বৈরুত ১৪১৮ হি:
শুয়াবুল ঈমান	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন বিন আলী বায়হাকী, ওফাত ৪৫৮ হি:	দারুল ইলমিয়া বৈরুত ১৪২১ হি:
সুনানে দারামী	ঘাফিয আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান দারামী, ওফাত ২৫৫ হি:	দারুল কিতাব আরবী বৈরুত
জামে সগীর	ইমাম জালাল উদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবু বকর সূয়ুতী, ওফাত ৯১১ হি:	দারুল ফিকর বৈরুত ১৪২৫ হি:
মুস্তাদরাক	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ হাকিম নিশাপুরী, ওফাত ৪০৫ হি:	দারুল মারিফা বৈরুত ১৪১৮ হি:
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা	ইমাম হাফিয আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবি শায়বা, ওফাত ২৩৫ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত
মুসনাদে আবি ইয়া'লা	আবু ইয়া'লা আহমদ বিন আলী মৌসুলী, ওফাত ৩০৭ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত
মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক	ইমাম হাফিয আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক বিন হুমাম যিনআনী, ওফাত ২১১ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত
মু'জামু ইবনুল মাক্বরী	আল হাফিয আবু বকর বিন ইব্রাহিম আসবাহানী ইবনুল মাক্বরী, ওফাত ৩৮১ হি:	মাকবাতুর রাশাদ রিয়াদ্ব
মুসনদে বাযযার	আবু বকর আহমদ বিন আমর বিন আব্দুল্লাহ খালিক বাযযার, ওফাত ২৯২ হি:	মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হুকমুল মাদীনাতুল মুনাওয়ারা
মু'জামু আউসাত	ইমাম আবুল কাসিম সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী, ওফাত ৩৬০ হি:	দারুল ফিকর বৈরুত ১৪২০ হি:
আয যুহদুল কবীর লিল বায়হাকী	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন বিন আলী লিল বায়হাকী, ওফাত ৪৫৮ হি:	মুয়াসসাতুল কুতুবুছ ছাকাফিয়া ১৪১৭ হি:

www.dawateislami.net

কিতাবের নাম	লেখক/রচয়িতা/ওফাত	প্রকাশানী
উমদাতুল ক্বারী	আল্লামা বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ আইনী, ওফাত ৮৫৫ হি:	দারুল ফিকর বৈরুত
শরহে মুসলিম লিন নববী	ইমাম আবু যাকরিয়া ইয়াহইয়া বিন শারফুদ্দীন নববী দামেস্কী, ওফাত ৬৭৬ হি:	দারুল কুতুবল ইলমিয়া বৈরুত ১৩৪৭ হি:
শরহে সুনানে আবি দাউদ	আল্লামা বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ আইনী, ওফাত ৮৫৫ হি:	মাকতাবাতুর রাশাদ রিয়াদ্ব
আশআতুল লুমআত	শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী, ওফাত ১০৫২ হি:	কুয়েটা
ফয়যুল কদীর	আল্লামা আব্দুর মুনাভী, ওফাত ১০৩১ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত ১৪২২ হি:
মিরাতুল মানাজীহ	হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী, ওফাত ১৩৯১ হি:	ডয়য়ায়ী পাবলিকেশন লাহোর
ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন, ওফাত ১৩৪০ হি:	রেযা ফাউন্ডেশন লাহোর ১৪২৭ হি:
বাহারে শরীয়ত	মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী, ওফাত ১৩৬৭ হি:	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪২৯ হি:
আল হাভী লিল ফতোওয়া	ইমাম জালাল উদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবু বকর সূয়ুতী, ওফাত ৯১১ হি:	দারুল ফিকর বৈরুত ১৪২৪ হি:
আদ দুররে মুখতার	আল্লামা আলা উদ্দীন মুহাম্মদ বিন আলা হাসকাফী, ওফাত ১০৮৮ হি:	দারুল মারিফা বৈরুত ১৪২০ হি:
কু'তুল কুলুব	শায়খ আবু তালিব মুহাম্মদ বিন আলী মাক্কী, ওফাত ৩৮৬ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত ১৪২৬ হি:
গীবতের ধ্বংসলীলা	আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত ১৪২৬ হি:
ইহইয়াউল উলুম	ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী, ওফাত ৫০৫ হি:	দারু সাদিও বৈরুত ১৪২০ হি:
মিনহাজুল আবেদীন	ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী, ওফাত ৫০৫ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত
মুকাশিফাতুল কুলুব	ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী, ওফাত ৫০৫ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত
আওয়ারিফুল মাআরিফ	আবু হাফস ওমর বিন মুহাম্মদ সাহরোওয়ার্দী শাফেয়ী, ওফাত ৬৩২ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত

কিতাবের নাম	লেখক/রচয়িতা/ওফাত	প্রকাশানী
মুখতসর মিনহাজুল কাসিদীন	ইমাম আবুল আব্বাস আহমদ বিন আব্দুর রহমান বিন কুদ্দামা মুকাদ্দাসী, ওফাত ৬৮৯ হিঃ	দারু ইবনে কাছির বৈরুত
দুররাতুন নাসিহীন	ওসমান বিন হাসান বিন আহমদ শাকিরুল খুবী, ওফাত ১২৪১ হিঃ	দারুল ফিকর বৈরুত
মাদারিজুন নবুয়ত	শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী, ওফাত ১০৫২ হিঃ	নূরীয়া রযবীয়া পাবলিকেশন
আল কুরবাতুল ইলা রব্বিল আলামিন	আবুল কাসিম হালফ বিন আব্দুল মালিক বিন বিন বাশাকওয়াল, ওফাত ৫৭৮ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত
রাহাতুল কুলুব	বাবা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জে শাকার	শাব্বির ইদ্রিস লাহোর
নাফহাতুল উনস	আল্লামা আব্দুর রহমান জামী, ওফাত ৮৯৮ হিঃ	ইনতিশারাত কিতাবফারুশী মাহমুদী
হায়াতে আলা হযরত	মালিকুল ওলামা মাওলানা মুহাম্মদ জাফর উদ্দীন বিহারী, ওফাত ১৩৭২ হিঃ	মাকাতবাতুল মদীনা করাচী
তাহযীবুত তাহযীব	ইমাম আহমদ বিন আলী বিন হাজর আসকালানী, ওফাত ৮৫২ হিঃ	দারুল ফিকর বৈরুত ১৪১৫ হিঃ
আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া	ইমাম হাফিয ইমাদ উদ্দীন ইবনে কাছির, ওফাত ৭৭৪ হিঃ	দারুল ফিকর বৈরুত
তা'লিমুল মুতাআল্লিম তরিকুত তায়াল্লুম	আল্লামা মাওলানা ইমাম বুরহান উদ্দীন যারজুনী, ওফাত ৫০৫ হিঃ	করাচী
ফারশ পর আরশ	মুহাদ্দিসে আযম হিন্দ আবুল হামিদ সৈয়দ মুহাম্মদ আশরাফ জিলানী কাছওয়াছভী	***
হাদায়িকে বখশীশ	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা, ওফাত ১৩৪০ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
যওকে নাত	হাসসানুল হিন্দ মাওলানা হাসান রযা খাঁন বেরেলভী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
ওয়াসায়িলে বখশীশ	আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইলইয়াস কাদেরী রযবী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
ফয়যানে সুন্নাত	আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইলইয়াস কাদেরী রযবী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী

www.dawateislami.net

কিতাবের নাম	লেখক/রচয়িতা/ওফাত	প্রকাশনী
মাদানী পাঞ্জে সূরা	আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইলইয়াস কাদেরী রযবী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
যিয়ায়ী দরুদ সালাম	আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইলইয়াস কাদেরী রযবী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
ওসায়িলে দাওয়াতে ইসলামী	আল মদীনাতুল ইলমিয়া	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
ফয়যানে আমীরে আহলে সুন্নাত	আল মদীনাতুল ইলমিয়া	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
ইনফিরাদি কৌশিশ মাআ ২৫ হিকায়াতে আত্তারিয়া	আল মদীনাতুল ইলমিয়া	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
নেক বাননে ও বানানে কে তরীকে	আল মদীনাতুল ইলমিয়া	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
মাহবুবে আত্তারের ১২২টি ঘটনা	আল মদীনাতুল ইলমিয়া	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর বাণী:

নামাজে ধীরস্থিরতা ও প্রশান্তির প্রকাশ থাকা উচিত, তাড়াহুড়ো বা দ্রুততা নয়। (পক্ষান্তরে) খাবার খাওয়ার সময় কিছুটা দ্রুততা (থাকা উচিত), যাতে তা থেকে দ্রুত অবসর হয়ে ইবাদত বা অন্য কোনো দ্বীনি কাজে নিয়োজিত হওয়া যায়।

(মিরাতুল মানাজিহ, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ২২)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস: ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-মাক্কাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৮০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net